রেলপথ
মন্ত্রণালয়

উন্নয়নের
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ
রেলওয়ে

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ

রূপসা রেল সেতু

নির্মানাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

www.mor.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল দারিদ্রমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক সুখী-সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" গড়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বলিষ্ট দিক-নির্দেশনায় পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় একটি আত্মনির্ভরশীল, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ একযোগে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলওয়ে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।। আরামদায়ক, সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও স্বল্প খরচে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন বিকল্প নাই। বর্তমান রেল বান্ধব সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রেল লাইন নির্মাণ, পুরাতন রেলপথ পুনর্বাসন, মিটার/ব্রড গেজ লাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর, লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন, সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, নতুন ট্রেন সার্ভিস চালুসহ বেশ কিছু উদ্যোগ রেলওয়েকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য আসনে বসিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় রিলিফ, খাদ্য ও বস্ত্র পরিবহন করে জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। ঝড়-ঝঞ্চা, কুয়াশা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ রেল চলাচলে কখনো বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয় এবং পূর্ব বাংলাকে নিয়ে পাকিস্তান নামে একটি অসম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারনে রেলওয়ের উন্নয়নে পূর্ব বাংলায় কোন অর্থ বিনিয়োগ করা হয়নি। তদুপরি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও শেষদিকে অধিকাংশ রেল স্থাপনা ধ্বংস করে রাষ্ট্রায়ত্ত এ পরিবহন ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়া হয়। স্বাধীনতাউত্তর জাতির জনক ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন কিন্তু ৭১ এ পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করে। ফলে রেলসহ সর্বস্তরের উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত সরকার লোকসান ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের অজুহাতে মোট ১৩ (তের) টি রেলওয়ের সেকশন বন্ধ করে দেয়। রেলের জনশক্তির অভাব থাকা স্বত্ত্বেও ১৯৯১ সালে গোল্ডেন হ্যান্ডসেকের আওতায় প্রায় ১০ (দশ) হাজার দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়। ফলে রেলওয়ে একটি ভঙ্গুর যাত্রীসেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী ও গণতন্ত্রের মানসকণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আগ্রহে ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই রেলওয়ের উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগে।

জননন্দিত নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলওয়ের উন্নয়নে সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা দ্রুত সঠিকভাবে বাস্তবায়নসহ রেলওয়ের সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর পৃথক এবং পূর্ণাঙ্গ রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেন বর্তমান সরকার কর্তৃক ২০০৯ সাল হতে নতুন রেল লাইন নির্মাণ করা হয় ৬৫০.১১ কি.মি, মিটার গেজ রেল লাইন ডুয়েল গেজে রূপান্তর করা হয় ২৮০.২৮ কি.মি. ও রেল লাইন পূনর্বাসন করা হয় ১২৯৭.১৪ কি.মি.। নতুন রেল স্টেশন বিল্ডিং তৈরী করা হয় ১২৬ টি ও পূনর্বাসন করা হয় ২২৩টি। নতুন রেল সেতু নির্মাণ করা হয় ৭৩২টি ও পূনর্বাসন করা হয় ৭৭৪টি। লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয় ৯৬টি, যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ করা হয় ৫২০টি এবং পূনর্বাসন করা হয় ৫০০টি, মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ করা হয় ৫১৬টি, পূনর্বাসন করা হয় ২৭৭টি এবং নতুন ট্রেন চালু করা হয় ১৪২টি। সিগন্যালিং ব্যবস্থার

উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হয় ১৩০টি। বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে- ৪৪টি, স্বল্পতম সময়ে উদ্ধারকাজ সম্পাদনের জন্য ৬টি আধুনিক ক্রেন সংগ্রহ এবং ২টি ট্রেন ওয়াশিং পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি ৪টি নতুন রেলওয়ে সেকশন নির্মাণ ও ৪টি বন্ধ হয়ে যাওয়া সেকশন পুনঃ চালু করা হয়েছে। তাছাড়া জনবলের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্টেশনগুলি পর্যায়ক্রমে চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, নিরাপদ, আরামদায়ক, সময়োপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রূপকল্প-২০২১ এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০৪১ বাস্তব রূপায়ণঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৮৫৮.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং ৪৬২৯.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি সংশোধিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থ বছরে সর্বমোট ৪০টি প্রকল্প চলমান ছিল। এর মধ্যে মেগা প্রকল্পের আওতায় পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, দোহাজারী-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ, ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস রেলপথ, মাতারবাড়ী/সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর রেল সংযোগ, ভাঙ্গা-বরিশাল-পায়রা সমুদ্র বন্দর রেলপথ নির্মাণ, ইত্যাদি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত অর্থ বছরে ৪০টির মধ্যে ৪টি সমীক্ষা ও ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। যাত্রী সাধারণের ট্রেনে উঠানামা আরও নিরাপদ ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৬০টি স্টেশনের প্লাটফর্ম উঁচুকরণসহ সার্বিক মানোন্নয়ন এবং ১০০টি যাত্রীবাহী কোচ পূনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতি বছর চাঁপাইনবাবগঞ্জ - ঢাকার মধ্যে 'ম্যাঙ্গো স্পেশাল' ট্রেন এবং ঈদুল-আযহা উপলক্ষে গবাদি পশু পরিবহনের জন্য ২টি 'ক্যাটেল স্পেশাল' ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি নির্দেশনা ও নির্বাচনকালীন ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিটি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য গৃহীত উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ৪৩টি জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে এবং আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ১৫টি জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতির ২৫টির মধ্যে ১৪টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ১১টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গত ১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে রাজশাহী-বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম-রাজশাহী রুটে 'বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস' নামক নতুন ট্রেন চালু করা হয়। স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১ ভার্চুয়ালি "মিতালী এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-চিলাহাটি-নর্থ জলপাইগুড়ি স্টেশন শিলিগুড়ির মধ্যে চলাচল করছে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সুষ্ঠু ও দ্রুত ট্রেন চলাচলের স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুতে ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় মাত্র ২০ কি.মি। তাই সেতু ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকল্পে জাপান সরকারের অর্থায়নে যমুনা সেতুর উজানে পৃথক ডেডিকেটেড ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন বিশিষ্ট- ২য় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মিত হচ্ছে। গত ২৯ নভেম্বর, ২০২০ইং তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কাজটির শুভ উদ্বোধন করেন। গেজ ইউনিফিকেশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ক্রমে সকল মিটারগেজ রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরসহ নতুন রেল লাইনসমূহ ডুয়েলগেজ হিসেবে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এডিবি অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন প্রকল্প (রোলিং স্টক সংগ্রহ)" প্রকল্পের আওতায় গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং **CRRC Shandong Co. Ltd., China** এর মাঝে ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন সংগ্রহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং **Hindusthan Engineering & Industries Ltd, India** এর মাঝে ৪২০ টি ব্রডগেজ ওয়াগন সংগ্রহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে **Bangladesh Railway** এবং **RITES Ltd. India in JV with Aarvee Associates Architects Engineers & Consultant Pvt. Ltd.** এর মাঝে বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী

স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের **Package SD-1: Consultancy Services for Updating Feasibility study, Detailed Design, Mathematical Modelling, Tendering Services and Construction Supervision Service** এর চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

আন্ত:দেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংযোগের জন্য মোট ৮টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট রয়েছে। বর্তমানে ৫টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু রয়েছে। বাকী ৩টি পয়েন্টের মধ্যে ১টি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দর্শনা-গেঁদে ও বেনাপোল-পেট্রাপোল সেকশন ট্রান্স-এশিয়া নেটওয়ার্কের অংশ। দর্শনা-গেঁদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল এবং চিলাহাটি-হলদিবাড়ি সংযোগ দিয়ে পণ্য ও আন্ত:দেশীয় যাত্রীবাহী ট্রেন যথাক্রমে মৈত্রী এক্সপ্রেস, বন্ধন এক্সপ্রেস এবং মিতালী এক্সপ্রেস চলাচল করছে। রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ ও বিরল -রাধিকাপুর রেল সংযোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করছে।

নতুন ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার উদ্যোগ: আখাউড়া (বাংলাদেশ)-আগরতলা (ভারত)-(১০.০১৪ কিমি): এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার জন্য আখাউড়ার গঙ্গাসাগর থেকে ভারতীয় বর্ডার পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ফেনী-বিলোনিয়া- (প্রায় ৩৩ কিমি): এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার লক্ষ্যে ফেনী হতে বিলোনিয়া রেললাইন সংস্কার/পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। ফেনী-বিলোনিয়া রেললাইন সংস্কার/পুনঃনির্মাণ কাজ ভারতীয় অনুদানে সম্পন্ন করার প্রস্তাব বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজিটালাইজেশনের আওতায় বিনামূল্যে ট্রেনের পজিশন sms এর মাধ্যমে প্রাপ্তির জন্য গত ১৪ই মার্চ, ২০২১ইং তারিখ **"BR Explorer"** নামক **Application** টি চালু করা হয়। **"Rail Seba"** এ্যাপস ব্যবহার করে ট্রেনের টিকিট ক্রয়ের জন্য ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ইএফটির আওতায় প্রায় সকল কর্মচারীপেনশনারকে তাঁদের পেনশন দ্রুততম সময়ে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেলওয়ের ডিজিটাল সেবা আরও গণমূখী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৫৭৫ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কাজটি এই অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ট্রেন সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকা, বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে **"Computerised Information Display System"** প্রবর্তন করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণের অন বোর্ড খাবার ব্যবস্থাপনার জন্য রেলওয়ের নিজস্ব ক্যাটারিং সার্ভিস "বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটারিং ও ট্যুরিজম সেল" - এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রেলওয়ের উন্নয়ন অভিযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রেলওয়ের জনবল সংকট দূর করতে বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-ক্যাডার বহির্ভূত কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০২০ প্রণয়ন ও রেলওয়ের জনবল কাঠামো সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে জনবল ৪৭,৬৩৭ জনের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। পিএসসির তত্ত্বাবধানে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সংগে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ সম্পাদিত চুক্তির আলোকে বেসরকারি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা **"Water Aid, Bangladesh"** রেলওয়ে স্টেশনসমূহে যাত্রী সেবার মান উন্নয়নে আধুনিক ওয়াশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং পারস্পরিক শিখন কর্মসূচীর আওতায় নির্ধারিত ৫২টি রেল স্টেশনে আধুনিক পাবলিক টয়লেট স্থাপনের নকশা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি ক্ষুধামুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর সোনার বাংলা বিনির্মাণে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে অন্যতম সারথি। রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয়বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

মো: নূরুল ইসলাম সুজন, এমপি

বাণী

সভাপতি
রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নেলালিত সোনারবাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শীচিন্তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ গড়ার রুপকল্প গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা, মেধা-মননদক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বজয়ের নবতর অভিযাত্রায় এগিয়ে চলছে। বিশ্বসভায় আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে জনবান্ধব সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রেলওয়ের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রেলওয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ৩০ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ৪০টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলমান মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে পদ্মাসেতু রেলসংযোগ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধুরেলসেতু, দোহাজারী-কক্সবাজার পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক, লাকসাম-আখাউড়া ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পগুলো অন্যতম।

২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন হতে ভার্চুয়ালী যমুনা নদীর উপরে ডুয়েলগেজ ডাবললাইন বিশিষ্ট পৃথক বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। গত ২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালী 'মিতালীএক্সপ্রেস' ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে মিতালী ট্রেন চলাচল করছে। এছাড়া ভারতের মধ্যে মৈত্রী ও বন্ধন ট্রেন আগে থেকেই চলাচল করছে। ভবিষ্যতে নেপাল ভূটানের সাথে ট্রেন যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

একটি অভিভাবকহীন সংস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কারণে একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তা অনুধাবন করতে পেরেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি উপলব্ধি করেন যে, রেলওয়ের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং সেই উপলব্ধি থেকেই ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রেলওয়ের অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, রেলপথের উন্নয়নে অনন্য এবং অভূতপূর্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গত ০৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে রেলবিভাগকে পূর্ণাঙ্গ রেলপথ মন্ত্রণালয় করা হয়। মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা, রেলওয়ের সেবা এবং গুণগতমান বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে গত ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে ১১ তম জাতীয় সংসদে রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় এবং ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে তা পুন:গঠন করা হয়।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং মাননীয় প্রাধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমানে ৪৩ টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে যেসকল প্রকল্প চলমান আছে এবং অতিশীঘ্রই যেসকল প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, সেগুলো

বাস্তবায়িত হলে ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ১৫টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বিশেষত: কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে রেলযোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল, বলিষ্ঠ ও সু-দক্ষ নেতৃত্বের ফলেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণে বাংলাদেশের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং পরনির্ভরশীলতা মুক্ত হয়ে আত্মমর্যাদামুক্ত হয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। সময়োপযোগী, জনকল্যাণকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অগ্রসরমান। এই উন্নয়ন যাত্রায় রেলওয়ে যথাযথ অংশীদার হবে এই প্রত্যাশা রইলো।

রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি

বাণী

সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী অর্পিত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী পরিকল্পিতভাবে রেল লাইন, রেল স্টেশন, রেল কারখানা, রেল সেতু ও অন্যান্য স্থাপনা ধ্বংস করে জনপ্রিয় এই পরিবহন ব্যবস্থার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু অতিদ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভৈরব সেতু, তিস্তা সেতু, হার্ডিঞ্জ ব্রীজসহ অসংখ্য ছোট-বড় রেল সেতু, কালভার্ট ও রেল লাইন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে দ্রুত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী পরাজিত দেশি-বিদেশি অপশক্তি ও ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করলে রেলওয়ের উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। পরবর্তী একুশ বছর রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোন প্রকার উন্নয়ন বা সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু লোকসানের অজুহাতে ১৩ (তেরো)টি রেলওয়ে সেকশনসহ বিভিন্ন স্টেশন বন্ধ করে দিয়ে গোল্ডেন হ্যান্ডসেকের আওতায় প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে অবসর দেয়া হয় এবং রেলওয়েকে সংকোচন করার নীতি গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত নির্দেশনায় জনগণের দোরগোড়ায় রেলসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর একটি পূর্ণাঙ্গ রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের সকল জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর সদিচ্ছা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং দূরদর্শী নির্দেশনায় জরাজীর্ণ রেল ট্র্যাক পুনর্বাসন, বন্ধ করে দেয়া রেল লাইন পুনঃচালুকরণ, নতুন রেল লাইন ও সেতু নির্মাণ, নতুন ইঞ্জিন ও কোচ সংগ্রহ, সিগন্যালিং পদ্ধতি আধুনিকায়নসহ নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের সকল রেলপথকে গেজ ইউনিফিকেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন, স্বপ্নের পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ এবং যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ, পর্যটন নগরী কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ প্রভৃতি কার্যক্রম সমাপ্ত হলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সুষ্ঠুভাবে রেল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল। এ অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৭,৬৩৭টি পদ সম্বলিত জনবল কাঠামো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসারে শূন্যপদে অতিদ্রুত স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি, কারিগরি এবং আর্থিক সব

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে সংযুক্ত হয়ে উন্নতমানের রেলসেবা দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য প্রণীত ৩০ বছর মেয়াদী (২০১৬-২০৪৫) মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কাঠামোগত সংস্কার ও বহুমাত্রিক সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

(ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর)

সম্পাদকীয়

যুগ্মসচিব ও আহবায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
রেলপথ মন্ত্রণালয়

একটি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা তথা সার্বিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা অগ্রগণ্য। স্থলপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেল সবচেয়ে নিরাপদ, আরামদায়ক, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন। এসব কারণে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে পৃথিবী-ব্যাপী রেল পরিবহন সেক্টর অগ্রাধিকারের স্থান দখল করে আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। রেল চলাচল নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখার জন্য সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনি-কায়ন করা হয়েছে। স্টেশনে ও ট্রেনে যাত্রী এবং তাদের মালামাল রক্ষায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপনসহ ওয়াইফাই চালু করা হয়েছে। টিকিট সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়নসহ অনলাইনে টিকিট প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে বিদেশের সাথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এর নিমিত্ত কয়েকটি বন্ধ হওয়া রেলরুট চালু করা হয়েছে। জনবল সংকট সমাধানে ৪৭,৬৩৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে এবং নতুন নিয়োগবিধিমালার আওতায় শুন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। দেশের সব জেলায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকায় রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৪৪টি জেলাকে রেলের নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এতে বাংলাদেশ রেলওয়ে শুধু দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় সংকট মোকাবেলাই নয়-পর্যটন, শিল্প ও বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। সর্বোপরি স্বল্প উন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে গ্রাজুয়েশনের ফলে পরিবহন ক্ষেত্রে অবদান রেখে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ইতিহাসের অংশ হয়েছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শন "রুপকল্প-২০২১" এ পরিবহন মাধ্যম হিসেবে রেল পরিবহনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় "সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রেলপরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সমুদ্র বন্দর তথা মোংলা, পায়রা, মাতারবাড়ী ও রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন ও উন্নত করে বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জেলায় দ্রুতগতির ট্রেন প্রচলনের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় ট্রান্স এশিয়ান রুটে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে উত্তরে নেপাল এবং দক্ষিণে মিয়ান-মারের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে রেলরুট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের আঠামোগত উন্নয়ন ও বহুমাত্রিক সেবার মান সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসাধারণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মচারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বর্তমান সরকার ২০১৩ সালে প্রথম বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান" অনুমোদন করে। এ মহাপরিকল্পনায় ২০ বছর মেয়াদে (জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০৩০ মেয়াদে) ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রায় দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে সরকার জানুয়ারি , ২০১৮-তে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৩০ বছর মেয়াদের এক হালনাগাদকৃত মহাপরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। নতুন অনুমোদিত মহাপরিকল্পনায় পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শত বাষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত আছে। হালনাগাদকৃত মহাপরিকল্পনাভূক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেলওয়ের সেবা ও গুণগতমান বহুগুণ বৃদ্ধি করে রেলপথকে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে এসডিজি বাস্তবায়নে রেল সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০৩০ সালের মধ্যে রেলওয়ে একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন মাধ্যম হিসেবে জনসাধারণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করণে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি, চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্যাদি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার রুপরেখা বর্তমান প্রতিবেদন-টিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সকল নাগরিকের জন্য একটি তথ্য কনিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি। প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিরলসভাবে প্ররিশ্রম করায় কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, এই প্রতিবেদনটি প্রণয়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও মন্ত্রী মহোদয় আমাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই প্রতিবেদনটি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট কর্মস্পৃহা সৃজনে উদ্দীপক হিসেবে ভুমিকা রাখবে-এ প্রত্যাশা করছি।

(জালাল উদ্দিন আহম্মেদ)

রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের আলোকচিত্রঃ

জনাব এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী
সভাপতি
২৮৩ চট্টগ্রাম-৬(রাউজান)

জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন
মন্ত্রী ও সদস্য
২ পঞ্চগড়-২

জনাব আসাদুজ্জামান নূর
সদস্য
১৩ নীলফামারী-২

জনাব শফিকুল ইসলাম শিমুল
সদস্য
৫৯ নাটোর-২

জনাব মোঃ শফিকুল আজম খাঁন
সদস্য
৮৩ ঝিনাইদহ-৩

জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান
সদস্য
৯১ মাগুরা-১

জনাব এইচ এম ইব্রাহিম
সদস্য
২৬৮ নোয়াখালী-১

জনাব নাছিমুল আলম চৌধুরী
সদস্য
২৫৬ কুমিল্লা-৮

জনাব গাজী মোহাম্মদ শাহ নওয়াজ
সদস্য
২৩৯ হবিগঞ্জ-১

বেগম নাদিরা ইয়াসমিন জলি
সদস্য
৩৪২ মহিলা আসন ৪২

রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠক

পৃষ্ঠপোষকতা

জনাব মো: নূরুল ইসলাম সুজন, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনা

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা কমিটি

জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী ,যুগ্মসচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব আ.স.ম আশরাফুল আলম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়
শাহ ইমাম আলী রেজা, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব পার্থ সরকার, সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর
এস. এম. সলিমুল্লাহ বাহার, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মোঃ মামুনুল ইসলাম, যুগ্ম মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মীর আলমগীর হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ তৌফিক ইমাম, উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ সাইদুর রশিদ, উপসচিব (ভূমি অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোহাম্মদ মাহফুজ হোসেন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব আনোয়ার হোসেন, পুলিশ সুপার, ঢাকা রেলওয়ে জেলা
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক ট্রাফিক (পরিবহন), বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মোঃ শরিফুল আলম, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ ফরহাদ মিঞা, সিনিয়র সহকারি সচিব (পরিকল্পনা-৩ শাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা কমিটিকে সহায়তা করেছেন

জনাব ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুল হক, উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন সরকার, আতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব ফুয়াদ হোসেন আনন্দ, মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব নাজনীন নাহার, সিনিয়র প্লানিং অফিসার-১, পরিকল্পনা কোষ, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান আকন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২২

ডিজাইন ও মুদ্রণে

ওয়েভস এন্ড লিরিক্স, মাটি আর মানুষ

সূচিপত্র

রেলপথ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা	২৩
ভিশন ও মিশন	২৫
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য/ঘটনাবলী	২৬

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভিশন ও মিশন	৪৬
কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ রেলওয়ে	৪৬
এক নজরে বাংলাদেশ রেলওয়ে	৫১
বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল	৫৬
বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫৭
রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী	৫৮
বাংলাদেশ রেলওয়ের স্কাউটিং	৫৮
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম	৬০
আন্তঃদেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ের অর্জন	৬৩
বাংলাদেশ রেলওয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ	৬৫
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে গৃহীত ও সমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ	৬৮
সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ রেলওয়ে	৭৪
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	৭৬
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	৮৫
বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১০২
বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১০৩
রেলওয়ে পুলিশের রূপকল্প **(Vision)**	১১০
রেলওয়ে পুলিশ এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	১১১

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর	১১৫
২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি রেল পরিদর্শক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম	১১৭
রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন	১১৮

ফটোগ্যালারী

ফটোগ্যালারী	১১৯-১৩৫

ভূমিকা

ট্রেন একটি পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী গণ পরিবহন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী ও অসুস্থদের দূরবর্তী যাতায়াতসহ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বিশ্বব্যাপী ট্রেনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্প খরচে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রেলওয়ের কোন বিকল্প নাই। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজরজাতকরণ, উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ স্বল্পসময়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো, দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ইত্যাদিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় রিলিফ, খাদ্য ও বস্ত্র পরিবহন করে জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। ঝড়-জলোচ্ছাস, ঘনকুয়াঁসাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগও রেল চলাচলে কখনো বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। দেশে গণ পরিবহনের মধ্যে 'রেল' সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত। শিল্পায়ন, নগরায়ন, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম-সংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং দারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি রুটে ৫৩.১১ কি:মি: ব্রডগেজ রেল লাইন প্রথম চালু হয়। পরবর্তীতে ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারি রেলপথটি জগতি থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণের মাধ্যমে কলকাতার সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হয় যা পরিবহন সেক্টরে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও শেষদিকে অধিকাংশ রেলসেতু ধ্বংস হওয়ায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে হার্ডিঞ্জ ব্রীজসহ অন্যান্য সেতু দ্রুত মেরামত করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বল্পতম সময়ে চালু করতে সক্ষম হন এবং রেলের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে রেলওয়ের উন্নয়ন মুখ-থুবড়ে পরে। বিএনপি-জামায়াত সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের নামে ১৩ টি রেলওয়ে সেকশন বন্ধ করে দেয়। রেলে জনশক্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অসংখ্য দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়। ফলে রেলওয়ে একটি ভঙ্গুর যাত্রীসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু তনয়া জননন্দিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেশী-বিদেশী সহায়তায় রেলপথ উন্নয়নে যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশনায় জরাজীর্ণ ট্র্যাক পুনর্বাসন, বন্ধ করে দেয়া রেল লাইন পুনঃচালুকরণ, নতুন রেল লাইন ও সেতু নির্মাণ, নতুন ইঞ্জিন ও কোচ সংগ্রহ, সিগন্যালিং পদ্ধতি আধুনিকায়নে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবহন ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক ও যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যমে হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর পৃথক একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেন। নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীসেবা ও পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মন্ত্রণালয় মূলতঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং রেল পরিবহন ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে থাকে। ট্রান্স এশিয়ান রেল-রুট, সার্ক রুট, বিমসটেক রুটসহ ট্রানজিট রুটসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং সম্প্রসারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ৩০ বছর মেয়াদী (২০১৬-২০৪৫) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনা অনুসারে পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শত বাষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০ টি প্রকল্প ০৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রুট ৩০৯৩.৩৮ কিলোমিটার, ট্র্যাক ৪৩২৪.৭৫ কিলোমিটার রেল লাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩ টি জেলাকে ইতোমধ্যে সংযুক্ত করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাছাড়া রেলওয়ের

উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪০ টি (৩৫ টি বিনিয়োগ ও ৫ টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) চলমান রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আরও ১৫ টি জেলায় নতুন রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হবে। চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, কমিউটার ট্রেন, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, নতুন নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত ৪ টি গোলের আওতায় ৮ টি টার্গেট বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম রেল পরিবহন সেবার মানোন্নয়ন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত ও নিশ্চয়তা প্রদান করতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ

ভিশন

একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আধুনিক, আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা

মিশন

রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

Allocation of Business অনুসারে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী:

- রেলওয়ে এবং রেল পরিবহন ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেল সংক্রান্ত পরিবহন মাধ্যম সমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন;
- রেল পরিবহন সংক্রান্ত জরিপ ও পরিবীক্ষণ;
- রেল পরিবহনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আন্তর্জাতিক রেল পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাড়া ও টোল নির্ধারণ এবং পুন:নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রোগ্রামসমূহ এবং রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা;
- বিসিএস (রেলওয়ে: ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং বিসিএস (রেলওয়ে: পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ক্যাডার-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অফিস ও সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

ঈশ্বরদী বাইপাস - বনলতা এক্সপ্রেস

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১ - ২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য/কার্যক্রম

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের বর্তমান জনবল ১৩৫ জন, কর্মরত ৯৯ জন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন ০২টি অধিদপ্তর যথা (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর। ১৬, আব্দুলগণি রোডে অবস্থিত রেলভবনের ৯ম তলায় রেলপথ মন্ত্রণালয় অবস্থিত।

১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১ - ২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

১.১ প্রেক্ষাপট:

সরকার "রূপকল্প ২০৪১"-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। সেলক্ষ্যে একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০২১ সালের জুলাই মাসের ১৮ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১.২ উদ্দেশ্য:

ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১। রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
২। দক্ষ, উন্নত, আরামদায়ক এবং নিরাপদ রেল সেবা প্রদান
৩। রোলিং স্টক উন্নয়ন (সংগ্রহ, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
৪। রাজস্ব আয় ও সরকারি কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

খ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১। সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
২। ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৩। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৪। অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৩ লক্ষ্যমাত্রা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ছিল:

১. ৪০ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ
২. ৫৫ কি.মি. রেললাইন পুনর্বাসন
৩. ৭০টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ ও ৩৫টি রেলসেতু পুন:নির্মাণ
৪. ৯টি সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

১.৪ সম্পাদিত কার্যাবলি:

এপিএ'র বার্ষিক কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকে বিভক্ত। প্রতিটি সূচকের নির্ধারিত সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা ও একক রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র আওতায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পাদিত হয়:

- ১৭৭.৫৯ কি:মি: নতুন রেলপথ নির্মাণ;
- ৫৮.৭৯ কি:মি: রেলপথ পুনর্বাসন;
- ২২১ টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ ও ৪১ টি রেলসেতু পুনঃনির্মাণ;
- ১৪ টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ ও ৫টি স্টেশন বিল্ডিং পুনঃনির্মাণ;
- চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৩৩ টি পিএসসি'র সভা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন রেলস্টেশনে ৮৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০টি রেলপথ, ৫২টি রেলসেতু ও ১৭৭টি রোলিং স্টক পরিদর্শন;
- ৭টি রেল সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
- ৫টি রেলস্টেশন/স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন;
- ১০টি রেলস্টেশন প্রাঙ্গনে বেষ্টনী নির্মাণ;
- ৩টি নতুন ট্রেন চালুকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫টি যাত্রীবাহী কোচ ও ২৫টি স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন;
- চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ছাদে ভ্রমণ বন্ধকরণ, রেল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত; এবং
- জ্বালানি তেলের স্বাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে লোকোমোটিভে ১৯টি ফুয়েল ট্র্যাকার সংযোজিত।

১.৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য, আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক সংখ্যা:

ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

ক্র.নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক সংখ্যা
১	রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	রেলপথ, রেলসেতু ও স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ	৯টি
		স্টেশন বিল্ডিং আধুনিকায়ন ও সিগনালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন	৩টি
		দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-ঘুনধুম (মায়ানমার বর্ডার) পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেল ট্র্যাক নির্মাণ	২টি
		পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প	২টি
		আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)	২টি
		খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত নির্মিত রেলপথ	২টি
		ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মিত	২টি
		মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মিত	১টি
		বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ	১টি
		আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	১টি

ক্র.নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক সংখ্যা
২	দক্ষ, উন্নত, আরামদায়ক এবং নিরাপদ রেল সেবা প্রদান	বিনা টিকেটে রেলভ্রমণ প্রতিরোধ	২টি
		জিআইবিআর কর্তৃক রেলপথ, রেলওয়ে সেতু, রোলিং স্টক পরিদর্শন	৬টি
		পরিদর্শন মতামতের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১টি
		নিরাপদ রেলসেবা সম্প্রসারণ ও পরিবীক্ষণ	৪টি
		নতুন ট্রেন চালুকরণ	৩টি
		জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বিশেষ কর্মসূচী	২টি
৩	রোলিং স্টক উন্নয়ন (সংগ্রহ, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	বিজি ও এমজি ক্যারেজ, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ	১১টি
		এমজি যাত্রীবাহী কোচ ক্রয়	২টি
		জ্বালানি সাশ্রয় ও অপচয় রোধ	২টি
৪	রাজস্ব আয় ও সরকারি কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	যাত্রী ও মালামাল/পার্সেল পরিবহন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব আদায়	৪টি
		সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতার উন্নয়ন	২টি

খ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

ক্রম	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক সংখ্যা
১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৭টি
		ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৩টি
		অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০৫টি
		সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০৪টি
		তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০৬টি

১.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন:

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। রূপকল্প'২০৪১ (Vision 2041) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনসহ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বিগত তিন অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০৩.৬৫ কি:মি: নতুন রেললাইন নির্মাণ, ১১৩.১৭ কি:মি: রেললাইন পুনর্বাসন, ২৬৭টি রেলসেতু নির্মাণ, ৪৬টি নতুন লোকোমোটিভ সংগ্রহ, ২০০টি নতুন যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ১ সেট সিমুলেটর ও ৪টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ, ২৫টি ক্যারেজ পুনর্বাসন, ১৭টি রেল স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, ১৯টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন খাত হতে ৯,৩২৮ কি:মি: রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, ২,৬০৬টি রেলসেতু রক্ষণাবেক্ষণ, ১,৪৭৫টি লোকোমোটিভ, ২,২৪২টি ক্যারেজ এবং ১,৬২৮টি ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রুটে আন্তঃনগর ট্রেনসহ ১৪টি নতুন ট্রেন চালুকরণ ও ৬টি ট্রেনের রুট বর্ধিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য	কর্মসম্পাদন সূচক	নম্বর		সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সারসংক্ষেপ		
		লক্ষ্যমাত্রা	দাবীকৃত নম্বর	অর্জিত	আংশিক অর্জিত	অনার্জিত
ক) কৌশলগত উদ্দেশ্য	৬৪টি	৭০	৬৮.৯৬	৬১	০৩	০
খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	৪৫টি	৩০	২৭.২৪	৪১	০৪	০
মোট=	১০৯টি	১০০	৯৬.২০	১০২	০৭	০

রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিয়মিত তদারকি, সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সরকারি রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তাদের কঠোর কর্মোদ্যোগের ফলে করোনাভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র সম্ভাব্য অর্জন হয়েছে ৯৬.২০। তাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা মানসম্মত ও সুচারুরূপে অর্জনের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয় তার রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অর্জনের পথে আরও এগিয়ে যাবে।

১.৭ চ্যালেঞ্জসমূহ:

- যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ভ্রমণ সময় হ্রাসকরণ
- রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ
- প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন রেলপথ নির্মাণ
- গুরত্বপূর্ণ করিডোরগুলো ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ
- চাহিদার তুলনায় কোচ ও লোকমোটিভের স্বল্পতা
- গেজ ইউনিফিকেশন

২. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, অংশীজনের অংশগ্রহণে ৪টি সভা এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত ৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় রেলের যাত্রীসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সুধীজনেরা তাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রত্যাশার কথা কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন। সুধীজনদের মতামত রেলের যাত্রীসেবার অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে গতিশীল যাত্রীসেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য "শুদ্ধাচার পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মন্ত্রণালয়ের ০২-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার পান। মন্ত্রণালয়ের ১১-২০ নম্বর গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন, ক্যাশিয়ার (হিসাব শাখা), জনাব মোঃ মতিউর রহমান, অফিস সহায়ক ও জনাব মোঃ বখতিয়ার উদ্দিন (অফিস সহায়ক) শুদ্ধাচার পুরস্কার পান। এছাড়া অধিদপ্তর প্রধানদের মধ্য হতে জনাব ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন।

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে নানাবিধ প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন।

৩.১ ২০২১-২২ সালে রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তালিকা:

ক্র. নং	তারিখ	দিন	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কর্ম ঘন্টা	মোট কর্মঘন্টা	ধারাবাহিক মোট কর্মঘন্টা	জনপ্রতি কর্মঘন্টা
১।	০২ নভেম্বর ২০২১	১	নব-যোগদানকৃত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	২০ জন	৭	২০×৭= ১৪০ ঘন্টা	১৪০ ঘন্টা	১৪০/৯০ = ১.৫৫ ঘন্টা
২।	১২ ডিসেম্বর ২০২১	১	"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৬ জন	৩	৫৬×৩= ১৬৮ ঘন্টা	৩০৮ ঘন্টা	৩০৮/৯০ = ৩.৪২ ঘন্টা
৩।	২৭ ডিসেম্বর ২০২১	১	"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	২২জন	৩	২২×৩=৬৬ ঘন্টা	৩৭৪ ঘন্টা	৩৭৪/৯০ =৪.১৫ ঘন্টা
৪।	১২ জানুয়ারি ২০২২	১	"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৮ জন	৬	৩৮×৬= ২২৮ ঘন্টা	৬০২ ঘন্টা	৬০২/৯০ =৬.৬৮ ঘন্টা
৫।	১৮ জানুয়ারি ২০২২	১	"তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৫ জন	৮	৩৫×৮= ২৮০ ঘন্টা	৮৮২ ঘন্টা	৮৮২/৯০ =৯.৮০ ঘন্টা
৬।	০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭১ জন	৩	৭১×৩= ২১৩ ঘন্টা	১০৯৫ ঘন্টা	১০৯৫/৯০ =১২.১৬ ঘন্টা
৭।	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৫ জন	৩.৩০	৩৫×৩.৩০ =১১৫.৫০ ঘন্টা	১২১০.৫০ ঘন্টা	১২১০.৫০/৯০ =১৩.৪৫ ঘন্টা
৮।	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০ জন	৭.৫×২ =১৫	২৫×১৫= ৩৭৫ ঘন্টা	১৫৮৫.৫০ ঘন্টা	১৫৮৫.৫০/৯০ =১৭.৬১ ঘন্টা
৯।	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪ জন	৮	২৪×৮= ১৯২ ঘন্টা	১৭৭৭.৫ ঘন্টা	১৭৭৭.৫/৯০ =১৯.৭৫ ঘন্টা
১০।	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১	'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪ জন	৮	২৪×৮= ১৯২ ঘন্টা	১৯৬৯.৫ ঘন্টা	১৯৬৯.৫/৯০ =২১.৮৮ ঘন্টা
১১।	০৮ মার্চ ২০২২	১	'৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ জন	৮	২৮×৮= ২২৪ ঘন্টা	২১৯৩.৫ ঘন্টা	২১৯৩.৫/৯০ =২৪.৩৭ ঘন্টা
১২।	১৪ মার্চ ২০২২	১	"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৫ জন	৮	৩৫×৮= ২৮০ ঘন্টা	২৪৭৩.৫ ঘন্টা	২৪৭৩.৫/৯০ =২৭.৪৮ ঘন্টা
১৩	২০-২৪ মার্চ ২০২২	৫	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স	২৯ জন	৬	২৯×৬×৫= ৮৭০ ঘন্টা	২৮৪৬ ঘন্টা	২৮৪৬/১০০= ২৮.৪৬ ঘন্টা

ক্র. নং	তারিখ	দিন	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কর্ম ঘন্টা	মোট কর্মঘন্টা	ধারাবাহিক মোট কর্মঘন্টা	জনপ্রতি কর্মঘন্টা
১৪	১৭ এপ্রিল ২০২২	১	'৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫ জন	৫	২৫×৫= ১২৫ ঘন্টা	২৯৭১ ঘন্টা	২৯৭১/১০০= ২৯.৭১ ঘন্টা
১৫	১৮ এপ্রিল ২০২২	১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৩ জন	৫	৪৩×৫= ২১৫ ঘন্টা	৩১৮৬ ঘন্টা	৩১৮৬/১০০= ৩১.৮৬ ঘন্টা
১৬	২০ এপ্রিল ২০২২	১	সরকারী কর্মচারী আইন-২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৬ জন	৪	৩৬×৪= ১৪৪ ঘন্টা	৩৩৩০ ঘন্টা	৩৩৩০/১০০= ৩৩.৩০ ঘন্টা
১৭	২১ এপ্রিল ২০২২	১	'৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪১ জন	৫	৪১×৫= ২০৫ ঘন্টা	৩৫৩৫ ঘন্টা	৩৫৩৫/১০০= ৩৫.৩৫ ঘন্টা
১৮	২৫ এপ্রিল ২০২২	১	"সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪২ জন	৪	৪২×৪= ১৬৮ ঘন্টা	৩৭০৩ ঘন্টা	৩৭০৩/১০০= ৩৭.০৩ ঘন্টা
১৯	১১ মে ২০২২	১	'৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৭ জন	৫	৩৭×৫= ১৮৫ ঘন্টা	৩৮৮৮ ঘন্টা	৩৮৮৮/১০০= ৩৮.৮৮ ঘন্টা
২০	১৮ মে ২০২২	১	"পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৭ জন	৪	৩৭×৪= ১৪৮ ঘন্টা	৪০৩৬ ঘন্টা	৪০৩৬/১০০= ৪০.৩৬ ঘন্টা
২১	২৬ মে ২০২২	১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৭ জন	৫	৩৭×৫= ১৮৫ ঘন্টা	৪২২১ ঘন্টা	৪২২১/১০০= ৪২.২১ ঘন্টা
২২	৩০ মে ২০২২	১	'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৮ জন	৪	৩৮×৪= ১৫২ ঘন্টা	৪৩৭৩ ঘন্টা	৪৩৭৩/১০০= ৪৩.৭৩ ঘন্টা
২৩	০২ জুন ২০২২	১	"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮২জন	৬	৮২×৬= ৪৯২ ঘন্টা	৪৮৬৫ ঘন্টা	৪৮৬৫/১০০= ৪৮.৬৫ ঘন্টা
২৪	০৬ জুন ২০২২	১	"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪০ জন	৪	৪০×৪= ১৬০ ঘন্টা	৫০২৫ ঘন্টা	৫০২৫/১০০= ৫০.২৫ ঘন্টা
২৫	১৩ জুন ২০২২	১	"আয়কর ব্যবস্থাপনা ও ট্যাক্স এসেসমেন্ট" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০ জন	৫	৫০×৫= ২৫০ ঘন্টা	৫২৭৫ ঘন্টা	৫২৭৫/১০০= ৫২.৭৫ ঘন্টা
২৬	১৪ জুন ২০২২	১	"গোপনীয় অনুবেদন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৭ জন	৫	৩৭×৫= ১৮৫ ঘন্টা	৫৪৬০ ঘন্টা	৫৪৬০/১০০= ৫৪.৬০ ঘন্টা
২৭	২০ জুন ২০২২	১	"২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৬ জন	৫	৪৬×৫= ২৩০ ঘন্টা	৫৬৯০ ঘন্টা	৫৬৯০/১০০= ৫৬.৯০ ঘন্টা

ক্র. নং	তারিখ	দিন	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কর্ম ঘন্টা	মোট কর্মঘন্টা	ধারাবাহিক মোট কর্মঘন্টা	জনপ্রতি কর্মঘন্টা
২৮	২২ জুন ২০২২	১	"সাইবার সিকিউরিটি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৪ জন	৪	৭৪×৪= ২৯৬ ঘন্টা	৫৯৮৬ ঘন্টা	৫৯৮৬/১০০= ৫৯.৮৬ ঘন্টা
২৯	২৩ জুন ২০২২	১	"ম্যানার ও এটিকেট" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪০ জন	৫	৪০×৫= ২০০ ঘন্টা	৬১৮৬ ঘন্টা	৬১৮৬/১০০= ৬১.৮৬ ঘন্টা
৩০	২৬ জুন ২০২২	১	"উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ জন	৫	৩০×৫= ১৫০ ঘন্টা	৬৩৩৬ ঘন্টা	৬৩৩৬/১০০= ৬৩.৩৬ ঘন্টা

৪. 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় রেলওয়েঃ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ' শীর্ষক সেমিনারঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১ জুন, ২০২২ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তন ঢাকায় দিনব্যাপী "উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ রেলওয়েঃ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এম,পি মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জনাব আসাদুজ্জামান নূর এম,পি, সদস্য রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জনাব সেলিম রেজা, সাবেক সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, জনাব ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.হাদিউজ্জামান। এছাড়া সেমিনারে যাত্রীসাধারণ, অংশীজন, রেলওয়ে গবেষক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, এনজিও কর্মীসহ সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে রেলের উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ উদঘাটন এবং তা হতে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ বিষয়ে "উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ রেলওয়ের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকারসমূহ" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন জনাব মো: কামরুল আহসান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন রেল ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে জনবান্ধব ও সেবামূলক গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর গত একযুগে ব্যাপক উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আরামদায়ক, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিসেবা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১ (Vision-41) বাস্তবায়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থল পরিবহন মাধ্যমসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। মূল প্রবন্ধ এর উপর বিশেষজ্ঞ অভিমত এবং উন্মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সবার মতামত প্রদানের মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত হয়।

৫. রেলওয়ে আইন ১৮৯০: শতবর্ষের ধূমপানমুক্ত প্রচেষ্টা এবং স্টেশন, ট্রেন এবং রেলওয়ের সকল স্থাপনা তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ:

নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী যাতায়াতে ট্রেনের গুরুত্ব: ট্রেন একটি পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী গণ পরিবহন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী ও অসুস্থদের দূরবর্তী যাতায়াতসহ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বিশ্বব্যাপী ট্রেনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে গণ পরিবহনের মধ্যে 'রেল' সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত। রেলওয়ে'র সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী রেল লাইন গড়ে তোলাসহ সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে পরোক্ষ ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ভয়াবহতা: বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র যৌথ উদ্যোগে ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠির মধ্যে পরিচালিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩৫.৩% বা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ (৪৬% পুরুষ ও ২৫.২% নারী) মানুষ তামাক ব্যবহার করে। তন্মধ্যে ধূমপান করে ১৮% বা ১ কোটি ৯২ লক্ষ (পুরুষ ৩৬.২% ও নারী ০.৮%) এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করে ২০.৬% বা ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ (পুরুষ ১৬.২% ও নারী ২৪.৮%)। উল্লেখ্য, ৪৪% প্রাপ্তবয়সী বা ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ গণপরিবহনে (যেমন: ট্রেন, বাস ও লঞ্চ) এবং প্রাপ্তবয়সী চাকুরিজীবীদের ৪২.৭% বা ৮১ লক্ষ মানুষ কর্মস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে ২০১৩ অনুযায়ী ৬১.৩% ছেলে ও ৫৪.৮% মেয়ে বিভিন্ন আবদ্ধ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে (যেমন: রেস্টুরেন্ট, বাস ও ট্রেন ইত্যাদি) এবং ৫৯.১% ছেলে ও ৪৯.৪% মেয়ে বিভিন্ন উন্মুক্ত পাবলিক প্লেসে (যেমন: বাস স্টেশন ও রেল স্টেশন) পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির ২০১৮ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে: বাংলাদেশে ত্রিশ বা তদুর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে ১৫ লক্ষাধিক মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুস ক্যান্সার, স্বরযন্ত্র ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার, শ্বাসযন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ্যতা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তাদের চিকিৎসা ও অকালমৃত্যুর কারণে ৩০,৫৭০ কোটি টাকা ক্ষতি হয় এবং একই সময়ে তামাকখাত থেকে সরকার রাজস্ব পেয়েছে ২২,৮১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সরকারের ক্ষতি প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশে ১৫ বছরের কমবয়সী ৪ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিশু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এছাড়া বাংলাদেশে শুধু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে আর্থিক ক্ষতি ৪,১৩০ কোটি টাকা।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর বৈশ্বিক প্রতিবেদন টোব্যাকো এটলাস ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বছরে এক লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে মারা যায়।

ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়

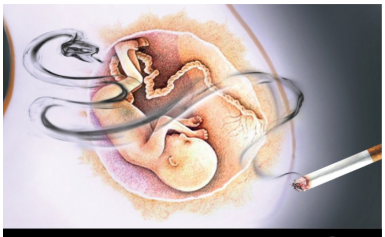
পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

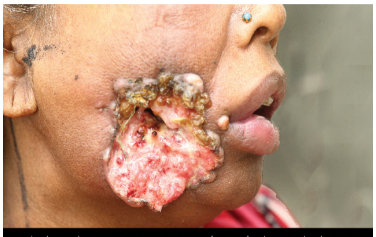
তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রেক্ষাপট: রেলওয়ে আইন ১৮৯০-এ রেলের কামরায় ধূমপান নিয়ন্ত্রণ, জুবিনাইল স্মোকিং এক্ট ১৯১৯-এ শিশু-কিশোরদের কাছে তামাক বিক্রয় নিষিদ্ধ, ১৯৮৮ সালে সিগারেটের মোড়কে লিখিত স্বাস্থ্য সর্তকর্বাতা প্রদান এবং সরকারি গণমাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC চুক্তি অনুসমর্থন করার পর 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' পাস করে, যা ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয় এবং ২০১৫ সালে বিধিমালা জারি করা হয়।

টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এর সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মুলের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এ ঘোষণায় সুনির্দিষ্টভাবে যে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন তন্মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন করা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ধূমপানমুক্ত ও তামাকমুক্ত স্টেশন ও ট্রেনের গুরুত্ব: তামাক এক প্রাণঘাতী মারাত্মক ক্ষতিকর পণ্য। 'বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক রয়েছে যার মধ্যে ৭০টি ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত' (ইউএস সার্জন জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০)। ধূমপান, পরোক্ষ ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, লাং ক্যান্সার, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ (সিওপিডি, যেমন: এম্ফাইসিমা, এজমা), ডায়বেটিস, বার্জাজ ডিজিজসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে সারাবিশ্বে বছরে ৮৭ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। শুধু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে পৃথিবীতে প্রতিবছর ১৩ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে, যাদের অধিকাংশ শিশু ও নারী (টোব্যাকো এটলাস ২০২২)।

পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুস ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ হয়ে থাকে। শিশুদের হাঁপানির ঝুঁকি বেড়ে যায়। নবজাতক শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। একইভাবে, ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য যেমন: জর্দা, সাদাপাতা ও গুল ব্যবহারে মুখ, মুখ গহ্বর ও গলার ক্যান্সারসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে মুখ ও মুখগহ্বরের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীগণ যত্রতত্র থুথু ফেলে। এতে পরিবেশ দূষিত হয় এবং যক্ষা,

কোভিড-১৯ এর মত ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ধূমপানের মতই জর্দা-সাদাপাতা ও গুল হাত দিয়ে মুখে নিতে হয়। ফলে এসব তামাক পণ্য ব্যবহার কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বৃদ্ধি করে।

রেলওয়ে আইন ১৮৯০ ও রেলওয়ের নিজস্ব বিধিবিধানে ট্রেন ও রেলস্টেশনে ধূমপান নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। রেলওয়ের নিজস্ব প্রবিধানে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রেল স্টেশনে তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

২০১৩ সালে সংশোধিত 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' এর ধারা-২(চ) এ পাবলিক প্লেসের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'রেলওয়ের সকল অফিস, রেল স্টেশন ভবন (স্টেশনের অফিস রুম, যাত্রীদের ওয়েটিং রুম, পাবলিক টয়লেট, টিকেট কাউন্টার, পার্কিং ইত্যাদি) ও ট্রেনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি' এবং পাবলিক পরিবহনের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ট্রেন'-এ ধূমপান নিষিদ্ধ। পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করলে ৩০০ টাকা জরিমানা এবং পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে (রেল স্টেশন ও ট্রেন) 'নো স্মোকিং সাইনেজ' প্রদর্শন না করলে ১০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ 'কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'।

এ আইন বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা মূখ্য। তবে শিশু, নারীসহ ট্রেনের অধূমপায়ী যাত্রীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যে রেল স্টেশন ও ট্রেন ধূমপানমুক্ত রাখা রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনগত দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য। এছাড়া রেল স্টেশন ও ট্রেনে পান-তামাক খাওয়া পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যত্রতত্র পানের ফিক ও থুথু ফেলায় রেল স্টেশন ও ট্রেনে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এগুলো রোগব্যাধি ছড়ায়। তাই স্টেশন ও ট্রেনে তামাকমুক্ত রাখা প্রয়োজন।

'বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন ১৮৯০'-এর ট্রেনে ধূমপান নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধান: 'রেলওয়ে আইন ১৮৯০' এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিচালিত হয়। এ আইনের ১১০-নং ধারায় ট্রেনের কামরায় ধূমপান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় এবং ধূমপানের জন্য রেল কামরা থেকে বহিষ্কার এবং ২০ (বিশ) টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে প্রথম জনসাধারণের সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য কোন স্থানে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধূমপান নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধান: রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এর আলোকে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিচালনার নিমিত্ত General Rules for Railway with the & Subsidiary Rules প্রস্তুত করা হয়েছে। S.R.180e-এ

দাপ্তরিক পোশাক (ইউনিফর্ম) পরিহিত অবস্থায় রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রবিধান প্রতিপালন করা রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ প্রবিধান লঙ্ঘন করলে তার একমাসের বেতন কর্তনের বিধান রয়েছে। [Vide Section 47(2), the Railway Act 1890].

এছাড়া রেলের যাত্রীদেরও ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সতর্ক করার পরও যদি কোন যাত্রী রেলওয়ের কোন স্থানে ধূমপান করেন, তবে তাকে রেলওয়ের কর্তৃত্বাধীন এলাকা হতে বহিস্কার করা যাবে। রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারী নন এমন যে কোন ব্যক্তি যদি এ প্রবিধান লঙ্ঘন করেন তবে সেটাও অপরাধ হিসাবে গণ্য এবং এজন্য জরিমানার বিধান রয়েছে।

ট্রেন ও রেল স্টেশনকে ধূমপানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ: ডিসেম্বর ২০১৯ এ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অংশীজন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নসহ রেলওয়ের নিজস্ব আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ট্রেন, রেল স্টেশনসমূহ তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের ব্লুমবার্গ ইনিশিয়েটিভ (বিআই)-এ প্রেরণ করা হয়। বিআই-এর বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে ১৮০টির অধিক প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবসহ ৫৮টি প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করে। অতঃপর, রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "Initiative to Make Bangladesh Railways Tobacco- Free (IMBRTF)" শীর্ষক দু'বছর মেয়াদী (ডিসেম্বর'২১- নভেম্বের'২৩) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে বিআই'র অন্যতম অংশীদার সংস্থা প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা দি ইউনিয়ন।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রেলভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন এমপি এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ন কবীর ও বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জনাব ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার। এ অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের পদস্থ কর্মকর্তাগণ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: শিশু, নারী, অসুস্থ্য ব্যক্তি, গর্ভবতী নারীসহ অধূমপায়ী যাত্রীদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে সুরক্ষা প্রদান, পানের পিকমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেল স্টেশন ও ট্রেনের অভ্যন্তরে পান-জর্দা/সাদাপাতার ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, তামাক ও ধূমপানমুক্ত রেলওয়ে গড়ে তোলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

স্টেশন ও ট্রেন তামাকমুক্ত করা: স্টেশন ও ট্রেন তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে, সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। ইউনিফর্ম পরিহিত ও দায়িত্বরত অবস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তামাক ব্যবহার ও ধূমপান থেকে বিরত থাকবেন। ট্রেন ও রেল স্টেশনকে শতভাগ ধূমপান ও তামাকমুক্ত করার জন্য যাত্রীদের সচেতন করবেন। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় রেল স্টেশন ও ট্রেনকে তামাকমুক্ত করা হলে শিশু-নারী-অসুস্থ্য যাত্রীসাধারণ উপকৃত হবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর

বাংলাদেশ রেলওয়ের রয়েছে বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক যার ৮০% ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাংলাদেশ রেলওয়ে সহজেই এই বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরটি বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। নির্ধারিত স্টেশনে ২/৩দিন রেখে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসহ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। জাদুঘরটি কোন একটি স্টেশনে নিয়ে যাবার আগে ঐ এলাকায় ব্যাপক প্রচারনা চালানো হবে। এর মাধ্যমে জাতির পিতার অনন্য কর্মজীবনকে গ্রামীণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবে বাংলাদেশ রেলওয়ে। একদল প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তিত ও গতিশীল নেতৃত্বে 'শেখ হাসিনার দর্শন, রেলপথের উন্নয়ন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিমিয়ে পড়া রেল ব্যবস্থাকে নতুন করে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে দেশে রেলের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ পৌঁছে দেয়াই রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রত্যাশা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাঁশি বাজিয়ে ও পতাকা নাড়িয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর উদ্বোধন করেন (বুধবার, ২৭ এপ্রিল ২০২২)।-পিআইডি

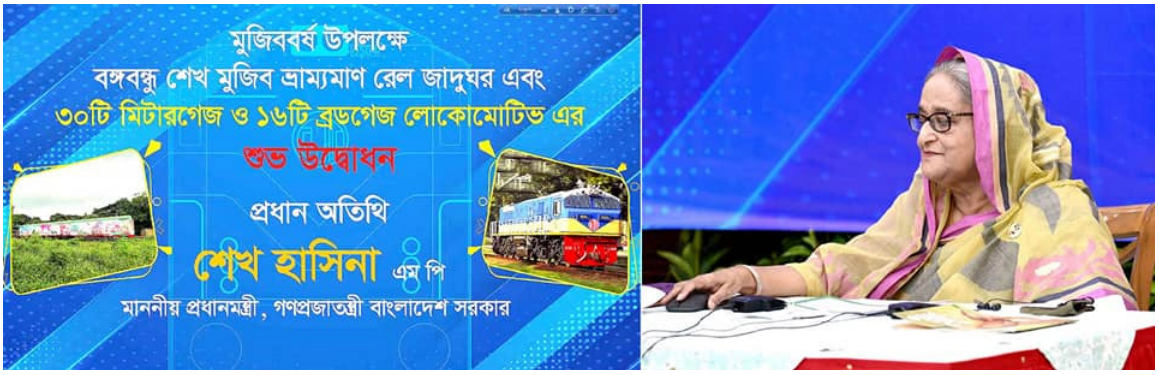

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর এবং ৩০টি মিটারগেজ ও ১৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভের উদ্বোধন করেন (বুধবার, ২৭ এপ্রিল ২০২২)।-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাঁশি বাজিয়ে ও পতাকা নাড়িয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভের উদ্বোধন করেন (বুধবার, ২৭ এপ্রিল ২০২২)।-পিআইডি

৬. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত বিবরণী:

(ক) দপ্তর/সংস্থা অনুযায়ী রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়):

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট (সংশোধিত) ২০২০-২১	বাজেট ২০২১-২২
সচিবালয়	০.০৬	০.০৭
জিআইবিআর	০.০০	০.০০
বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৮৯২.১১	২৭৭৬.৩৩
মোট	১৮৯২.১৭	২৭৭৬.৪০

(খ) দপ্তর/সংস্থা অনুযায়ী ব্যয়সীমা (পরিচালন) (কোটি টাকায়)

বিভাগ/সংস্থা	বাজেট (সংশোধিত): ২০২১-২২	বাজেট: ২০২২-২৩
	পরিচালন	পরিচালন
সচিবালয়	১৫.৪৪	৫৭.৯০
জিআইবিআর	০.৬৭	০.৮৪
বাংলাদেশ রেলওয়ে	৩৭৬২.৯৮	৩৮৬৬.৩৬
সর্বমোট=	৩৭৭৯.০৯	৩৯২৫.১০

(গ) দপ্তর/সংস্থা অনুযায়ী ব্যয়সীমা (উন্নয়ন) (কোটি টাকায়)

বিভাগ/সংস্থা	বাজেট (সংশোধিত) : ২০২১-২২			বাজেট: ২০২২-২৩		
	উন্নয়ন			উন্নয়ন		
	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট
সচিবালয়	০.০০	০.০০	০.০০	৪২.৪৬	০.০০	৪২.৪৬
জিআইবিআর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৭৫৯.৮৩	১০৮১৬.০৭	১২৫৭৫.৯০	৪০৭০.১৩	১০৮১৬.০৭	১৪৮৮৬.২০
সর্বমোট =	১৭৫৯.৮৩	১০৮১৬.০৭	১২৫৭৫.৯০	৪১১২.৫৯	১০৮১৬.০৭	১৪৯২৮.৬৬

খুলনা-মংলা রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ময়ূর নদীর উপর নির্মিত রেল সেতু

৭. ডিজিটাল রেল সেবাসমূহ

৭.১ Optical Fiber ভিত্তিক সমন্বিত ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ রেলওয়ে ১৯৮৪ সালে নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং যুক্তরাজ্যের কারিগরী সহযোগিতায় অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রকল্প গ্রহন করে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৬০০ কি.মি রেলট্র্যাক বরাবর ২ ও ৪ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়। প্রকল্পটি ১৯৯২ সালে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা রেলওয়ে নিজস্ব অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করেও অপটিক্যাল ফাইবারের অতিরিক্ত সুপ্তধারণ ক্ষমতা ১৯৯৭ সালে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে আন্তর্জাতিক উন্মুক্তদরপত্রের মাধ্যমে লীজ (Lease) দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ হতে ২০১০ সালের মধ্যে উক্ত ২/৪ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার সেকশন ভেদে ৩২ কোর ও ৪৮ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ধাপে ধাপে রেল ট্র্যাক বরাবর অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮৩ কি:মি: সেকেন্ডারী লাইনে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে রেলট্র্যাক বরাবর মোট ৩২০৫.৬৮ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত আছে।

রেলওয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার (Dark fiber) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরগনের নিকটলীজ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থেকে ২০১৪ সালে NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা আরো গতিশীল হয়। এর ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আয়ের পথ সুগম হয়েছে এবং একই সাথে জাতীয় পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও স্বল্প মূল্যে সরকারের কাংখিত টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে আসছে।

৭.২ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রবর্তন

সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ১২৮টি স্টেশনে Computer Based Interlocking (CBI) System চালু করা হয়েছে আরও ২৩টি স্টেশন CTC (Centralized Train Control) System-এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ৫৫টি স্টেশনে CBI ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে এবং যার মধ্যে ৩১টি স্টেশন CTC এর আওতায় আনা হবে। এতে ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা যেমন অধিকতর নিশ্চিত হবে এবং সেকশনাল ক্যাপাসিটিও বৃদ্ধি পাবে।

৭.৩ GPS/GPRS based Train Tracking & Monitoring System (TTMS) এর প্রবর্তন

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৪ সালে GPS/GPRS Based Train Tracking & Monitoring System চালু করা হয়। এ সার্ভিসের আওতায় সম্মানিত যাত্রীসাধারণ ১৬৩১৮ নম্বরে মোবাইল SMS পাঠিয়ে ফিরতি SMS এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের যাত্রা অভিমুখ (Direction), ট্রেনটি ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থান, পরবর্তী Stoppage, Delay time সংক্রান্ত তথ্যাদি Real Time ভিত্তিতে জানতে পারছেন।

এছাড়া, ট্রেন কন্ট্রোলারগণ এই সিস্টেমের আওতায় একই সেকশনে চলাচলরত ট্রেনের অবস্থান, ট্রেনের গতিবেগ, কোন স্টেশন থেকে কত কি.মি. দূরে ট্রেনটির অবস্থান ইত্যাদি তথ্য কন্ট্রোল অফিসে স্থাপিত Display Monitor এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। এতে সার্বিকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের Train Operating Efficiency যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদশে রেলওয়েতে ট্রেনের প্রকৃত অবস্থান ও গতিবেগ জানা বিষয়ক GPS/GPRS based ভিত্তিক TTMS সেবাটি মোবাইলে SMS এর পাশাপাশি "BR Explorer" Apps এর মাধ্যমে প্রাপ্তির লক্ষ্যে Android Operation System (AOS) ও IPhone Operation System (IOS) Version এ "BR Explorer" Apps এর মাধ্যমে TTMS এর যাবতীয় তথ্য জানা যাচ্ছে।

৭.৪ Train Information Display System (TIDS)

বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম ৬টি রেলওয়ে স্টেশন ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রাজশাহী। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী এ স্টেশনগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করে থাকেন। ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন ট্রেন ছাড়া ও পৌঁছার সময়, গন্তব্য স্টেশন, প্লাটফরম নম্বর, ট্রেনের বিলম্ব ইত্যাদি তথ্য Display Monitor এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রাজশাহী স্টেশনে Computerized Train Information Display System (TIDS) স্থাপন ও চালু করা হয়। সিস্টেমটিকে যাত্রীসাধারণের নিকট আরো অধিক আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে LCD Monitor এর পরিবর্তে LED Monitor দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা স্টেশনে প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এতে যাত্রীসাধারণ মনিটর স্ক্রীনে ট্রেনের তথ্য সমেত উপস্থাপকের ছবিও দেখতে পারেন।

৭.৫ ই-নথি কার্যক্রম

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর সহযোগিতায় উপজেলা হতে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি অফিসে ই-নথি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ে একশতভাগ ই-নথি কর্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকায় ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে ই-নথির কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। একটি আধুনিক, দক্ষ এবং সেবামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানই ই-নথি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৬ রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা

রেলপথ মন্ত্রণালয় (www.mor.gov.bd) ও বাংলাদেশ রেলওয়ের (www.railway.gov.bd) ওয়েবসাইট দুটি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ডিজাইনকৃত । উক্ত ওয়েবসাইটের উল্লেখযোগ্য তথ্য/ফিচারসমূহ নিম্নরুপ:

উক্ত ওয়েবসাইট জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হালনাগাদ করা হয়। ট্রেন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী যেমন- ট্রেনের সময়সূচী (টাইম-টেবিল), ভাড়ার তালিকাসহ আন্তঃদেশীয় (মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী এক্সপ্রেস) ট্রেনের বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করা আছে।

যাত্রীসাধারণ ও জনসাধারণ চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন কনটেন্ট যেমনঃ অফিস আদেশসমূহ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, চলমান প্রকল্প, জনবল নিয়োগ, সিটিজেন চার্টার, যাত্রী হয়রানির প্রতিকার পাবার ব্যবস্থা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, ফিডব্যাকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা, রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান, বাংলাদেশ রেলওয়ে সংক্রান্ত সার্বিক তথ্যসমেত "ইনফরমেশন বুক" ইত্যাদি আপলোড করা আছে, যা ব্যবহার করে জনসাধারণ/ যাত্রীসাধারণ সকলেই উপকৃত হতে পারবে। পৃথক পৃথক সেবাবক্স তৈরির মাধ্যমে ওয়েবসাইট দুটি ব্যবহারকারীদের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় ও ব্যবহার বান্ধব করা হয়েছে।

৭.৭ অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম (e-ticketing system)

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কম্পিউটারাইজড সিট রিজার্ভেশন এবং টিকিটিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৮৩টির মধ্যে ৭৮ টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনে সেবাটি চালু রয়েছে। এ সেবাটির মাধ্যমে যাত্রী সাধারণ অতি দ্রুততম সময়ে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যের টিকিট ক্রয় করতে পারছেন এবং প্রয়োজনে যাত্রা বাতিল সাপেক্ষে ক্রয়কৃত টিকিটের মূল্যও ফেরৎ নিচ্ছেন। অনলাইন সেবার কার্যক্রম ২৯/০৫/২০১২ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৫০% টিকেট

অনলাইনে বিক্রয় করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ১০০% টিকেট বিক্রির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭.৮ "Apps/এ্যপসের" মাধ্যমে রেলওয়ের টিকেট ক্রয়

যাত্রীসাধারণ Rail Sheba নামক মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে টিকেট ক্রয়ের পাশাপাশি টিকেটের প্রাপ্যতা, অভিযোগ দাখিল ও ট্রেন সম্পর্কিত তথ্যাদি সহজে জানতে পারছেন।

৭.৯ ক্রয়কার্যক্রমে e-GP সিস্টেম প্রবর্তন

রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে অধিকাংশ ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়। ই-জিপি দরপত্র প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চলমান আছে। ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে।

৭.১০ বাংলাদেশ Smart Railway গঠন

বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে Smart Railway গঠনকল্পে রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ (ICT Division) এর সাথে একযোগে বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৮. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের আইন প্রণয়ন

ক্র.নং	আইনের নাম	গৃহীত কার্যব্যবস্থা	মন্তব্য
০১।	The Railways Act, ১৮৯০ (Act No. IX of ১৮৯০) এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ বাংলায় প্রণয়ন	বর্তমানে আইনটি সংশোধন করে বাংলায় প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন

৯. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন

- ২০২১-২২ অর্থ বছরের জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ত্রি-পক্ষীয় সভায় মোট ১২ টি অডিট আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরের অডিট আপত্তির সংখ্যা নিম্নরূপ:

দপ্তরের নাম	সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	মোট
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে	৫৮০	৫৩	১১০	৭৪৩
মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)	৮৭১	৮৩২	৩৭৪	২০৭৭
মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)	৭৮৯	৮২৭	৮৩৪	২০৫০
মোট=	২২৪০	১৭১২	৯১৮	৪৮৭০

বাংলাদেশ রেলওয়ের দপ্তর ভিত্তিক মোট আপত্তির সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট টাকার পরিমাণ

দপ্তরের নাম	মোট আপত্তি	হাজার টাকায়
বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়	৭৪৩	১৩,৬১,২৬১/-
মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)	২০৭৭	২,২৭,০৪,৫২৯/-
মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)	২০৫০	১১,০৫,৮২,২২৬/
মোট=	৪৮৭০	১৩,৪৬,৪৮,০১৬/- (তের কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার ষোল টাকা)

- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-সমূহের নাম		অডিট আপত্তি	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
০১	রেলপথ মন্ত্রণালয়		রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নেই।					
০২	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (হাজার টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (হাজার টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (হাজার টাকায়)
	সাধারণ আপত্তি	৪৮টি	১৫৪টি অডিট আপত্তি সংশ্লিষ্ট মোট টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ	উল্লেখিত সময়ে ডিজি, বিআর হতে প্রাপ্ত মোট ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা		৩২৯টি অডিট আপত্তি সংশ্লিষ্ট মোট টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ	জুন/২০২২ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ৪৭৮১টি	অনিষ্পন্ন ৪৭৮১টি আপত্তি সংশ্লিষ্ট টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ
	অগ্রিম আপত্তি	১০৩ টি						
	খসড়া	০৩টি						
	সর্বমোট=	১৫৪টি	৯৭৮০৫৩	৯৭টি	৩২৯টি	৩১৩৭৯০৯৪	৪৭৮১টি	১৩২২১০৭৯৩

- জাতীয় সংসদের পিএ কমিটিতে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন ৫৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৩৫টির ব্রডশীট জবাব মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ১১টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব নিষ্পত্তির সুপারিশ এবং ১০টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অন্তর্বর্তীকালীন জবাব হিসেবে গণ্য করার জন্য পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশোধিত ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভূমি শাখার কার্যাদি

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষন, উদ্ধার, ইজারা, বিক্রি ও বরাদ্দ সম্পর্কিত কার্যাদি, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমিতে সিএনজি ও কনভার্সন কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত লিজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি, রেলভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ দখলাদারদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত কার্যক্রম, সরকারি সংস্থার প্রয়োজনে রেলভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম, রেলভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা হালনাগাদকরণ ও প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, রেলভূমি বিজ্ঞাপন ও বিল বোর্ড লিজ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

- "বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০" গত ১৪.০৯.২০২০ তারিখে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে এবং নীতিমালার আলোকে ভূমিসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

১০.১ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি

রেলভূমির শ্রেণী	পূর্বাঞ্চল রেলভূমির পরিমাণ (একর)	পশ্চিমাঞ্চলে রেলভূমির পরিমাণ (একর)	সর্বমোট রেলভূমির পরিমাণ (একর)
অপারেশনাল কাজে ব্যবহৃত রেলভূমি	১৫০৩১.৩১	১৬৫৩৭.৬৩	৩১৫৬৮.৯৪
লীজ/লাইসেন্সকৃত রেলভূমি	৪৯৭১.৯১	৯৫০১.৩৩	১৪৪৭৩.২৪
অবৈধ দখলীয় রেলভূমি	৮৫৪.২৬	২৯৮৭.২৭	৩৮৪১.৫৩
অব্যবহৃত রেলভূমি	৩৫৮৩.৪৫	৮৩৯৩.১২	১১,৯৭৬.৫৭
সর্বমোট রেলভূমি	২৪৪৪০.৯৩	৩৭৪১৯.৩৫	৬১৮৬০.২৮

১১. রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার বিবরণ

ক্র: নং	আদালতের নাম	বিগত অর্থ বছর হতে আগত মামলা	বর্তমান অর্থ বছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা	সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		পেন্ডিং মামলা	মন্তব্য
					সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা	সরকারের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		
০১।	সুপ্রীম কোর্ট	৫১	২	৫৩	১	০	৫২	
০২।	হাইকোর্ট	৭০০	২৪	৭২৪	৬	১২	৭০৬	
০৩।	জজ কোর্ট	১০৭৮	৫০	১১২৮	৭	০	১১২১	
০৪।	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	৩৬	৪	৪০	০	০	৪০	
	মোট	১৮৬৫	৮০	১৯৪৫	১৪	১২	১৯১৯	

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ

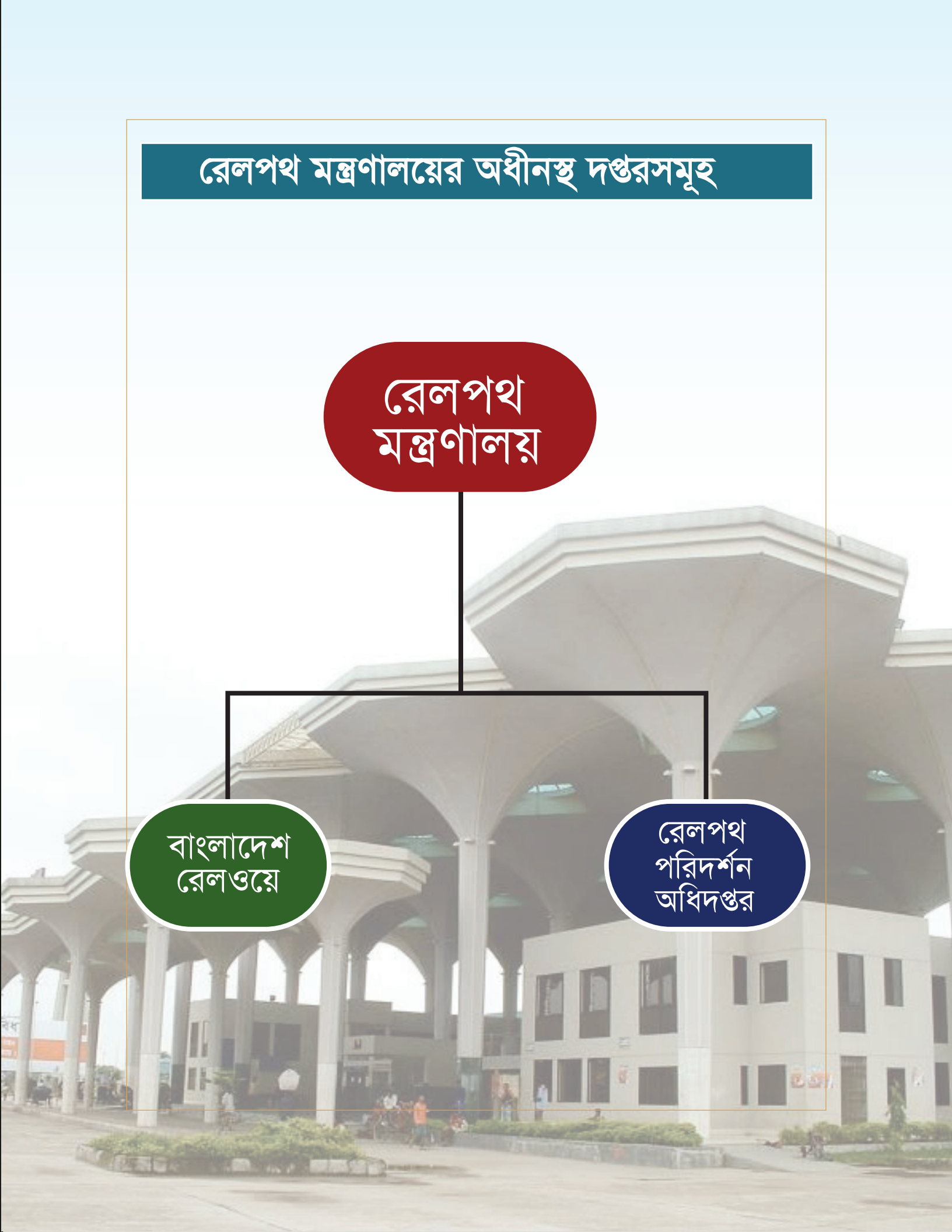

বাংলাদেশ রেলওয়ে

ভিশন

নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা।

মিশন

রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ রেলওয়ে

স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর ১৮২৫ সালে ব্রিটেনের Stockton এবং Darlington-এর মধ্যে পৃথিবীর প্রথম রেলপথ চালু হয়। বৃটিশ-ভারতে প্রথম রেলপথ চালু হয় ১৮৫৩ সালে। বর্তমানে মুম্বাই-এর 'কল্যাণ' থেকে 'থান'-এর মধ্যে চালু হওয়া রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪ কি.মি.। Greater India Peninsula Railway (GIPR) কোম্পানি এ রেলপথ চালু করেছিল। বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে রেলপথ চালু হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর। Eastern Bengal Railway কর্তৃক দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত চালু হওয়া এ রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫৩.১১ কি.মি.। ১৯৪৭ সালে বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ে বিভক্ত হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সীমানাভুক্ত অংশ Eastern Bengal Railway নামে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে যায়। ১৯৪৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে তৎকালীন রেলওয়ে পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই বিচ্ছিন্ন এলাকায় দুটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে একটি বোর্ড এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বোর্ড গঠিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তান Eastern Bengal Railway, বাংলাদেশ রেলওয়ে নামে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে বোর্ডের কার্যক্রম বিলুপ্ত করে একে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে রেলপথ বিভাগ গঠন করা হয়। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি (বিআরএ) গঠন করা হয়। তবে গঠিত বিআরএ'র কার্যক্রম পরবর্তীতে অব্যাহত থাকেনি। ১৯৯৬-২০০৩ সময়কালে এডিবি এর অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরপর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। গণ-মানুষের চাহিদা ও সময়ের দাবীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮.০৪.২০১১ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১১.৪০ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রেলপথ বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.১২.২০১১ তারিখের এস আরও নং ৩৬১ আইন/২০১১ অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ২ টি যথাক্রমে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর।

কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এই পথচলার সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সাল এবং তারিখের ক্রমানুসারে নিম্নে তুলে ধরা হল:

১৫ নভেম্বর, ১৮৬২:	বিশ্বের পরিবহন পরিবারের নতুন সদস্য হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মাত্র ৩৭ বছর পর ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর কোলকাতা-কুষ্টিয়া রেলপথের দর্শনা-জগতি অংশে ৫৩.১১ কি.মি. রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের রেল পরিবহনের যাত্রা শুরু হয়।
০১ জানুয়ারি, ১৮৭১:	ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্তৃক দর্শনা-জগতি রেলওয়ে লাইনকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়।

১৮৭৪-১৮৭৯:	সাঁড়া (পাকশীর সন্নিকটে) হতে চিলাহাটি, পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর এবং পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ নির্মিত হয়। এ সময়ে দামুকদিয়া থেকে পোড়াদহ পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনও নির্মিত হয়।
১৮৮২-১৮৮৪:	বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানী বেনাপোল-খুলনা ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ করে।
১লা জুলাই, ১৮৮৪:	সরকার ইস্টার্ন রেলওয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
১৮৮৫:	ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ১৫ কি.মি. রেলওয়ে ট্র্যাক ঢাকা স্টেট রেলওয়ে কর্তৃক সংযোজিত হয়। একই বছর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ে সেকশনও ঢাকা স্টেট রেলওয়ে কর্তৃক নির্মিত হয়।
০১ এপ্রিল ১৮৮৭:	ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নর্দার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে একীভূত হয়।
১৮৯১:	ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় আসাম পর্যন্ত রেলওয়ে নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয় যা পরবর্তীতে পরিচালনার ভার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর উপরই ন্যস্ত করা হয়।
০১ জুলাই, ১৮৯৫:	আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক চট্টগ্রাম-কুমিল্লা ১৪৯.৮৯ কি.মি. এবং লাকসাম-চাঁদপুর ৫০.৮৯ কি.মি. রেলপথ চালু করা হয়।
৩ নভেম্বর, ১৮৯৫:	চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত প্রায় ১৪ কি.মি. রেলপথ নির্মিত হয়।
১৮৯৬:	কুমিল্লা থেকে আখাউড়া এবং আখাউড়া থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন নির্মিত হয়।
১৮৯৭:	দর্শনা-পোড়াদহ সেকশনকে ডাবল লাইন সেকশনে রূপান্তর করা হয়।
১৮৯৮-১৮৯৯:	জামালপুর-ময়মনসিংহ রেল লাইন নির্মিত হওয়ার পর এ সেকশনে ১৫-১০-১৮৯৮ তারিখে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়। তারপর জামালপুর থেকে জগনাথগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত রেলগাড়ি চালু হয় ২২-১০-১৮৯৯ তারিখে।
১৮৯৯-১৯০০:	সান্তাহার থেকে ফুলছড়ি পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ ব্রহ্মপুত্র সুলতানপুর রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়।
১৯০৩:	লাকসাম-নোয়াখালী রেলওয়ে সেকশন নোয়াখালী (বেঙ্গল) রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়।
০১ এপ্রিল, ১৯০৪:	বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানী এবং ব্রহ্মপুত্র সুলতানপুর রেলওয়ে কোম্পানীকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল কোম্পানীর সাথে একীভূত করা হয়।
১৯০৫:	কাউনিয়া-বোনারপাড়া মিটারগেজ সেকশন চালু করা হয়। এ বৎসরই নোয়াখালী (বেঙ্গল) রেলওয়ে কোম্পানীর মালিকানা সরকার ক্রয় করেন।
০১ জানুয়ারি, ১৯০৬:	নোয়াখালী (বেঙ্গল) রেলওয়ে কোম্পানীকে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে একীভূত করা হয়।
১৯০৯:	পোড়াদহ - ভেড়ামারা সিঙ্গেল লাইনকে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হয়।
১৯১০-১৪:	আখাউড়া-টঙ্গী সেকশন চালু করা হয়। শিকলী-সান্তাহার মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ সেকশনে রূপান্তর করা হয়।
১৯১২-১৯১৫:	কুলাউড়া-সিলেট সেকশন চালু করা হয়।
০১ জানুয়ারি, ১৯১৫:	পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৯১৪ সালে। ১ জানুয়ারি ১৯১৫ সালে প্রথম হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উপর দিয়ে ট্রেন চালনা শুরু হয়। এ ব্রীজের দৈর্ঘ্য ৫৯৪০ ফুট।
১৯১৫-১৯১৬:	সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে লাইন সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৯১৬ সালেই ভেড়ামারা-রায়টা ব্রডগেজ সেকশন চালু করা হয়।
১৯১২-১৯১৮:	ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক গৌরীপুর-ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা এবং শ্যামগঞ্জ-জারিয়া ঝাঞ্জাইল সেকশন নির্মিত হয়।

১৯১৫-১৯৩২:	ভেরামারা-ঈশ্বরদী-আবদুলপুর সিঙ্গেল লাইন সেকশনকে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হয়।
১০ জানুয়ারি, ১৯১৮:	একটি ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানী কর্তৃক রুপসা-বাগেরহাট ন্যারো গেজ সেকশন নির্মাণ করা হয়।
জুলাই, ১৯২৪:	সান্তাহার-পার্বতীপুর মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ সেকশনে রূপান্তর করা হয়।
সেপ্টেম্বর, ১৯২৬:	পার্বতীপুর-চিলাহাটি মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ সেকশনে রূপান্তর করা হয়।
১৯২৮:	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ সেকশন চালু করা হয়।
১৯২৮-১৯২৯:	তিস্তা-কুড়িগ্রাম ন্যারো গেজ সেকশনকে মিটারগেজ সেকশনে রূপান্তর করা হয়। শায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা এবং চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সেকশন চালু করা হয়।
১৯৩০:	হাটহাজারী-নাজিরহাট মিটারগেজ সেকশন এবং আব্দুলপুর-আমনুরা ব্রডগেজ সেকশন চালু করা হয়।
১৯৩১:	ষোলশহর-দোহাজারী সেকশন চালু হয়।
৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৭:	মেঘনা নদীর উপর ভৈরব রেলওয়ে সেতু নির্মিত হওয়ার পর ভৈরববাজার এবং আশুগঞ্জ এর মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
১৯৪১:	জামালপুর-বাহাদুরাবাদ মিটারগেজ সেকশন চালু করা হয়।
০১ জানুয়ারি, ১৯৪২:	সরকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে নামকরণ করেন "বেঙ্গল এন্ড আসাম রেলওয়ে"।
০১ অক্টোবর, ১৯৪৪:	সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেলওয়েকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়।
১৯৪৭:	দেশ বিভাগের পর বেঙ্গল এন্ড আসাম রেলওয়ের যে অংশ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সীমার মধ্যে পড়েছিল সে অংশটুকু নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে " ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে" নামে যাত্রা শুরু করে।
১৯৪৮-৪৯:	ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে কোম্পানী এবং রুপসা বাগেরহাট ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানীর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।
২১ এপ্রিল, ১৯৫১:	যশোহর-দর্শনা রেল লাইন রেল চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়।
অক্টোবর, ১৯৫৪:	সিলেট-ছাতকবাজার সেকশনে ট্রেন চালু করা হয়।
০১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১:	ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েকে " পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে" হিসেবে নামকরণ করা হয়।
১৯৬২:	রেলওয়ে বোর্ড গঠন করা হয় এবং রেল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়।
১৯৭২:	বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ রেলওয়ে" নামকরণ করা হয় এবং পূর্বের ন্যায় রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে।
১৯৭৩:	রেলওয়ে বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় এবং রেলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। নির্বাহী কার্যক্রম একজন মহাব্যবস্থাপকের উপর অর্পিত হয়।
১৯৭৬:	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর পরামর্শক্রমে নীতি নির্ধারণী বিষয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে রেখে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পুনরায় রেলওয়ে বোর্ডের নিকট ন্যস্ত করা হয়।
০৩ জুন, ১৯৮২:	রেলওয়ে বোর্ড পুনরায় বিলুপ্ত করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পৃথক রেলওয়ে বিভাগ গঠন করে একজন সচিবকে রেলের প্রধান করে মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। রেলওয়েকে পূর্ব এবং পশ্চিম জোনে বিভক্ত করে প্রত্যেক জোনকে একজন জেনারেল ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণে স্থাপন করা হয়।

১২ আগস্ট, ১৯৯৫:	নীতিগত বিষয়াদির নির্দেশনার জন্য মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট "বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি" গঠন করা হয়।
২৩ জুন, ১৯৯৮:	বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর উপর দিয়ে রেলওয়ে সংযোগ স্থাপিত হয়।
১৪ আগস্ট, ২০০৩:	ইব্রাহীমাবাদ থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডুয়েল গেজ লাইন স্থাপনের পর জয়দেবপুর থেকে রাজশাহী পর্যন্ত প্রথম আন্তঃনগর ট্রেন চালু হয়।
০৭ মার্চ, ২০০৪:	ঢাকা এবং লালমনিরহাটের মধ্যে সরাসরি মিটারগেজ ট্রেন চালু করা হয়।
০৯ মার্চ, ২০০৭:	বাংলাদেশ ২০ তম স্বাক্ষরকারী হিসাবে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে (টিএআর) নেটওয়ার্কের আন্তঃসরকারি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
১৪ এপ্রিল, ২০০৮:	"মৈত্রী এক্সপ্রেস" ট্রেন চালু করার মাধ্যমে ঢাকা-কলকাতার মধ্যে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়।
৪ মার্চ, ২০১০:	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রির সেবা চালু করা হয়।
৪ ডিসেম্বর, ২০১১:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পৃথক রেলওয়ে মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।
৩০ জুন, ২০১২:	তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত ৩৫ কি.মি. নবনির্মিত রেলপথ চালু হয়।
১৬ নভেম্বর, ২০১৭:	বাংলদেশের খুলনা হতে কলকাতাগামী বন্ধন এক্সপ্রেস চালু করা হয়।
১৪ জুলাই, ২০১৮:	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা পর্যন্ত নবনির্মিত ২৫ কি.মি. রেলপথ চালু হয়।
০১ নভেম্বর, ২০১৮:	কাশিয়ানী থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত নবনির্মিত ৪৩ কি.মি. রেলপথ চালু হয়।
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০:	পাবনা থেকে ঢালারচর পযন্ত নবনির্মিত ৫৩ কি.মি. রেলপথ চালু হয়।
২৬ জানুয়ারী, ২০২০:	ফরিদপুর থেকে পুকুরিয়া পর্যন্ত ২৫.১১ কি.মি. বিদ্যমান রেলপথের পুনবার্সন এবং পুকুরিয়া হতে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৫.৯৬ কি.মি. নতুন রেলপথ নির্মাণের পর ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ চালু করা হয়।
২৭ মার্চ ২০২১	বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভার্চুয়ালী থেকে মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেনের শূভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুট হয়ে ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচল করছে।

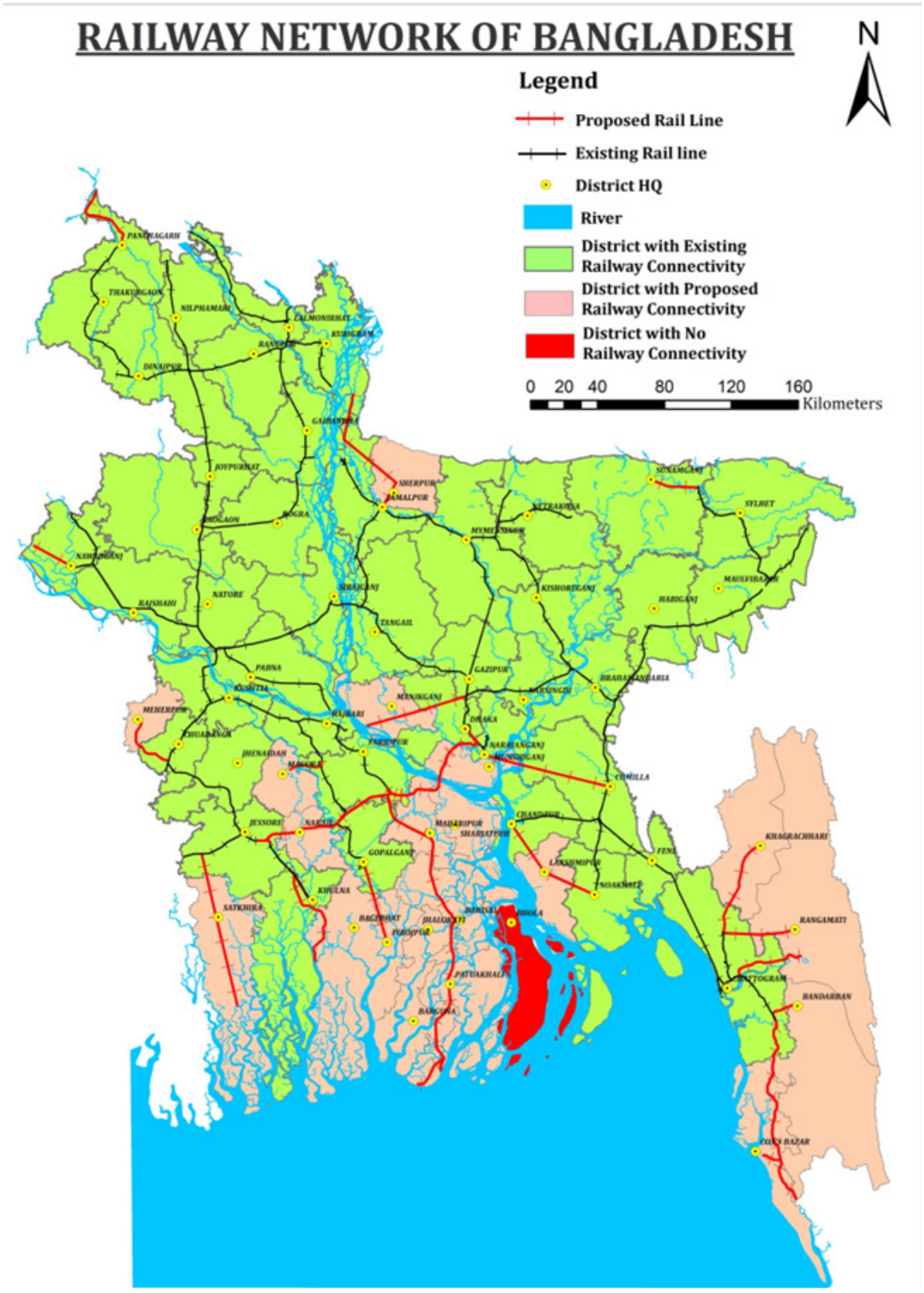

RAILWAY NETWORK OF BANGLADESH
N
Legend
Proposed Rail Line
Existing Rail line
District HQ
River
District with Existing Railway Connectivity
District with Proposed Railway Connectivity
District with No Railway Connectivity
0 20 40 80 120 160
Kilometers

এক নজরে বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নোক্ত ২টি অঞ্চলে বিভক্ত:

ক। পূর্বাঞ্চল (সদর দপ্তর-চট্টগ্রাম)
খ। পশ্চিমাঞ্চল (সদর দপ্তর- রাজশাহী)

বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪টি বিভাগে বিভক্ত:

ক। ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ (সদর দপ্তর-ঢাকা)
খ। চট্টগ্রাম রেলওয়ে বিভাগ (সদর দপ্তর-চট্টগ্রাম)
গ। পাকশী রেলওয়ে বিভাগ (সদর দপ্তর-পাকশী, পাবনা)
ঘ। লালমনিরহাট রেলওয়ে বিভাগ (সদর দপ্তর-লালমনিরহাট)

বর্তমানে ৪৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নতুন ০৬ (ছয়) টি জেলা (কক্সবাজার, নড়াইল, মুন্সীগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাগুরা ও বাগেরহাট) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। বর্তমানে যে সকল প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে সে সকল প্রকল্পের আওতায় রেলপথ নির্মিত হলে আরও ০৯ (নয়)টি জেলা (সাতক্ষীরা, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ ও মেহেরপুর) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। এছাড়াও বাংলাদেশ রেলওয়ের হালনাগাদকৃত মাস্টারপ্ল্যান (২০১৬-২০৪৫) বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্মীপুর, শেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি-এ ৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।

রেলওয়ে ট্র্যাক (কি.মি.)

অঞ্চল	মিটারগেজ (এমজি)	ব্রডগেজ (বিজি)	ডুয়েলগেজ (ডিজি)	মোট
পূর্বাঞ্চল	২০৪০.৯০	নাই	১১০.৮৯	২১৫১.৭৯
পশ্চিমাঞ্চল	৫৩৩.০৬	১১৩৩.৩৮	৬২০.১৭	২২৮৬.৬১
মোট	২৫৭৩.৯৬	১১৩৩.৩৮	৭৩১.০৬	৪৪৩৮.৪০

রেলওয়ে স্টেশন

অঞ্চল	এ-শ্রেণি	বি-শ্রেণি	সি-শ্রেণি	ডি-শ্রেণি	হল্ট	মোট	চালু স্টেশন সংখ্যা	বন্ধ স্টেশন সংখ্যা
পূর্বাঞ্চল	০	১৬৭	-	৫০	১১	২২৮	১৭৯	৪৬
পশ্চিমাঞ্চল	২	১৯১	-	৫৯	০৪	২৫৫	১৮৯	৭০
মোট	২	৩৫৮	-	১০৯	১৫	৪৮৪	৩৬৮	১১৬

লেভেল ক্রসিং গেইট

অঞ্চল	Manned Gate	Unmanned Gate	মোট
পূর্বাঞ্চল	২৪৫	১৮৯	৪৩৪
পশ্চিমাঞ্চল	৩১৯	৭১৫	১০৩৪
মোট	৬০০	৯০৪	১৪৬৮

লোকোমোটিভ (কি.মি.)

প্রকার	মোট	সচল	অচল	মন্তব্য
মিটারগেজ (এমজি)	১৯৮	১৮২	১৪	
ব্রডগেজ (বিজি)	১০৬	১০৫	১	
মোট	৩০৪	২৮৭	১৭	

যাত্রীবাহী কোচ:

প্রকার	AC	Non-AC	মোট	অবস্থা	
				সচল	অচল
মিটারগেজ (এমজি)	১২৪	১০৯২	১২১৬	১২১৬	০
ব্রডগেজ (বিজি)	৮৬	৩৮১	৪৬৭	৪৬৭	০
মোট	২১০	১৪৭৩	১৬৮৩	১৬৮৩	০

মালবাহী ওয়াগন:

প্রকার	ট্যাংক ওয়াগন	কাভার্ড ওয়াগন	খোলা ওয়াগন	মোট
মিটার গেজ (এমজি)	৫৩৫	৪৯১	১২১৩	২২৩৯
ব্রড গেজ (বিজি)	৩৮৩	৪৬৩	১১০	৯৫৬
মোট	৯১৮	৯৫৪	১৩২৩	৩১৯৫

যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা:

প্রকার	আন্ত:দেশীয়	আন্ত:নগর	মেইল	লোকাল	কমিউটার	মিক্সড	কনটেইনার	অন্যান্য/গুডস	মোট
পূর্বাঞ্চল	-	৫০	২৪	৭৪	৪৪	-	৬	১৫	২১৩
পশ্চিমাঞ্চল	০৬	৫৪	৩৭	৪৩	৩১		০	২৯	২০০
মোট	০৬	১০৪	৬১	১১৭	৭৫		৬	৪৪	৪১৩

বিগত ৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের বাজেট (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	মোট
২০১৮-১৯	৩৪৮৩৫৪	১১১৫৪৭২	১৪৬৩৮২৬
২০১৯-২০	৩৭৫৯২৬	১২৫৯৮৬৪	১৬৩৫৭৯০
২০২০-২১	৩৯২৮০০	১২৪৯১৩০	১৬৪১৯৩০
২০২১-২২	৩৭৭৯০৯.৮১	১২৫৭৫৯০	১৬৩৫৪৯৯.৮১

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রদত্ত পরিসেবাসমূহ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সেবা প্রদান করে।
- এছাড়াও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সেবা প্রদান করে।

যানজট নিরসনে বাংলাদেশ রেলওয়ে

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন এবং জয়দেবপুর-ঢাকা সেকশনে ৪ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট এবং চট্টগ্রাম-কুমিল্লা কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এছাড়া "ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বিনিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করা হলে যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা

বাংলাদেশ রেলওয়েতে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেন পরিচালনা করার সুবিধার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত কারিগরি নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক দায়িত্ব পালনকালে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্টেশন প্লাটফর্ম, ওয়েটিং রুম, টয়লেটসহ স্টেশন এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জোরদার করা সহ জীবানুনাশক ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক সতর্কীকরণ বার্তা পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বিগত ৯ মে, ২০২০ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ফাস্ট ট্র্যাক-ভুক্ত প্রকল্প যথা "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" ও "দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ সিংগেল রেললাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কাজ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকদের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নপূর্বক বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস এর সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক গত ০৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। গত ২৩ মে, ২০২১ তারিখ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ২৪ মে, ২০২১ তারিখ হতে সরকার কর্তৃক বিদ্যমান আসন সংখ্যার অর্ধেক (৫০%) যাত্রী নিয়ে গণপরিবহন পরিচালনার নির্দেশনা অনুযায়ী পুনরায় যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা হয়।

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ১৮ জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে ২৩ জুলাই, ২০২১ তারিখ সকাল ৬ ঘটিকা পর্যন্ত কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতঃ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ৩৮ জোড়া আন্তঃনগর এবং ২৪ জোড়া মেইল এক্সপ্রেস ও কমিউটার ট্রেনসমূহে মোট আসনের ৫০% টিকেট বিক্রয় ও ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

গত ১১ আগস্ট, ২০২১ তারিখ হতে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক কঠোরভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণকরত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ৩৮ জোড়া আন্তঃনগর এবং ২৭ জোড়া মেইল এক্সপ্রেস ও কমিউটার ট্রেনসমূহে মোট আসনের ১০০% (সমপরিমাণ) টিকেট বিক্রয় ও ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপ

স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রীবাহী ট্রেনসমূহ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সম্মানিত যাত্রীসাধারণকে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে

১) জরুরী প্রয়োজন না হলে ট্রেনে ভ্রমণ করা হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।

২) প্রত্যেক যাত্রী নিজেকে সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন। সহযাত্রীকে সুরক্ষায় সহযোগীতা করবেন। এক্ষেত্রে স্টেশনে যাত্রীদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং হ্যান্ড সানিটাইজার সরবরাহ করা হয়।

৩) সম্মানিত যাত্রীসাধারণকে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় স্টেশন এলাকায় বা ট্রেনে প্রবেশ করতে হবে

মর্মে অনুরোধ করা হয়।

৪) ট্রেনের অভ্যন্তরে যাত্রীদের নির্দিষ্ট আসনে অবস্থান করতে হবে।

৫) ট্রেনে আরোহণ এবং অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট দরজা ব্যবহার করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার লক্ষ্যে ট্রেনে খাবার বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে প্যাকেটজাত সীমিত আইটেমের খাবার বিক্রির নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৭) বিদ্যমান স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেনে চা, কফি, বোতলজাত পানি, প্যাকেটজাত খাবার (চিপস, বিস্কিট ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়।

৮) তাপমাত্রা পরিমাপের সুবিধার্থে যাত্রীদের ট্রেন ছাড়ার কমপক্ষে ৬০মিনিট পূর্বে স্টেশনে পৌঁছাতে হবে।

৯) রাত্রীকালীন ট্রেনে (শুধুমাত্র স্লিপিং আসনে) বেডিং সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১০) যাত্রার তারিখসহ ০৫ দিন পূর্ব হতে টিকেট অনলাইন এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যাত্রীদের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃনগর ট্রেনসমূহে ৫০% (অর্ধেক) টিকেট বিক্রয় করা হয়।

১১) আন্তঃনগর ট্রেনে সকল প্রকার স্ট্যান্ডিং টিকেট ইস্যু, সকল ক্ষেত্রে প্লাটফরম টিকেট বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হয়।

১২) কমিউটার ও মেইল এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেট স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাউন্টার হতে ৫০% বিক্রি করা হয়।

১৩) কুলি, ট্রলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৪) সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেন পরিচালনা করার জন্য জোনাল দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৫) সকল প্লাটফরমে এবং ট্রেনে পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভ্রমণ করার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে।

মালবাহী ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপ

করোনাভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ধরনের অভ্যন্তরীণ মালবাহী ট্রেন চলাচল অব্যাহত ছিল। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

১. ট্রেনে কর্মরত রেলওয়ে কর্মচারীকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিভিন্ন গন্তব্যে কৃষিজ পণ্য পরিবহনের জন্য মালবাহী স্পেশাল পার্সেল ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

২. সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কন্টেইনার ট্রেন, জ্বালানী তেলবাহী ট্রেন, মালবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়।

৩. প্রান্তিক চাষীদের কথা বিবেচনা করে দেশে উৎপাদিত সকল ফলমূল, সবজি ইত্যাদি রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহনের লক্ষ্যে পার্শ্বেল রেট ৫০% হ্রাস করে ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে পার্শ্বেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা শুরু করা হয়।

৪. প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, সবজি ও অন্যান্য জরুরী পার্শ্বেল মালামাল পরিবহনের জন্য গত ১৪-০৪-২০২১ তারিখ হতে বিভিন্ন রুটে ০৪ জোড়া বিশেষ পার্শ্বেল ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

৫. রাজশাহী বিভাগের আমচাষীদের কথা বিবেচনা করে রহনপুর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-ঢাকার মধ্যে গত ২৭.০৫.২০২১ হতে ১৬.০৭.২০২১ তারিখ পর্যন্ত আম পরিবহনের জন্য ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

৬. পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে গবাদিপশু পরিবহনের জন্য ১৭.০৭.২০২১ ও ১৮.০৭.২০২১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে ঢাকা ২ (দুই) টি ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

৭. জরুরী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে ২০টি আন্তদেশীয় (ভারত হতে বাংলাদেশ) মালবাহী ট্রেনে ২০০ টি ট্যাংক ওয়াগনে গত ২১/০৭/২০২১ হতে ১১/১০/২০২১ পর্যন্ত মোট ৬০০০ মেট্রিক টন তরল অক্সিজেন পরিবাহিত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

যাত্রীসাধারণের আরামদায়ক রেলসেবা নিশ্চিতকরণে এবং বিদ্যমান রেলসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতের অধীন যেসকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- প্রায় ৮৫০ কি.মি. জরাজীর্ণ রেলওয়ে ট্রাকের সার্বিক মানোন্নয়ন;
- ৬০টি স্টেশন বিল্ডিং এর প্লাটফরম উঁচুকরণসহ সার্বিক মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন;
- ১০০টি (৫০টি ব্রডগেজ ও ৫০টি মিটারগেজ) যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনকাল নিয়ে প্রথম "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর" স্থাপন।

বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল

বাংলদেশ রেলওয়েতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের নির্ভরশীল পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ব্রিটিশ ভারতীয় আমলে সুন্দর মনোরম পরিবেশে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, পাকশী, লালমনিরহাট ও সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। হাসপাতালসমূহ দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও অবকাঠামোসহ চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল বিভাগে ব্যাপক উন্নয়ন করা হলে রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতাল

চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল:
চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মূলভবনের পাশে সিআরবিস্থ ০৫ একর (প্রায়) জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালটি ৯২ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল। চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালটির সাথে ০৬ টি ডিসপেন্সারী পরিচালিত হয়। ডিসপেন্সারী গুলো হচ্ছে সিজিডি, লাকসাম, চাঁদপুর, পাহাড়তলী, কারখানা ও ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতালের বর্হিঃবিভাগ। চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবায় সর্বস্তরের মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার মাধ্যমে সুনাম অর্জন করে আসছে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল রেলওয়ের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতাল:
ঢাকা ফুলবাড়িয়া হতে কমলাপুরে বর্তমান স্থানে ১৯৮৬ সালে ৫.০৩ একর জমির উপর এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হাসপাতালটি দুইতলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং এবং এর আয়তন ৬৩,৫৬৮ বর্গ ফুট। ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতালটি ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল কিন্তু বর্তমানে রোগীর জন্য বেড আছে ৪১ টি। ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতাল রেলওয়ের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

করোনা (কোভিড-১৯) রোগীদের চিকিৎসা সেবায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল ও ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতাল:
কোভিড-১৯ সংক্রমণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকল্পে চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত করে করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

জনবল: বর্তমানে চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ১৪৯ জন এবং ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতালে ১৫৭ জন। চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেলওয়ে হাসপাতালে রোগীদের সুষ্ঠু সেবা নিশ্চিতকল্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ আরও কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করা প্রয়োজন। এসব হাসপাতালগুলোতে আউটডোর ও ইনডোর সেবা প্রদান করা হয়।

রাজশাহী, পাকশী, লালমনিরহাট ও সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতাল:
বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে এ ৪টি হাসপাতাল (রাজশাহী, পাকশী, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর) ও ১৭টি ডিসপেন্সারী রয়েছে। রাজশাহী রেলওয়ে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ২০টি, পাকশী ৪৪টি, লালমনিরহাট ৩০টি এবং সৈয়দপুরে ৯টি। এ হাসপাতালসমূহে ইনডোর, আউটডোর ও জরুরী সেবা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে ৪টি হাসপাতালে মঞ্জুরীকৃত ৮৩৬ জন লোকবলের মধ্যে ৪৮৯ জন কর্মরত রয়েছে।

জনবল:

বর্তমানে রাজশাহী রেলওয়ে হাসপাতালে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ৮৭ জন, পাকশী রেলওয়ে হাসপাতালে ৬৬ জন, লালমনিরহাটে ৩৫ জন এবং সৈয়দপুরে ৭৭ জন কর্মরত আছেন। এছাড়া ডিসপেন্সারীগুলোতেও লোকবল নিয়োজিত আছেন। রাজশাহী, পাকশী, লালমনিরহাট ও সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে রোগীদের সুষ্ঠু সেবা নিশ্চিত কল্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ আরও কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করা প্রয়োজন। এসব হাসপাতালগুলোতে আউটডোর ও ইনডোর সেবা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল) কর্তৃক নিম্নলিখিত পাঁচটি বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে:

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (প্রতিষ্ঠাকাল:- ১৯২০, শিক্ষা কার্যক্রম:- ২য়-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত)
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠাকাল:- ১৯২৪, শিক্ষা কার্যক্রম:- ৩য়-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত)
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ (প্রতিষ্ঠাকাল:- ১৯২৫, শিক্ষা কার্যক্রম:- ২য়-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত)
(ঘ) শাহজাহানপুর রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (প্রতিষ্ঠাকাল:- ১৯৬৮, শিক্ষা কার্যক্রম:- ১ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত)
(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সল্টগোলা, বন্দর (প্রতিষ্ঠাকাল:- ১৯৭৩, শিক্ষা কার্যক্রম:- ১ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত)

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের ৫ টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্কুলসমূহের নিয়মেই এই স্কুলসমূহ পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত বেতন জি/৪৮ মেমোর মাধ্যমে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে জমা প্রদান করা হয়। অন্যান্য উন্নয়ন ফিসমূহ ব্যাংকের স্কুল একাউন্টে জমা রাখা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ০৩ সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং প্রধান শিক্ষক ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করেন।

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিমাঞ্চল) এর আওতাধীন ০৫টি বিদ্যালয়ের নাম, প্রতিষ্ঠাকাল ও অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা (৬ষ্ঠ হতে ১০ম):

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি নাজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫২, ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: ৩৩৩)।
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি চিলড্রেন পার্ক উচ্চ বিদ্যালয়, লালমনিরহাট (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫০, ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: ২৭৫)।
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সৈয়দপুর (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৩, ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: ৩৯০) ।
(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাকশী (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯১৮ , ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: ৩০০) ।
(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ, পাকশী (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২৪, ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: ১৬৫) ।

৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে, পশ্চিমাঞ্চল এর ৫ টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে বেতন বাবদ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। পরীক্ষার ফি, সেশন ফি, খেলাধুলা ও উন্নয়ন ইত্যাদি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হয়। উক্ত খাতে হতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট অভ্যন্তরিণ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সুপারিশসমূহ:

- শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন।
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব নিরসনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ন্যায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২৫টি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ।

- শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের ভবনগুলো দীর্ঘদিনের পুরাতন এবং জরাজীর্ণ হওয়ায় তা সংস্কারসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।
- আধুনিক ও মানসম্মত বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব ও গ্রন্থাগার স্থাপন।
- বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ, খেলার মাঠ ও টয়লেট ব্যবস্থা মানসম্মত করা।
- কর্মচারী সংকট নিরসনের জন্য শূন্য পদে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়সমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী

১. তেলবাহী গাড়ী, মালবাহী গাড়ী এবং লাগেজ ভ্যান পরিবহনে নিরাপত্তা প্রদান।
২. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে প্রদত্ত সকল আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালন।
৩. রেলওয়ে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান।
৪. রেলওয়ে চলাচলে যেকোন বাধা দূর করা।
৫. রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন-২০১৬ অনুযায়ী মামলা রুজু, তদন্ত ও মীমাংসা করা।
৬. রেলওয়ে যাত্রী এবং রেলওয়ে সম্পত্তির অধিকতর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ে পুলিশকে সহায়তা প্রদান।
৭. প্ল্যাটফর্ম, সিকলাইন, ওয়াশপিট, জংশন ইয়ার্ড সহ রেলওয়ের কোচ, ইঞ্জিন, ওয়াগন, বিটিও ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
৮. রেলসম্পদ চুরির ক্ষেত্রে অপরাধীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে আরএনবি চৌকিতে হাজির করা।
৯. রেলওয়ে ক্যাশ, লাগেজভ্যান, মালবাহী ওয়াগন, তৈলবাহী ট্যাংক এস্কর্ট।
১০. আয় ফাঁকি ও রেলসম্পদ পাচার প্রতিরোধ করা।
১১. কারখানা, লোকোশেড, ডিপো, স্টোরসসহ রেলওয়ের গুরত্বপূর্ন স্থাপনার নিরাপত্তা প্রদান।
১২. টিকেট চেকিং, উচ্ছেদ অভিযান, চোরাচালান প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান।
১৩. লোডিং পয়েন্ট হতে মালামালের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে পরিবহন শেষে ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে দেয়া।
১৪. রেলওয়ে নিয়ন্ত্রাণাধীন এলাকায় আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ক্ষেত্রমত আইন শৃঙ্খলাবাহিনী এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
১৫. সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত বা নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করা।

বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল এর স্কাউট কার্যক্রম

রেলওয়ে আঞ্চলিক স্কাউট কাউন্সিল বাংলাদেশ স্কাউটস রেলওয়ে অঞ্চলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ। রেলপথ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় সচিব বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মহাপরিচালক পদাধিকার বলে বাংলাদেশ স্কাউটস রেলওয়ে অঞ্চলের সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বে ৭০ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি দ্বারা রেলওয়ে অঞ্চলের স্কাউট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব ও পশ্চিম এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল এর সহ-সভাপতি। রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্কাউটস আন্দোলনের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও বর্ণিত আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটিতে ০৩ জন নির্বাচিত সহ-সভাপতি, আঞ্চলিক কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ, ১২ জন আঞ্চলিক উপ-কমিশনার, আঞ্চলিক সম্পাদক, ০২ লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি, ১৪ জন জেলা সভাপতি, ১৪ জন জেলা কমিশনার ও ১৪ জন জেলা সম্পাদক এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের একজন প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ স্কাউটিং এর সম্প্রসারণে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সারাদেশে বিস্তৃত ১৪টি রেলওয়ে জেলা স্কাউটস এর মাধ্যমে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। জেলাগুলি হলো:

ক্রমিক	জেলার নাম	ক্রমিক	জেলার নাম
১)	ঢাকা রেলওয়ে জেলা	৮)	লালমনিরহাট রেলওয়ে জেলা
২)	চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা	৯)	পার্বতীপুর রেলওয়ে জেলা
৩)	পাহাড়তলী রেলওয়ে জেলা	১০)	পাকশী রেলওয়ে জেলা
৪)	চট্টগ্রাম বন্দর রেলওয়ে জেলা	১১)	রাজশাহী রেলওয়ে জেলা
৫)	লাকসাম রেলওয়ে জেলা	১২)	খুলনা রেলওয়ে জেলা
৬)	আখাউড়া রেলওয়ে জেলা	১৩)	সান্তাহার রেলওয়ে জেলা
৭)	সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা	১৪)	সিলেট রেলওয়ে জেলা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনে রেলওয়ে স্কাউটসের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল ও রেলওয়ে জেলাসমূহের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এর মধ্যে জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব কুষ্ঠরোগ দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় টিকা দিবস, বিপি দিবস, স্যানিটেশন সপ্তাহ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস উল্লেখযোগ্য। উক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে বিভিন্ন র‍্যালী, সেমিনারে কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার, স্কাউটার ও নেতৃবৃন্দ নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। রূপকল্প ২০২১ (Vision-2021) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে ঢেলে সাজাতে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অদ্যাবধি উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। রূপকল্প ২০২১'এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাঝে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(১) ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ০৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ (লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
১	বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মাণসহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন (০১.১১.২০২১-৩০.০৪.২০২৩)	১২.১০.২০২১	নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব স্টেশনসহ) প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ওবিশদ ডিজাইন প্রণয়ন	১৫০৬.৮৪ (৬৪৭.০২)	-	১৫০৬.৮৪ (৬৪৭.০২)
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ (০১.০৭.২০২২-৩০.০৬.২০২৬)	২২.০৩.২০২২	যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ	৩৭৩১৩.৯৩ (৯৯১.০৫)	১৩৩১১৯.৭৫	১৭০৪৩৩.৬৮
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৫০টি বিজি ও ৫০টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন (০১.০৭.২০২২-৩০.০৬.২০২৫)	০১.০৬.২০২২	যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন	১৩৮৮৭.০৮ (৩৮৩.৬৭)		১৩৮৮৭.০৮

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্পসমূহ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
			জিওবি	পিএ	মোট
১	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ ২য় (সংশোধিত) (০১.১২.২০১০-৩১.১২.২০২২)	০৫.১০.২০২১	১৩১২৮৬.৭৬	২৯৪৮০১.৮৪	৪২৬০৮৮.৫৯
২	ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপ্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০২২)	০৩.০৩.২০২২	৫৬৪০.৩২	১৫৬১০.৯৮	২১২৫১.৩০
৩	ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১.০৮.২০১৮-৩০.০৬.২০২৩)	১৯.০৪.২০২২	১৪০৬৮.৬৪	-	১৪০৬৮.৬৪
৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১.০৯.২০১৮-৩০.০৬.২০২২)	১৬.০২.২০২২	১৪৯৮.৭৭	-	১৪৯৮.৭৭

(৩) ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪টি সমীক্ষা প্রকল্প ও ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প ও প্রকল্পের বিপরীতে অর্জন

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বিপরীতে অর্জন
১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, রিলিফ ক্রেন এবং লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ (মেয়াদ- ০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	প্রকল্পের আওতায় ১০টি লোকোমোটিভ ৪টি ক্রেন (২টি বিজি ও ২টি এমজি) ক্রেন এবং ০১ সেট লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ করা হয়েছে।
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটার গেজ ও ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ (মেয়াদ: ০১.০৯.২০১৫-৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	প্রকল্পের আওতায় ২০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ এবং ২টি Train Washing Plant সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩	পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মেয়াদ- ০১.০১.২০১৮-৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	পরামর্শক ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ০৪টি কম্পোনেন্টের সবগুলোর চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা দাখিল করেছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

	বিশদ নকশা প্রণয়ন ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতসহ ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) (মেয়াদ- ০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	পরামর্শক ইতোমধ্যে ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা দাখিল করেছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
	ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (মেয়াদ ০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	পরামর্শক ইতোমধ্যে মোট ৮টি কম্পোনেন্টের সবগুলোরই চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা দাখিল করেছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
	বাংলাদেশ রেলওয়ের দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মেয়াদ ০১.০৯.২০১৮-৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	পরামর্শক ইতোমধ্যে প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা দাখিল করেছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রসমূহ

(১) ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং RITES Ltd. India in JV with Aarvee Associates Architects Engineers & Consultant Pvt. Ltd. এর মাঝে প্যাকেজ SD-1 এর বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২) ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে এডিবি অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন প্রকল্প (রোলিং স্টক সংগ্রহ)" প্রকল্পের আওতায় ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং CRRC Shandong Co. Ltd., China এর মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে এডিবি অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন প্রকল্প (রোলিং স্টক সংগ্রহ)" প্রকল্পের আওতায় ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং Hindusthan Engineering & Industries Ltd, India এর মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আন্ত:দেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ের অর্জন

বাংলাদেশ-ভারত কানেকটিভিটি:

ভারতীয় রেলওয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংযোগের জন্য ৮ টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট রয়েছে। এই ৮টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মধ্যে ৫টি বর্তমানে চালু রয়েছে। বন্ধ ৩টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মধ্যে ১টি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে আরও দুইটি নতুন ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক। চালু ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টসমূহ:

ক-১। দর্শনা (বাংলাদেশ)-গেদে (ভারত)-(৩ কিমি): ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ। মালবাহী ট্রেনসহ যাত্রীবাহী ট্রেন 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' ঢাকা-কলকাতা রুটে এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট দিয়ে চলাচল করে।

ক-২। বেনাপোল (বাংলাদেশ)-পেট্রাপোল (ভারত)-১.৫ কিমি): পণ্যবাহী ট্রেনসহ যাত্রীবাহী ট্রেন 'বন্ধন এক্সপ্রেস' খুলনা-বেনাপোল-কলকাতা রুটে এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট দিয়ে চলাচল করে।

ক-৩। রোহনপুর (বাংলাদেশ)-সিঙ্গাবাদ (ভারত)-(১০ কিমি): ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ। এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করে।

ক-৪। বিরল (বাংলাদেশ)-রাধিকাপুর (ভারত)-(১০ কিমি): ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি ০১.০৪.২০০৫ সন থেকে বন্ধ ছিল। একটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ অংশে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৮-১২ এপ্রিল ২০১৭ সনে ভারত সফরকালে বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি চালু করা হয়। বর্তমানে এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট দিয়ে ভারতের সাথে সাথে নেপালেও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করেছে।

ক-৫। চিলাহাটি (বাংলাদেশ)-হলদিবাড়ি (ভারত)-(৯ কিমি): ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি ১৯৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মাধ্যমে ভারত এর মধ্য দিয়ে নেপাল এবং ভুটানে পণ্য পরিবহন করা সহজ। চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি পুনরায় চালু করার জন্য বর্তমানে "ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ" প্রকল্পটি গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পূর্ত কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২৪ জুন, ২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৯.০৪.২০২২ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৩%। গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে রেল সংযোগ পুনরায় চালু করেন। গত ০১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে দীর্ঘ ৬৫ বছর পর চিলাহাটি-হলদীবাড়ি রুটে পুনরায় পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি "মিতালী এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি চিলাহাটি-হলদীবাড়ী রুট হয়ে ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচল করেছে।

খ। বন্ধ ৩টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট এর মধ্যে নিম্নোক্ত ১টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার উদ্যোগ:

খ-১। শাহবাজপুর (বাংলাদেশ)-মহিশাসন (ভারত)- (১১ কিমি): ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি ০৭ জুলাই, ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এটি ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ। এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি চালু করার লক্ষ্যে কুলাউড়া-শাহবাজপুর রেলপথ পুনর্বাসন প্রকল্পটি চলমান।

গ। অবশিষ্ট ২টি বন্ধ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট নিম্নরূপ:

গ-১। বুড়িমারি (বাংলাদেশ)-চেংরাবান্ধা (ভারত)-(৩ কিমি): ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি ১৯৭১ সালে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া ও লালমনিরহাট হয়ে বুড়িমারি পর্যন্ত রেলপথ মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর অথবা সান্তাহার থেকে লালমনিরহাট হয়ে বুড়িমারি পর্যন্ত রেলপথ মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বুড়িমারি স্টেশন থেকে ভারতের চেংরাবান্ধা পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ এবং বুড়িমারিতে ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থা চালু করলে ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট দিয়ে পণ্য চলাচল সহজতর হবে।

গ-২। মোগলহাট (বাংলাদেশ)-গিতলদহ (ভারত): ১৯৯৮ সালে বন্যায় মোগলহাট-গিতলদহ এর মধ্যে অবস্থিত রেল ব্রিজটি ধ্বংস হওয়ায় ভারতের সাথে এ সংযোগটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে ভারতীয় অংশটি ব্রডগেজ হওয়ায় বাংলাদেশ অংশ ব্রডগেজে রুপান্তরিত করা হলে সংযোগ পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ। নতুন ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার উদ্যোগ:

ঘ-১। আখাউড়া (বাংলাদেশ)-আগরতলা (ভারত)-(১০.০১৪ কিমি): এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার জন্য আখাউড়ার গঙ্গাসাগর থেকে ভারতীয় বর্ডার পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

ঘ-২। ফেনী-বিলোনিয়া- (প্রায় ৩৩ কিমি): এ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার লক্ষ্যে ফেনী হতে বিলোনিয়া রেললাইন সংস্কার/পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। ফেনী-বিলোনিয়া রেললাইন সংস্কার/পুনঃনির্মাণ কাজ ভারতীয় অনুদানে সম্পন্ন করার প্রস্তাব বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-মায়ানমার কানেকটিভিটি:

'দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ-মায়ানমার কানেকটিভিটি স্থাপিত হতে পারে। উল্লিখিত প্রকল্পটি ১৮০৩৪.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০৬.০৭.২০১০ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ৩০ জুন, ২০২৪ । ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭২%।

বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় অর্জিত সাফল্যের সার-সংক্ষেপ

আইটেমসমূহ	অগ্রগতি	একক
নতুন রেল লাইন নির্মাণ	৬৫০.১১	কিমি
মিটারগেজ রেললাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর	২৮০.২৮	কিমি
রেল লাইন পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ	১২৯৭.১৪	কিমি
নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ	১২৬	টি
স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ	২২৩	টি
নতুন রেলসেতু নির্মাণ	৭৩২	টি
রেলসেতু পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ	৭৭৪	টি
লোকোমোটিভ সংগ্রহ	৯৬	(৫০টি এমজি ও ৪৬টি বিজি) এবং ২০টি ডিইএমইউ
যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ	৫২০	(২২০টি বিজি এবং ৩০০টি এমজি)
যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন	৫০০	(২১০টি বিজি এবং ২৫০টি এমজি)

মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ	৪৬০	৫১৬টি এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান
মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন	২৭৭	টি
সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	১৩০	টি
সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন	৯	টি
নতুন ট্রেন চালুকরণ	১৪২ (মিতালী এক্সপ্রেসসহ)	টি
বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণ	৪৪	টি
হুইল লেদ মেশিন স্থাপন	১	টি (ডুয়েলগেজ)
বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে লোড মনিট-রিং ডিভাইস সংগ্রহ	২	টি
রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ	৬	টি
ট্রেন ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ	২	টি
লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ	২	টি
নতুন রেলওয়ে সেকশন নির্মাণ	৪	তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু (পূর্ব): ৩৫ কিমি, পাবনা-ঢালারচর: ৭৮.৮০ কিমি , আমনুরা বাইপাস: ২ কিমি এবং কাশিয়ানি-গোবরা ৪৩.৬৮২ কিমি
বন্ধ রেলওয়ে সেকশন পুন:চালুকরণ	৪	কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া (৭৫.৫০কিমি), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর (২৫ কিমি), বিরল রাধিকাপুর (৮.৫০কিমি) এবং চিলাহাটি-চিলাহাটি বর্ডার (বাংলাদেশ অংশ) (৭ কিমি)

বাংলাদেশ রেলওয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং চ্যালেঞ্জ উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ব্রিটিশ উপনিবেশকালে ব্রিটিশ-ভারত রেলওয়ের অংশ হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারত হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বর্তমানে পরিবর্তিত ট্রাফিক প্রবাহ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী রাজধানীমূখী রেলওয়ে নেটওয়ার্ক পরিবর্তন, চট্টগ্রাম বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্ব কমানো এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বহির্ভূত জেলাসমূহকে রেলওয়ের নেটওয়ার্কভুক্ত করা সময়ের দাবী।

২. খুলনা-মংলা রেল সংযোগ, খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন, দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেল লাইন, বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি চলমান প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে রেলওয়ের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণের কার্যক্রম চলমান।

৩. বাংলাদেশ সরকার কয়েকটি মেগা প্রকল্প যেমন: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, দোহাজারী-কক্সবাজার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতু নির্মাণ এবং রামু-গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস রেলপথ, ভাঙ্গা-বরিশাল-পায়রা সমুদ্র বন্দর রেলপথ নির্মাণ, মাতারবাড়ী/সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর রেলসংযোগ, ইলেকট্রিক ট্রাকশন নির্মাণসহ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

অপারেশনাল প্রতিবন্ধকতা:

লাইন ক্যাপাসিটির সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে বিদ্যমান সিঙ্গেল রেললাইন সুষ্ঠু ট্রেন পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যা দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় লাকসাম-চিনকী আস্তানা সেকশনে নির্মিত ৬১ কিমি ডাবল লাইন এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে নির্মিত ৬৪ কিমি ডাবল লাইন রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। এডিবি, ইআইবি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় অবশিষ্ট আখাউড়া-লাকসাম সিঙ্গেল লাইন সেকশন (৭২ কিমি) ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে, যা ২০২৩ সালে শেষ হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সকল গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং সকল নতুন প্রকল্পের আওতায় ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের বিষয় বিবেচনা করে কর্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সেতু ক্যাপাসিটি'র সীমাবদ্ধতা:

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম বৃহৎ উন্নয়ন অর্জন যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল সংযোগ। কিন্তু সেতুর উপর মালামাল পরিবহনে লোড ও গতির সীমাবদ্ধতা একটি অপারেশনাল সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশ সরকার জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর ৩০০ মিটার উজানে স্বতন্ত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন বিশিষ্ট পৃথক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে সেতুর কাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া ইডিসিএফ কোরিয়া'র অর্থায়নে কর্ণফুলী নদীর ওপর রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যান চলাচলের উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতু পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

গেজ ইউনিফিকেশন প্রতিবন্ধকতা:

বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টারপ্ল্যানে গেজ ইউনিফিকেশন (ব্রডগেজ)-এর উল্লেখ রয়েছে। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে সরকার বিদ্যমান সকল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং সকল নতুন রেলপথ ডুয়েল গেজে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন আঞ্চলিক যোগাযোগ সুসংহতকরণ, অধিকতর যাত্রী সুবিধা প্রদান ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহাজারি মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তরকরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে, আখাউড়া-সিলেট সেকশনের এবং পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তরের কার্যক্রমসহ বিবিধ প্রকল্প চলমান। বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ক্রমে সকল মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরসহ নতুন রেললাইনসমূহ ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজ হিসেবে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রোলিং স্টক সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাঃ

প্রায় ৬০% লোকোমোটিভ, ৪৭% যাত্রীবাহী কোচ এবং ৬৭% ওয়াগনের অর্থনৈতিক জীবনকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা ট্রেনের সময়ানুবর্তীতাকে বিঘ্নিত করছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের জরুরী ভিত্তিতে নতুন রোলিং স্টক সংগ্রহ (ক্রয়) করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১১ সাল হতে অদ্যাবধি ৫০টি মিটারগেজ ও ৪৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ২০ সেট ডিইএমইউ, ৩০০টি মিটারগেজ ও ২২০টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী গাড়ি, ১৬৫টি ব্রডগেজ ও ৮১টি মিটারগেজ ট্যাংক ওয়াগন এবং ২৭০টি মিটারগেজ কন্টেইনার ওয়াগন, ৬টি রিলিফ ক্রেন এবং ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ করেছে। এছাড়া ৭০টি মিটারগেজ ও ২০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ৩৫০টি মিটারগেজ ও ৩০০টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী কোচ, ৫৮০টি মিটারগেজ ও ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন, ৭৫টি মিটারগেজ ও ৫০টি ব্রডগেজ লাগেজভ্যান সংগ্রহ, ২১টি লোকোমোটিভের নবরূপদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পর্যাপ্ত জনবল সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৮ সেপ্টেম্বর,২০২১ তারিখে ৪৭,৬৩৭ পদ সম্বলিত নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে মঞ্জুরীকৃত ৪৩,৬৩৭ জনবলের বিপরীতে মাত্র ২৪,৫৭৩ জন কর্মরত রয়েছেন। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে অপারেশনাল জনবল যেমন স্টেশন মাস্টার, লোকো মাস্টার (চালক), পোর্টার, লেভেল ক্রসিং গেইটম্যান ইত্যাদি জনবল সংকটে রয়েছে। ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১৩,৯৮১ জনবল নিয়োগ করা হলেও দক্ষতার সাথে দৈনন্দিন অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়েতে অধিক জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্প কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্যাডার কম্পোজিশন ও অন্যান্য দাপ্তরিক পুনর্গঠন অনুমোদন এবং অনুমোদিত কাঠামো মোতাবেক জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, তাদের কার্যসক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানের আওতায় বাংলাদেশ সরকার রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমির মানোন্নয়ন এবং অধিকতর দক্ষতাবর্ধক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে বিভিন্ন পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।

রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিবন্ধকতা:

১. আধুনিক ওয়ার্কশপ ও কারখানা স্বল্পতা: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত ওয়ার্কসপসমূহ আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন:

লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ: (১) কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা, পার্বতীপুর; (২) ডিজেল ওয়ার্কশপ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম; (৩) ডিজেল ওয়ার্কশপ, ঢাকা; এবং (৪) ডিজেল ওয়ার্কশপ, পার্বতীপুর। ক্যারেজ ও ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ: (১) ক্যারেজ ও ওয়াগন সপ, সৈয়দপুর, নীলফামারী; (২) ক্যারেজ ও ওয়াগন সপ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। সেড ও ডিপো: ১৩টি লোকোসেড এবং ২০টি ক্যারেজ ও ওয়াগন ডিপো। প্ল্যান্ট/ফ্যাক্টরী: (১) কংক্রিট স্লীপার প্ল্যান্ট, ছাতক বাজার, সিলেট (মিটারগেজ কংক্রিট স্লীপার তৈরির জন্য); (২) স্লীপার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, কাঞ্চননগর, চট্টগ্রাম (কাঠের স্লীপার ট্রিটমেন্ট করার জন্য)।

২. ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ডুয়েলগেজে রূপান্তরিত হচ্ছে বিধায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিদ্যমান ওয়ার্কশপ ও প্ল্যান্ট, নতুন লোকোসেড, ডিপো, ফুয়েলিং সুবিধা ইত্যাদি ব্রডগেজ রোলিং স্টক এর জন্য নির্মাণ করতে হবে। ব্রডগেজ ও ডুয়েলগেজ কংক্রিট স্লীপার তৈরির কারখানা, মেকানাইজড রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা বাংলাদেশ রেলওয়ের রয়েছে এবং নতুন ওয়ার্কসপ তৈরী, বিদ্যমান ওয়ার্কসপসমূহের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের বিষয়ে সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন প্রণয়নপূর্বক ও বিনিয়োগ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে গৃহীত ও সমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ

(ক) রেলপথের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট ৯২টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৮৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে চলমান রেলওয়ের গুরূত্বপূর্ণ সেকশনসমূহ ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হলে এসকল সেকশনে অধিকসংখ্যক ট্রেন পরিচালনা, সময়ানুবর্তিতা রক্ষা ও যাত্রার সময় হ্রাস করা সম্ভব হবে। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ণ রেলপথ, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের দূরত্ব ৩২১ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১১৮ কিলোমিটার ডাবল লাইন বিদ্যমান ছিল। ৩টি প্রকল্পের আওতায় অর্থাৎ লাকসাম-চিনকিআস্তানা সেকশনে ৬১ কিলোমিটার, টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ৬৪ কিলোমিটার এবং ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬কিমি ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির ফলে বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের ৩২১ কিলোমিটারের মধ্যে ২৪৯ কিলোমিটার রেলপথে ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এডিবি এবং ইআইবি'র অর্থায়নে আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ৭২ কিমি ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্পের আওতায় রেলপথ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের ৩২১ কিমি রেলপথের সমগ্র অংশেই ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। ফলে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

২. ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ রেললাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

৩. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে।

৪. যমুনা নদীর উপর বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাক সম্পন্ন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডুয়ালগেজ ডাবল লাইন বিশিষ্ট পৃথক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য "বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।

৬. "পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. ঈশ্বরদী-জয়দেবপুর সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য "বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য "জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর সেকশনে বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি চীনা সরকারের জি টু জি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে চীনা প্রতিষ্ঠান China Railway International Group Ltd (CRIG) এর সাথে নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।

৯. আখাউড়া-সিলেট সেকশন ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য "বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের

বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পটি চীনা সরকারের অর্থায়নে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চীনা সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co, Ltd (CRBG) এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম চলমান।

রেলপথ পুনর্বাসন ও নতুন রেলপথ নির্মাণ:

২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি ৬৫০.১১ কিমি নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১২৯৭.১৪ কিমি রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

রেলপথের উন্নয়নকল্পে এবং দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ চলমান রয়েছে:

১. আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০৮-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১.০৮.২০২১ তারিখে ৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬০.%।

২. ঢাকা হতে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা হতে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৭.০৯.২০২১ তারিখে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী জাজিরা প্রান্তে ভায়াডাক্ট-৩ এর ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক স্লাব এর কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৫৯.৫০%। মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে।

৩. এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের সন্নিকটস্থ গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি ১৯.০৪.২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭২.%।

৪. পায়রা সমুদ্র বন্দরকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ভাঙ্গা হতে বরিশাল হয়ে পায়রা সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব গত ০৯.১০.২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১৯.০৬.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং বিশদ ডিজাইন প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৫. ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট এর আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪%।

৬. চট্টগ্রামের জানালীহাট স্টেশন-চুয়েট-কাপ্তাই পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি জুন,২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

৭. বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩য় ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ৩০.১০.২০১৮ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং RITES Ltd. India in JV with Aarvee Associates Architects Engineers & Consultant Pvt. Ltd. এর মাঝে প্যাকেজ SD-1 এর বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪.৫০%।

৮. ফরিদপুর জেলার "মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগ্রেজ রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ২৯.০৫.২০১৮ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩৭.৫২%।

৯. ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব গত ২৭-১২-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ৩০.০৪.২০১৯ তারিখে

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ হবে।

১০. ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুতগতির রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প ১৮.০৩.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৩১.০৫.২০১৮ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১১. "দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Final Feasibility study report, Draft Detail Design report দাখিল করা হয়েছে। Final Design, Cost Estimate ও ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।

রোলিং স্টক এর সংকট নিরসনে গৃহিত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ রেলওয়েতে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের তীব্র সংকট ছিল। দীর্ঘ সময় রেলওয়েতে চাহিদা মোতাবেক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ না হওয়ায় ট্রেন পরিচালনা হুমকির সম্মুখীন হয়। গত এক দশকে দেশীয় ও বৈদেশিক অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট ১৪২টি নতুন ট্রেন চালু ও ৪৪টি বিদ্যমান ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে সংগৃহিত রোলিং স্টক সংগ্রহ ও পুনর্বাসনের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(১) ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ২০১১ সালে ৯টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।

(২) জাইকা অর্থায়নে ২০১৩ সালে ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৩) ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ, ১৬৫টি বিজি ট্যাংক ওয়াগন, ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন এবং ২২০টি এমজি কন্টেইনারবাহী ফ্ল্যাট ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৪) জিওবি অর্থায়নে ২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(৫) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৬) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৭) '৫০টি বিজি ও ৫০টি এমজি কোচ পুনর্বাসন' এবং '১০০টি এমজি কোচ পুনর্বাসন' প্রকল্পের আওতায় সকল কোচ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(৮) ভারতের উপহারস্বরূপ ১০টি বিজি লোকোমোটিভ পাওয়া গেছে।

এছাড়াও যাত্রী সাধারণের চাহিদা এবং উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন যাত্রীবাহী কোচ, লোকোমোটিভ ও অন্যান্য রোলিং স্টক সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে:

(১) পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ২০টি এবং সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট এর আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ২০২০-২১ অর্থবছরে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নের ২০টি লোকোমোটিভ ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।

(৩) ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ১৫০টি এমজি, টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪) এডিবি অর্থায়নে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, রিলিফ ক্রেন এবং লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া হতে ১০টি এমজি লোকোমোটিভ, জার্মানী হতে ০২ সেট মিটারগেজ রিলিফ ক্রেন ও ০২ সেট ব্রডগেজ রিলিফ ক্রেন এবং স্পেন হতে ০১ সেট মিটারগেজ ও ব্রডগেজ লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগৃহিত হয়েছে।

(৫) এডিবি অর্থায়নে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটারগেজ ও ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচের সবগুলো কোচই ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।

(৬) এডিবি অর্থায়নে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ৭৫টি মিটারগেজ ও ৫০টি ব্রডগেজ লাগেজ ভ্যান এবং ৫৮০টি মিটারগেজ ও ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টি বিজি লোকোমোটিভ বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।

সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন:

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনের মোট ১২৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, এর ফলে অধিকতর নিরাপত্তার সাথে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫৭৫ কি.মি. সেকেন্ডারী লাইনে অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন এবং চালুকরণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল রেলরুট অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এতে ট্রেন পরিচালনাসহ নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে, BTRC কর্তৃক প্রদত্ত NTTN লাইসেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে রেলওয়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং কপার ক্যাবলের পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন সম্ভব হয়েছে।

দেশের বন্ধ হওয়া রেললাইন চালুকরণে গৃহিত কার্যক্রম:

(১) পুনর্বাসন শেষে বন্ধ হয়ে যাওয়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন (৭৫.৫০ কি.মি.) ০২.১১.২০১৩ তারিখে, পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর সেকশন (২৫ কি.মি.) ২০.০৮.২০১৪ তারিখে, সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন (৫২.২০ কি.মি.) ২৮.০১.২০১৫ তারিখে এবং চিলাহাটি-চিলাহাটি বর্ডার (বাংলাদেশ অংশ) (৬.৭২৪ কি.মি.) ১৭.১২.২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।

(২) বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনের পুনসংযোগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশের পার্বতীপুর হতে পঞ্চগড় পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য জেডিসিএফ অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে (মোট ১৫৪.৩২ কি.মি.) ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে (মোট ১২.৭৮ কি.মি.) ব্রডগেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ২০১৭ সালে সমাপ্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর ভারত সফরকালে ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত রেল সংযোগ পুন:স্থাপিত হয়।

(৩) চিলাহাটি-হলদিবাড়ি (বাংলাদেশ-ভারত) রুটে রেল সংযোগ পুন:চালুকরণের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ রেলওয়ের ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ (জিওবি) প্রকল্পের আওতায় চিলাহাটি-চিলাহাটি বর্ডার (বাংলাদেশ অংশ) মোট ৭কিমি ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ করা হয়। গত ১৯.০৪.২০২২ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৩%।

নতুন ট্রেন চালুকরণ ও নতুন যাত্রীবাহী কোচ সংযোজন:

১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে রাজশাহী-বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন-রাজশাহী রুটে বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস নামক নতুন ট্রেন উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১

তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি চিলাহাটি-হলদীবাড়ি রুট হয়ে ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচল করছে। এছাড়া ২৭ মে, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন' উদ্বোধন করেন।

ডিজিটালাইজেশন:

(১) ট্রেনের অভিমুখ, ট্রেন ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থান, পরবর্তী স্টপেজ ইত্যাদি তথ্য মোবাইলে SMS- এর মাধ্যমে জানতে Train Tracking and Monitoring System (TTMS) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৪ মার্চ, ২০২১ তারিখ হতে BR Explorer Application এর মাধ্যমে বিনামূল্যে এই সুবিধা গ্রহণ করা যাচ্ছে।

(২) ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি ডিসপ্লে মনিটরের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে Computerized Train Information Display System প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গুরুত্বপূণ স্টেশনে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(৩) যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে "Rail Sheba" এ্যাপসের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট ক্রয়ের জন্য টিকেটিং সুবিধা চালু করা হয়েছে।

(৪) অনলাইনে টিকেটের কোটা বৃদ্ধি করে ২৫% হতে ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনের অভ্যন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হচ্ছে। ট্রেনের টয়লেটের বৈদ্যুতিক আলো, পানি, সাবান, টিস্যু পেপার ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং টয়লেটসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে। নতুন চালুকৃত "বনলতা এক্সপ্রেস" এবং "পঞ্চগড় এক্সপ্রেস" ট্রেন বায়োটয়লেট সংযুক্ত অবস্থায় চলছে এবং আগামীতে আসতে থাকা মিটারগেজ কোচগুলোতেও এর ব্যবস্থা থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্টেশনে বিশ্রামাগার ও টয়লেট সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম স্টেশনসহ মোট ৯৬টি রেল স্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য Water Aid, Bangladesh-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্টেশনে পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে।

(৫) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির সহযোগিতায় iBAS++ এর মাধ্যমে মোট ৩৩৪৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারির বেতন ইএফটি (ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার) করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ইএফটি সিস্টেমের আওতায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে নিয়ে আসা হবে।

(৬) নগদ পেমেন্ট এর পরিবর্তে ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করার লক্ষ্যে সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩,৬৯৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির বেতন ভাতা ডিসেম্বর/২০১৯ মাস হতে নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(৭) বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘদিনের প্রচলিত ক্যাশ পেমেন্ট প্রথা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং দূর-দূরান্ত হতে আগত পেনশনারদের কষ্ট ও ভোগান্তি লাঘব, পেনশনারগণ যাতে স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পেনশন নিতে পারেন তথা আধুনিক প্রযুক্তির সুফল পেনশনারদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিগত সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাস হতে পেনশন ইএফটি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪১৫৪৭ জন পেনশনারকে ইএফটি'র মাধ্যমে পেনশন পরিশোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইএফটি সিস্টেমের আওতায় সকল পেনশনারকে নিয়ে আসার কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে সময় প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকি বিবেচনা করে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৮০০০ পেনশনারকে নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে তাঁদের পেনশন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল পেনশনারগণকে ইএফটি এর আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে বর্তমানে এ কার্যক্রমটিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

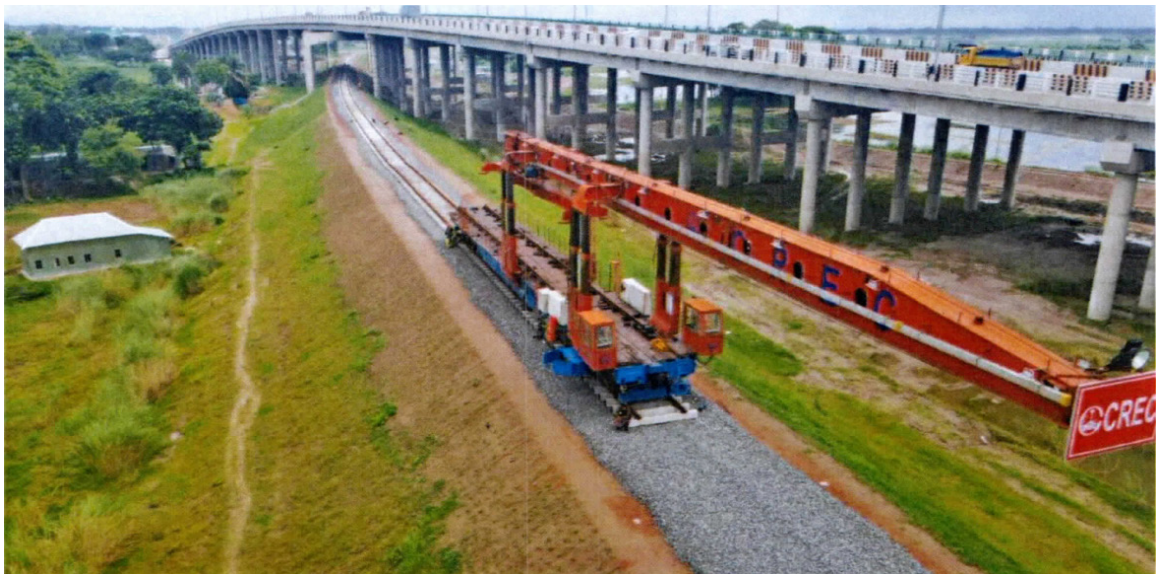

ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

পদ্মা সেতুতে সংযোজিত ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক, জাজিরা, শরীয়তপুর

সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে-দেশকে নিয়ে এমনই স্বপ্ন দেখতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই স্বপ্নদ্রষ্টার যোগ্য উত্তরসূরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। তখন লক্ষ্য ছিল অনুন্নয়ন ও ভঙ্গুর অবস্থা থেকে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনা, দারিদ্র্য মোকাবেলা, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে আসীন করা। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কর্তৃক ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করে। রূপকল্প-২০২১ এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা চলমান রাখার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের সোপানে উত্তরণ, এদেশ হতে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিতকরণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ দলিলটি সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ নকশা।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ রেলওয়ে:

রূপকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে পরস্পর সম্পৃক্ত। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৯৮ কি.মি. নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ৮৯৭ কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬ কি.মি. বিদ্যমান রেললাইন পুনর্বাসন, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন, আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কসপ নির্মাণ, ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুইপমেন্টস সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, নতুন আইসিডি নির্মাণসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান:

রেলওয়েকে একটি জনবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে মাস্টারপ্ল্যান হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত ৩০ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যানে (২০১৬-২০৪৫) ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসডিজি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে:

২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদী এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সাফল্য প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে অধিকতর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২০-২২ জুন ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন তথা Rio+20 আর্থ সামিটে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়, যা পরবর্তীতে Sustainable Development Goals (SDGs) নামে পরিচিতি লাভ করে।

০২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র কেউ পিছিয়ে থাকবে না-এ প্রত্যয় নিয়ে পরবর্তী ১৫ বছরে বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি এজেন্ডাতে সম্মত হয়। চূড়ান্ত ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডাটি জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়। এজেন্ডাটি অফিসিয়ালি Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development নামে পরিচিত। ২০৩০ সাল নাগাদ অর্জনের লক্ষ্যে এতে ১৭টি গোল এবং ১৬৯টি টার্গেট সন্নিবেশিত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগত নির্দেশনা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় বর্তমানে ১টি এসডিজি গোলের আওতায় ১টি টার্গেট এবং ২টি ইন্ডিকেটর অর্জনের নিমিত্তে কাজ করেছে এবং তদানুযায়ী প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সি আর বি, চট্টগ্রাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ রেলওয়ে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে রেলপথ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহিত প্রকল্প/পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

এক নজরে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র মোট প্রতিশ্রুতি	২৬ টি
	প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত **	১৪টি
	প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত *	১০টি
	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান	০২ টি

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত			
১.	"ঢাকাগামী ট্রেনের সঙ্গে কুড়িগ্রামের ট্রেন যোগাযোগ স্থাপন করাসহ আধুনিক রেল স্টেশন নির্মাণ।"	তারিখঃ ১৫.১০.২০১৫ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত জনসভায়।	ক্রমিক নং- ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত বর্ণিত প্রতিশ্রুতি সমূহ সম্পূর্ণরূপে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।
২.	"বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব হতে ঢাকা পর্যন্ত কমিউটার রেল সার্ভিস চালুকরণ।"	তারিখঃ ৩০.০৬.২০১২ ভূঞাপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠিত পথসভা।	
৩.	"লালমনিরহাট-বুড়িমারী রেললাইন সংস্কারকরণ।"	তারিখঃ ১৯.১০.২০১১ লালমনিরহাট জেলা সফরকালে।	
৪	"সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা।"	তারিখঃ ১২.১০.২০১১ নীলফামারী জেলা সফরকালে।	
৫	"নীলসাগর ট্রেনসহ অন্যান্য আন্তঃনগর ট্রেন চিলাহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারণ।"	তারিখঃ ১২.১০.২০১১ নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা।	

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
৬	"রাজশাহী-ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।"	তারিখঃ২৩.০৪.২০১১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে।	ক্রমিক নং- ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত বর্ণিত প্রতিশ্রুতি সমূহ সম্পূর্ণরূপে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।
৭	"সিরাজগঞ্জ শহরের রায়পুর পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ।"	তারিখঃ ০৯.০৪.২০১১ সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে।	
৮	"খুলনা রেলওয়ে স্টেশন আধুনিকায়ন করা।"	তারিখঃ ০৫.০৩.২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে।	
৯	"যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাঠি মুন্সি মেহেরুল্লাহনগর রেলস্টেশন পুনরায় চালুকরণ।	তারিখঃ ২৭.১২.২০১০ যশোর জেলা সফরকালে।	
১০	"মোহনগঞ্জ-ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু করণ।"	তারিখঃ ১৬.০২.২০১০ নেত্রকোনা জেলা সফরকালে।	

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
১১	"ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউটার রেল সার্ভিস এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু করা হবে।"	তারিখঃ ০৪.০২.২০১০ নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধনকালে।	ক্রমিক নং- ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত বর্ণিত প্রতিশ্রুতি সমূহ সম্পূর্ণরূপে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১২	"কুড়িগ্রামের বিদ্যমান রেল সংযোগকে আরো উন্নত করা হবে।"	তারিখঃ ০৭.০৯.২০১৬ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় থানাহাট এ.ইউ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'র শুভ উদ্বোধনকালে।	
১৩	"ঠাকুরগাঁও থেকে আন্তঃনগর ট্রেন চালুকরণ।"	তারিখঃ ২৯.০৩.২০১৯ ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে।	
১৪	"ঢাকা-রংপুর আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ"	তারিখঃ ০৮.০১.২০১১ রংপুর জেলা সফরকালে	

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িতঃ			
১৫	"বঙ্গবন্ধু সেতু হতে বগুড়া হয়ে রংপুর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হবে।"	তারিখঃ ১২.১১.২০১৫ বগুড়ার আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা।	বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ জেলার শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৩): ● প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭৪ কি:মি: ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত পিডিপিপি ২৪.০৮.২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। ● প্রকল্পটি ৩য় ভারতীয় এলওসি'র আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ● সমীক্ষা প্রস্তাবসহ প্রকল্পের ডিপিপি ৩০.১০.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং RITES Ltd. India in JV with Aarvee Associates Architects Engineers & Consultant Pvt. Ltd. এর মাঝে প্যাকেজ SD-1 এর বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। **● ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪.৫০%।**
১৬	"চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হতে সোনা মসজিদ স্থলবন্দর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ।"	তারিখঃ ১৬.০৫.২০১৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে।	উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে সোনা মসজিদ স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৪৫ কিমি রেল লাইন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন ও ডিপিপি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ● প্রণীত সমীক্ষা প্রস্তাব ০৬.০৩.২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। **● ইতোমধ্যে প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান TCIL-JPZBD-DMEC-JPZ-Malaysia Joint Venture এবং IWM (Institute of Water Modelling) ইতোমধ্যে Final Feasibility Study Report দাখিল করেছে।** **● ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।**

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
১৭	"ঢাকা-লালমনিরহাট ইন্টারসিটি ট্রেন বুড়িমারী পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।"	তারিখঃ ১৯.১০.২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা।	● সান্তাহার-লালমনিরহাট-বুড়িমারী স্টেশনে আন্তঃনগর করতোয়া এক্সপ্রেস চলাচল করছে। এছাড়া বুড়িমারী ও লালমনিরহাটের মধ্যে ০৬টি কমিউটার/লোকাল ট্রেন চলাচল করছে। ফলে বুড়িমারী হতে যাত্রীগণের পক্ষে ঢাকাগামী আন্তঃনগর লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ● লালমনিরহাট-ঢাকা-লালমনিরহাট রুটে আন্তঃনগর লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনটি একটি মাত্র রেক দ্বারা আসা-যাওয়ার উভয় পথে ২০ ঘন্টা ৩৫ মিনিট রানিং টাইমে ১৭টি স্টেশনে বিরতিসহ চলাচল করে। অনিবার্য কারণে ট্রেনটির অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটলে তা পূরণ করার সুযোগ থাকে না। ● তাছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়েতে কোচ ও লোকোমোটিভের সংকট রয়েছে। ● ঢাকা-লালমনিরহাট-ঢাকার মধ্যে চলাচলকারী লালমনি এক্সপ্রেস বুড়িমারী পর্যন্ত বর্ধিত করা অথবা যাত্রীবাহী কোচ স্বল্পতার জন্য ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। ● ভবিষ্যতে নতুন কোচ ও লোকোমোটিভ প্রাপ্তির পর রেকের সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্বক ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
১৮	"মংলা বন্দর সংযুক্ত রেখে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে ঢাকা-সাতক্ষীরা রেল যোগাযোগ স্থাপন।"	তারিখঃ ০৫.০৩.২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: (ক) যশোর-বেনাপোল সেকশনে অবস্থিত নাভারণ রেলওয়ে স্টেশন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ১১০ কি:মি: নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণঃ ● নাভারণ হতে সাতক্ষীরা (৪০ কি:মি:) এবং সাতক্ষীরা হতে মুন্সিগঞ্জ (৪৪ কি:মি:) পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি যথাক্রমে ১৬.০২.২০১৬ ও ২৫.০২.২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে ERD কর্তৃক অনুসন্ধান চলমান। (খ) খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (০১.১২.২০১০ হতে ৩১.১২.২০২২): ● খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কিমি ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রূপসা ব্রীজ এবং খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ যথাক্রমে ১৭.০২.২০১৬ ও ০৯.০৩.২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। ● গত ০৫.১০.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত। ● **৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪%।**

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
১৯	"ঢাকা-বাগেরহাট-মংলা রেলওয়ে সার্ভিস চালুকরণ।"	তারিখঃ ০৫.০৩.২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে।	ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে বাগেরহাট-মংলা পর্যন্ত রেল সার্ভিস চালু করার জন্য নিম্নোল্লিখিত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবেঃ
			(ক) পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৪):
			● ৩৪৯৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ০৩.০৫.২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।
			● চীন সরকারের অর্থায়নে G to G ভিত্তিতে ঢাকা হতে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে ০৮.০৮.২০১৬ তারিখে China Railway Group Ltd. কোম্পানি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে Commercial Contract স্বাক্ষরিত হয়েছে।
			● বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান।
			● ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৫৯.৫০%।
			(খ) খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (০১.১২.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০২১):
			ক্রমিক নং ১৮ (খ) এ বর্ণিত হয়েছে।
২০	"চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার হয়ে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ।"	তারিখঃ ০৮.০৯.২০১০ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:
			(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ষোলশহর-দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন কাজ সমাপ্ত হয়েছে
			দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০২৪):
			● সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে প্রকল্পের আরডিপিপি ১৯-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।
			● প্রকল্পের আওতায় দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিমি রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ১৬.০৯.২০১৭ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে।
			● ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭২%।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২১	"ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।"	তারিখঃ ০৮.০৯.২০১০ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরুপঃ
			(ক) লাকসাম এবং চিনকি আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে লাকসাম চিনকি আস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
			(খ) সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
			(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
			(ঘ) চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
			(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৩): ● এলওসি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ১৪-১০-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান। ● ৩০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৫.৭৫% ।বনানী থেকে কমলাপুর পর্যন্ত এ প্রকল্পের সাইট ব্যবহার করে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এক্সপ্রেসওয়ের পিয়ার ও ক্রস গার্ডার স্থাপনের পর বিবিএ সাইট ক্লিয়ার করতে পারবে এবং তখন রেলওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। এ অংশের কাজ শুরু করার পর থেকে কাজ সমাপ্ত করতে প্রায় ১৮ মাস সময় লাগবে। জানা যায় যে, কমলাপুর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ জুন ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। **● ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৩.২৫%।**
			চ) আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্প (০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৩): ● এডিবি এবং ইআইবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি ২৩.১২.২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ● প্রকল্পের আওতায় ৭২ কিমি ট্র্যাক নির্মাণের জন্য ১৫.০৬.২০১৬ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান। **● ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৪%।**

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২২	"কালুরঘাটে নতুন কর্ণফুলী রেল- কাম-সড়ক সেতু নির্মাণ।"	তারিখঃ ০৮.০৯.২০১০ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	● প্রকল্পটি অর্থায়নের লক্ষ্যে ইডিসিএফ, দক্ষিন কোরিয়া, হতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ● ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কর্ণফুলী নদীর উপর কালুরঘাটে দ্বিতীয় রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছিল। ● প্রকল্পের পিডিপিপি ১০.০৬.২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Feasibility Study Report প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।
২৩	"মাগুরা জেলায় রেল সংযোগ স্থাপন"।	-	মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২২): ● সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ফরিদপুরের মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত প্রায় ২৩.৯০ কিমি ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ● প্রকল্পটি ২৯.০৫.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● প্যাকেজ WD-1: (ট্র্যাক নির্মাণ) এর বিপরীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও CREC-CCCL JV. এবং প্যাকেজ WD-2: (সেতু নির্মাণ) এর বিপরীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও CRCC-MAHL JV. এর মাঝে গত ২৩ মে, ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ● ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ● ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩৭.৫২%।
২৪	"পণ্য আমদানী-রপ্তানী ও জনপরিবহন সহজতর করার লক্ষ্যে যশোর থেকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন।"	তারিখঃ ২৩.০৭.২০১০ সাতক্ষীরা জেলা সফরকালে।	● যশোর থেকে নাভারণ পর্যন্ত রেল লাইন বিদ্যমান আছে। নাভারণ থেকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে "নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের সমীক্ষা" প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ● প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাভারণ হতে সাতক্ষীরা (৪০ কি:মি:) এবং সাতক্ষীরা হতে মুন্সিগঞ্জ (৪৪ কি:মি:) পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি যথাক্রমে ১৬.০২.২০১৬ ও ২৫.০২.২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে ERD কর্তৃক অনুসন্ধান চলমান।

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ, কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২৫	"উত্তরা ইপিজেডে রেলওয়ে লাইন সংযোগ প্রদান।"	তারিখঃ ১২.১০.২০১১ নীলফামারী জেলা সফরকালে।	● উত্তরা ইপিজেডে রেলওয়ে সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে "উত্তরা ইপিজেড এর সঙ্গে রেল সংযোগ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৬.০৬.২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। অপ্রতুল এমটিবিএফ বরাদ্দ বিবেচনায় প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ যৌক্তিক হবে না বলে পরিকল্পনা কমিশন হতে জানানো হয়। ● কন্টেইনার হ্যান্ডলিং অবকাঠামোসহ খয়রাতনগর স্টেশনকে 'বি' ক্লাশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই ও খসড়া নকশা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং উত্তরা ইপিজেড কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ● বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।
২৬	"চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর রেল যোগাযোগ স্থাপন করা।"	তারিখঃ ১৭.০৪.২০১১ মেহেরপুর জেলা সফরকালে।	● প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রায় ৫২ কি:মি: নতুন রেললাইন নির্মাণের জন্য "দর্শনা হতে মুজিবনগর হয়ে ডামুরহুদা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২০.০৫.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং ২৯.০৫.২০১৬ তারিখে পিইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে তার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● উল্লেখ্য, বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রণীত পিডিপিপি ২১.০১.২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● বাংলাদেশ রেলওয়ের "দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন" প্রকল্পটি ১৬.০৯.২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Final Feasibility study report, Draft Detail Design report দাখিল করা হয়েছে। Final Design, Cost Estimate ও ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

বাংলাদেশ রেলওয়ে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহিত প্রকল্প/পদক্ষেপ-সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৩ অক্টোবর'২০১৪ তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

এক নজরে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র মোট নির্দেশনা	৩১ টি
	নির্দেশনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত **	১১ টি
	নির্দেশনা আংশিক বাস্তবায়িত *	১৮ টি
	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান	০২ টি

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
নির্দেশনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত		
১.	পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য অনতিবিলম্বে ডিপিপি তৈরি করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৪): ● প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২২.০৫.২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। ● ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত ঋণচুক্তি সম্পাদিত হয়। মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে।
২.	ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-কুমিল্লা, ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-জামালপুর সেকশন সমূহে কমিউটার ট্রেন চালু করতে হবে যাতে এ সকল এলাকার লোকজন প্রত্যেক দিন ঢাকায় এসে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।	● যাত্রী সাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার মোট ১৪২ টি নতুন ট্রেন চালু এবং ৪৪টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউটার ট্রেন রয়েছে।
৩.	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রিফুয়েলিং এর সুবিধা প্রবর্তন করতে হবে এবং রেলওয়ের মাধ্যমে জেট ফুয়েল সিলেটে পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে রেল ব্রীজ মেরামত/নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে।	● এভিয়েশন ফুয়েল (জেটফুয়েল) পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ৮১টি মিটারগেজ ওয়াগন ক্রয় করে। কিন্তু বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক এই সময়ে জেটফুয়েল পরিবহনের চাহিদা না থাকায় ৫৪টি ট্যাংক ওয়াগন দ্বারা অন্যান্য জ্বালানী(ডিজেল) পরিবহন করা হচ্ছে। ● বিপিসি'র অনুরোধক্রমে অবশিষ্ট ২৭টি ওয়াগন জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য রাখা আছে। ● প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে।	● বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্ট-এর প্রয়োজনীয় তহবিল গঠনের প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে কল্যান ট্রাস্ট-এর Assest & Liabilities এর হিসেব চাওয়া হয় যা প্রেরণ করা হয়েছে। ● এছাড়া, বগুড়া শহরে বাণিজ্যিক স্থাপনা (মার্কেট/দোকান) নির্মাণের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট-এর অনুকূলে রেলওয়ের জমি (১৯৫১৩৭ বর্গফুট) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ● উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতায় কর্মচারীদের সন্তানের লেখাপড়া, মৃত কর্মচারীর দাফন/সৎকার, চিকিৎসা, চশমা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
৫	ভবিষ্যতে সকল ধরনের রেলওয়ে ট্র্যাক ডুয়েলগেজ/ ব্রডগেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করতে হবে।	● ভবিষ্যতে সকল রেললাইন ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:
		৫.১ আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। অনুচ্ছেদ ১৫.১ এ বর্ণিত হয়েছে।
		৫.২ দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু হয়ে মিয়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ। অনুচ্ছেদ ১১.৩ এ বর্ণিত হয়েছে।
		৫.৩ বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাক রেল সেতু নির্মাণ। অনুচ্ছেদ ১৩ এ বর্ণিত হয়েছে।
		৫.৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন। অনুচ্ছেদ ২০.৩ এ বর্ণিত হয়েছে।
		৫.৫ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০২৩): ● ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ সিংগেল লাইনের সমান্তরালে ১৬.১০ কিমি ডুয়েলগেজ নতুন একটি রেল লাইন নির্মাণ কাজ জাপান সরকারের Debt Relief Grant Assisstance-Counter Part Fund (DRGA-CF) অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ● ৩৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০-০১-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● ট্র্যাক নির্মাণের নিমিত্ত ১৯-০৬-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান। **● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮১.৯০%।**
৬	রেলওয়ে এ্যাক্ট ও মোবাইল কোর্ট অর্ডিন্যান্স' ২০০৯ পরীক্ষা করে রেলওয়ের ট্রাফিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	● বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য কয়েক দফায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জানানো হয়েছে যে, বিদ্যমান মোবাইল কোর্ট অর্ডিন্যান্স' ২০০৯ মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিত অন্য কোন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানো হয়েছে। ● বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিভিশনাল প্রধান 'বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার'গণের নির্দেশনানুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রদান করে। এর প্রেক্ষিতে বর্তমানে ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ০৪ জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা হিসেবে ০২ জন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
৭	ভবিষ্যতে রেললাইন নির্মাণের জন্য এমনভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে যাতে পরবর্তীতে ডাবল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পুনরায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন না হয়।	● নতুন রেললাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান রেখে ভূমি অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ● উল্লেখ্য, দোহাজারী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ, পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ডাবল লাইনের সংস্থান রাখা হয়েছে।
৮	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ে যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য এতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	● বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলমান। এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৯৮ কিমি নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৮৯৭ কিমি ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬ কিমি বিদ্যমান রেললাইন পুনর্বাসন, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন, আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুইপমেন্টস সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, নতুন আইসিডি নির্মাণসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৯	রেলওয়ের উন্নয়নে যথাযথ বাজেট প্রণয়ন করে অর্থমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	প্রতি অর্থবছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করে অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়।
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো তৈরী করতে হবে।	● মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ৪৭,৬৩৭টি পদ সংবলিত সংশোধিত জনবল কাঠামোর অনুমোদন প্রদান করেছেন। গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে উক্ত জনবল কাঠামোর পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● গত ১১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পৃষ্ঠাঙ্কন সম্পন্ন হয়েছে। ● বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের বিভিন্ন পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
১১	বাহাদুরাবাদ ঘাট-বালাশীর মধ্যে মাল্টিপারপাস টানেল নির্মাণ করতে হবে যাতে গাইবান্ধা ও জামালপুরসহ উভয় অঞ্চলেরমধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।	● ২২-১০-২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
আংশিক বাস্তবায়িত নির্দেশনা সমূহঃ		
১২	দেশের সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে।	বর্তমানে ৪৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। ● বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নতুন ০৬ (ছয়) টি জেলা (কক্সবাজার, নড়াইল, মুন্সীগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাগুরা ও বাগেরহাট) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। ● বর্তমানে যে সকল প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে সে সকল প্রকল্পের আওতায় রেলপথ নির্মিত হলে আরও ০৯ (নয়)টি জেলা (সাতক্ষীরা, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ ও মেহেরপুর) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। ● বাংলাদেশ রেলওয়ে বিদ্যমান মাস্টারপ্ল্যান সম্প্রতি হালনাগাদ করা হয়েছে, যার মেয়াদ ধরা হয়েছে ৩০ বছর (২০১৬-২০৪৫)। মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের পর লক্ষ্মীপুর, শেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি-এ ৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।
১৩	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান ২টি অঞ্চলকে ৪টি অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে।	● বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যুগ্ম-সচিব (ভূমি), যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিকাল), পরিচালক (সংস্থাপন) এবং পরিচালক (প্রকৌশল) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ● বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্ণিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক ১০-০৯-২০১৫ তারিখে বিদ্যমান দুইটি অঞ্চল বহাল রেখে বর্তমান ৪টি অপারেটিং বিভাগের সাথে অতিরিক্ত দুইটি অপারেটিং বিভাগ (ময়মনসিংহ ও খুলনা) সৃষ্টির প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ২৮-১১-২০১৫ তারিখে বিদ্যমান ২টি অঞ্চলের স্থলে ৪টি অঞ্চল এবং ৪টি অপারেটিং বিভাগের স্থলে ৮টি অপারেটিং বিভাগ সৃষ্টির সংশোধিত প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ● উল্লেখ্য, নতুন অঞ্চল ও বিভাগ সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে ১১-১২-২০১৬ তারিখে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অঞ্চল ও বিভাগ বিন্যাসসহ ভৌগোলিক সীমানা, জনবল, আর্থিক সংশ্লেষ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ● কমিটি ইতোমধ্যে প্রতিবেদন পেশ করেছে। প্রতিবেদনের উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, যা পর্যালোচনা পূর্বক মতামত ১৩.০৮.২০১৮ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ● পরবর্তীকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১০.১২.২০১৮ এবং ১৪.০২.২০১৯ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
১৪	বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেলসেতু নির্মাণ করতে হবে।	● বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেলসেতু নির্মাণের লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ" প্রকল্পটি ০৬-১২-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ০১-০৭-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০২৩ পর্যন্ত। ● প্রকল্পটি JICA অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাইকার সাথে ২৯-০৬-২০১৬ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● প্রকল্পের জন্য সেতু বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ ৩০-০৩-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ● গত ২৯.১১.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪২%।
১৫	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়েতে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের তীব্র সংকট রয়েছে। অধিকাংশ লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে অদ্যাবধি: ● মোট ৯৬টি (৫০টি এমজি ও ৪৬টি বিজি) লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৯০টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। ● ৫০০টি (২১০টি বিজি ও ২৯০টি এমজি) যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪৫০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। ● ৫১৬টি ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১০০০টি ওয়াগন ও ১২৫টি লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
১৬	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ
		১৬.১ আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্প (০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৩): ● এডিবি এবং ইআইবি'র অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি ২৩-১২-২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ● প্রকল্পের আওতায় ৭২ কিমি ট্র্যাক নির্মাণের জন্য ১৫-০৬-২০১৬ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান। ● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৪%।
		(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৩): ২৪.০৭.২০১৮ তারিখে রেল ট্র্যাক নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৮.০৯.২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ভৌত কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ● বনানী থেকে কমলাপুর পর্যন্ত এ প্রকল্পের সাইট ব্যবহার করে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এক্সপ্রেসওয়ের পিয়ার ও ক্রস গার্ডার স্থাপনের পর বিবিএ সাইট ক্লিয়ার করতে পারবে এবং তখন রেলওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। এ অংশের কাজ শুরু করার পর থেকে কাজ সমাপ্ত করতে প্রায় ১৮ মাস সময় লাগবে। জানা যায় যে, কমলাপুর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ জুন ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। **● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৩.২৫%।**
		১৬.৩.এডিবি অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের অবশিষ্ট অংশ ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য "ঢাকা-চট্টগ্রাম- ● কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরি সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ● উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ওপর ২৩-০৭-২০১৫ তারিখে বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত টিএপিপি ২২-০৯-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। ● প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরামর্শক ইতোমধ্যে মোট ৮টি কম্পোনেন্টের সবগুলোরই চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা দাখিল করেছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
১৭	রেলওয়ের জমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।প্রয়োজনে উচ্ছেদের পর রেলওয়ের ভূমি ফেন্সিং বা কাটাতারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।	● উচ্ছেদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার আওতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ● ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বর্তমানে উচ্ছেদকৃত জমির বিষয়ে প্রতি মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। ● উচ্ছেদকৃত রেলওয়ে ভূমি যাতে আবার বেদখল না হয় সে লক্ষ্যে ফেন্সিং ও আনসার নিয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ● এছাড়াও মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ৬০টি স্টেশনে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এক্সেস কন্ট্রোল ফেন্সিং নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।
১৮	রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ে পুলিশকে শক্তিশালী করতে হবে।বিমান বন্দরের ন্যায় আধুনিক প্রযুক্তিতে মালামাল ও যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	রেলওয়ে নিরাপত্তাবাহিনী (RNB) ও সরকারী রেলওয়ে পুলিশ (GRP) কে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশের জন্য দুটি নতুন জেলা সৃষ্টিসহ একটি নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ● উল্লেখ্য যে, ০২-০২-২০১৬ তারিখে ১০ম জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশনে 'রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন-২০১৬' পাশ করা হয়েছে। ● যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ৯৬টি স্টেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস ভবন সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।
১৯	যাত্রীবাহী ট্রেনের সাথে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করতে হবে যাতে লোকজন ট্রেনে চলাচলের সময় সহজেই প্রয়োজনীয় পণ্য-মালামাল পরিবহণ করতে পারেন।	● বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃনগর, মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত আছে। ভবিষ্যতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করা হবে। ● "রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ)" প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য আরও ৭৫টি মিটারগেজ এবং ৫০টি ব্রডগেজ লাগেজ ভ্যান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২০	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য ফরিদপুর অঞ্চলে (বিশেষ করে ফরিদপুর বা রাজবাড়িতে) একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ করতে হবে।	● রাজবাড়ীতে একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা পাওয়া গেছে। ● "ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ রাজবাড়ীতে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের পিডিপিপি ০২.০৩.২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। ● রাজবাড়ীতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা নির্মাণের জন্য বিশদ নকশা ও দরপত্র দলিল তৈরীসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২১	দেশের বন্ধ হওয়া সকল রেললাইন পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।	দেশের বন্ধ হওয়া রেললাইন চালুকরণে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
		২১.১ পুনর্বাসন শেষে বন্ধ হয়ে যাওয়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন (৭৫.৫০ কি:মি:) ০২-১১-২০১৩ তারিখে এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন (৫২.২০ কি:মি:) ২৮-০১-২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।
		২১.২ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশের পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য জেডিসিএফ অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১০৫০.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। ● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ০৮ এপ্রিল ২০১৭ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত রেল সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।
		২১.৩ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২২): ● ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ● প্রকল্পটির সংশোধিত ২৬-০৫-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **● প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।** **● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৫.৪১%।**
		২১.৪ ফেনী-বিলোনিয়া সেকশনে Techno-Economical Survey করার জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে Final Survey রিপোর্ট পাওয়া গেছে। প্রকল্প অর্থায়ন নিশ্চিত না হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২২	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম করিডোরে একটি হাইস্পিড ট্রেন (বুলেট ট্রেন) চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুত গতির রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন প্রকল্পের পিডিপিপি গত ১৯-০৩-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করে।পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পিডিপিপি ২৩-০৩-২০১৫ তারিখে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের সমীক্ষা প্রস্তাব ১৮-০৩-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। বিশদ নকশাসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১১.১১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, Financial Internal Rate of Return (FIRR) ৫.৯৬% এবং Economic Internal Rate of Return (EIRR) ১৫.০৯% নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী সংস্থা যেমন: World Bank, ADB, JICA ইত্যাদি হতে নমনীয় ঋণ গ্রহণ অথবা উন্নয়ন সহযোগী কোন দেশের সাথে জিটুজি ভিত্তিতে নমনীয় ঋণের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরের এ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে মর্মে পরামর্শক কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ● প্রকল্পের পিডিপিপি গত ০৬.১০.২০২১ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পিডিপিপির উপর গত ২১.০৩.২০২২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
২৩	দেশের বিদ্যমান রেলওয়ে কারখানা গুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে লোকোমোটিভ ও কোচ নির্মাণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদ্যমান কারখানা সমূহ আধুনিকায়ন এবং নতুন ওয়ার্কসপ নির্মাণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ
		২৩.১ মডার্নাইজেশন অব সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ প্রকল্প: ● প্রকল্পটি জেডিসিএফ (জিওবি) অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ● প্রকল্পের আওতায় বৃটিশ-ভারতীয় আমলে নির্মিত উক্ত ওয়ার্কসপের শপ ভবন সমূহের ব্যাপক সংস্কার এবং রেলওয়ে ট্র্যাকসমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৩ আইটেম ইলেকট্রিক্যাল প্ল্যান্টস, মেশিনারি ও ইক্যুপমেন্টস এবং ৪২ আইটেম মেকানিক্যাল প্ল্যান্টস ও মেশিনারি সংগ্রহ এবং কমিশনিং করা হয়েছে।
		২৩.২ পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ আধুনিকায়ন প্রকল্প: ● প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
		২৩.৩ সমীক্ষাসহ সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার মধ্যে নতুন একটি ক্যারেজ কারখানা নির্মাণ: দ্বিতীয় ভারতীয় LOC এর আওতায় সৈয়দপুরে একটি যাত্রীবাহী কোচ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে প্রেরিত ডিপিআর Exim Bank, India কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● গত ২০.০২.২০২২ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত PFS রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২৪	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ করতে হবে।	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০২৪): ● সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে প্রকল্পের আরডিপিপি ১৯-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ● প্রকল্পের আওতায় দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিমি রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ১৬.০৯.২০১৭ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে। **● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭২%।**
২৫	প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল ও মিয়ানমার এর সাথে রেল যোগাযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে সুবিধাজনক ও কার্যকরী রেলওয়ে লিংক তৈরী করতে হবে।	২৫.১ বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের নিম্ন লিখিত ৩টি রুট অন্তর্ভুক্ত আছে: টার-রুট ১: গেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধুসেতু-জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার। সাব-টঙ্গী-ঢাকা।সাবরুট আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর। টার রুট ২: সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট-সাবরুট। টার-রুট ৩: রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট-সাবরুট। **বাংলদেশ রেলওয়ে নতুন একটি টার রুট প্রস্তাব করে। প্রস্তাবকৃত নতুন টার রুটটি হচ্ছেঃ** **টার রুট ৪: পেট্রাপোল (ভারত)- বেনাপোল- যশোর- নড়াইল- ভাঙ্গা- মাওয়া- নারায়ণগঞ্জ- ঢাকা- টঙ্গী এবং এরপর টার-রুট ১ এর এর অবশিষ্ট রুট-সাবরুট।** ২৫.২ দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পটি অনুচ্ছেদ ২৪ এ বর্ণিত হয়েছে। ২৫.৩ ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পটি অনুচ্ছেদ ২১.৩ এ বর্ণিত হয়েছে। ২৫.৪ **"আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ"** প্রকল্প (০১-০৭-২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২২): ● প্রকল্পের অনুকূলে অর্থায়নে ভারত সরকারের সম্মতি পাওয়া গেছে। ● প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি ১৬-০৮-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। ● রেল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ২১.০৫.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। **● ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।** **● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬০%।**

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২৬	ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া সকল রেল সংযোগ পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	পূর্বে শাহবাজপুর-মহিশাসন,চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগ চালু থাকলেও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। উক্ত রেলসংযোগ সমূহ পুনরায় চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ
		২৬.১ ভারতের সাথে রেলসংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২৩): ● চিলাহাটি-হলদিবাড়ী (ভারত) রেল সংযোগ ১৯৬৫ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। ● বর্ণিত চিলাহাটি-হলদিবাড়ী (ভারত) রেল সংযোগ পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে জিওবি অর্থায়নে চিলাহাটি-চিলাহাটি বর্ডার পর্যন্ত ৭ কি:মি: ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ১৮.০৯.২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি "মিতালী এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি চিলাহাটি-হলদীবাড়ী রুট হয়ে ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচল করছে। ● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৩%।
		২৬.২ বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর প্রকল্প (০১.০২.২০০৯হতে৩০.০৬.২০১৭): ● অনুচ্ছেদ ২১.২ এ বর্ণিত হয়েছে।
		২৬.৩ ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পঃ ● অনুচ্ছেদ ২১.৩ এ বর্ণিত হয়েছে।
		২৬.৪ ফেনী-বিলোনিয়া রেললাইন সংস্কার ও পুনর্বাসন প্রকল্পঃ ● অনুচ্ছেদ ২১.৪ এ বর্ণিত হয়েছে।
২৭	ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ রেলওয়ে হাসপাতালকে একটি আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করতে হবে। এতে রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে।তাছাড়া হাসপাতাল ও কলেজ হতে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে ব্যয় হবে।	● ১৪.০৮.২০১৩ তারিখে CCEA'র অনুমোদন পাওয়া যায়। ● গত ২৮-০৫-২০১৮ তারিখে Transaction Advisor (TA) হিসেবে (Power water house Coopers Ltd) (PwC), India এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● গত ৩১-০৮-২০২০ তারিখে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হয়। ● বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
২৮	ঢাকার চতুর্পার্শ্বে সার্কুলার ট্রেন চালু করতে হবে।	ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (০১-০১-২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২১): ● সমীক্ষা প্রস্তাব গত ২৭-১২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● পরামর্শক নিয়োগের জন্য ৩০.০৪.২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ● প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে CCEA হতে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। ● ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পটি কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোরিয়া ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাচার এন্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (KIND) জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নে সম্মত হয়। ● আগস্ট ২০২১ হতে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের পক্ষ হতে প্রকল্পটির সম্ভ্যব্যতা সমীক্ষা শুরু করেছে। উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার Initial Findings এর উপর বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপস্থিতিতে গত ২৫.০৭.২০২২ তারিখে একটি Presentation হয়েছে। রেলওয়ের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। ● Transaction Advisor নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
নির্দেশনা বাস্তবায়নে চলমান কার্যক্রমসমূহ:		
২৯	পায়রা ও মংলা সমুদ্র বন্দরের সাথে সরাসরি রেললিংক স্থাপন করতে হবে।	● মংলা বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন করতে খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন (এলওসি) এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ● খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কিমি ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রূপসা ব্রীজ এবং খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ যথাক্রমে ১৭.০২.২০১৬ ও ০৯.০৩.২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। ● গত ০৫.১০.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত। **● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪%।** ● পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগের জন্য ভাঙ্গা হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব ০৯-১০-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। ● উল্লেখ্য, প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত ১৯.০৬.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং Detail Design দাখিল হয়েছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
৩০	ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহযোগিতার বিষয়টি পৃথকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	● ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অবকাঠামো)/ বাংলাদেশ রেলওয়ে, যুগ্মসচিব (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), প্রধান প্রকৌশলী (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী/ট্র্যাক/পূর্ব (বাংলাদেশ রেলওয়ে), পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)/ র‍্যাব সদর দপ্তর, ঢাকা এবং অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব)/ ঢাকা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ● উক্ত কমিটি কর্তৃক ৩০-১০-২০১৪ তারিখে ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ● প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ লাইন নির্মাণের কাজ এবং জেট ফুয়েল সাইডিং নির্মাণের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। ● ভারতীয় LOC অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের "ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্টেশন ভবন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম scope রয়েছে। তবে ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনে বর্তমান এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শীঘ্রই আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বড় স্টেশন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গত ২৭.১১.২০২১ তারিখে ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনের ভবিষ্যৎ স্টেশন ভবন ও ইয়ার্ডপ্ল্যান বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ● ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ইন্টার সেকশন ঘিরে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো রেল, ৩য় টার্মিনালসহ সাতটি মেগা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বেবিচক, ডিএমটিসিএল, সড়ক বিভাগসহ সরকারের কয়েকটি সংস্থা। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পর বিভিন্ন Transport Mode এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরে একটি Multi-modal Transport Hub নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।
৩১	রেলওয়ের আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য রেখে অবশিষ্ট অংশ সরকারের খাতে জমা দেয়ার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বা অনুশাসন এর আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ বা কর্মকান্ডের বিষয়ে গত ০৮-০৩-২০১৫ তারিখে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বর্ণিত নির্দেশনার জন্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ ● "বর্তমানে Operating Ratio ১ এর উর্ধ্বে। Operating Ratio কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নিচে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথমন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

এক নজরে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র মোট নির্দেশনা	০৫ টি
	নির্দেশনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত **	০১ টি
	নির্দেশনা আংশিক বাস্তবায়িত *	০৪ টি

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত নির্দেশনা সমূহ		
১	ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যে রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে তার এলাইনমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখাতে হবে।	● ২০১৪ সালের মে মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সমগ্র এলাইনমেন্টের ম্যাপ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান এলাইনমেন্টটি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী নকশা চূড়ান্ত করা হয়। ● ১৩-০৩-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়। তদানুযায়ী ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এলাইনমেন্ট এর ম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির এলাইনমেন্ট পর্যালোচনা করে পুনরায় অনুমোদন করেন।
আংশিক বাস্তবায়িত নির্দেশনা সমূহ		
২	দেশের সকল বন্ধ রেলস্টেশন আগামী ০১ (এক) বছরের মধ্যে চালু করতে হবে।	● লোকবল স্বল্পতার কারণে আরও ১১৪টি রেলস্টেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ আছে। ● রেলস্টেশনের কার্যক্রম পরিচালনা সংশ্লিষ্ট পদে লোকবল যেমন- সহকারী স্টেশন মাস্টার, টিকেট কালেক্টর, গুডস ও পার্শ্বেল সহকারী, পোর্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করে অবশিষ্ট বন্ধ রেলস্টেশনসমূহ চালু করা হবে। **● বর্তমানে মোট ৪৮৩টি স্টেশনের মধ্যে ৩৬৯টি স্টেশন চালু আছে।**
৩	ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সকল রেলক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে।	● নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে চলমান ও নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলক্রসিং এ ওভারপাসের সংস্থান রাখা হয়েছে।

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
৪	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন	● ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ৪.১ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প: ● এলওসি অর্থায়নে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ১৪-১০-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● রেলট্র্যাক নির্মাণের জন্য ২৪.০৭.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৩.২৫%। ৪.২ "ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। ৪.৩ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ: ● প্রকল্পের আওতায় নতুন ১৬.১০ কিমি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ কাজ জাপান সরকারের Debt Relief Grant Assisstance-Counter Part Fund (DRGA-CF) অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ● বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ২০-০১-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● ট্র্যাক নির্মাণের নিমিত্ত ১৯-০৬-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ চলমান রয়েছে। ● ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮১.৯০%। ৪.৪ নারায়ণগঞ্জ-জয়দেবপুর সেকশনে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (০১.০৪.২০১৬ হতে ৩০.০৯.২০১৮): ● জিওবি অর্থায়নে ৮.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● পরামর্শক ১৮.০৯.২০১৮ তারিখে Final Report দাখিল করেছে। ● প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। ৪.৫ "ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুকরণ" ● বিষয়টি ক্রমিক নং-৫ এ বর্ণিত হয়েছে। ৪.৬ ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (০১.০১.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২১): ● গত ২৭-১২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● পরামর্শক নিয়োগের জন্য ৩০.০৪.২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ● প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ● প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে CCEA হতে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। ● ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পটি কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোরিয়া ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাচার এন্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (KIND) জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নে সম্মত হয়। **● আগস্ট ২০২১ হতে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের পক্ষ হতে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু করেছে। উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার Initial Findings এর উপর বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপস্থিতিতে গত ২৫.০৭.২০২২ তারিখে একটি Presentation হয়েছে। রেলওয়ের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান।** **● Transaction Advisor নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।**

ক্র:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহিত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
৫	পর্যায়ক্রমে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুর অংশ হিসেবে গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রথম চালু করতে হবে।	● গত ১৩.০৩.২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা "পর্যায়ক্রমে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুর অংশ হিসেবে গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রথম চালু করতে হবে" এর আলোকে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে ২৫-০৭-২০১৬ তারিখে উক্ত প্রকল্পের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারায়ণগঞ্জ হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরিবর্তে 'নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে জয়দেবপুর পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটিনারী ও সাব-স্টেশন নির্মাণসহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **● "ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটিনারী ও সাব-স্টেশন) প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" প্রকল্পটি গত ১২.১০.২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১.১১.২০২১ হতে ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত।** **● বর্তমানে পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।**

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ রেলওয়ে সাসেক রেল যোগাযোগ বিনিয়োগ কার্যক্রমের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদ করা হয়েছে যা সরকার কর্তৃক ২৯.০১.২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ০৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যানের আওতায় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:

১) বিদ্যমান হার্ডিঞ্জ ব্রীজের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রীজ নির্মাণ।
২) নারায়ণগঞ্জ থেকে লাকসাম/কুমিল্লা পর্যন্ত কর্ডলাইন নির্মাণ।
৩) কর্ণফুলী নদীর ওপর রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণ।
৪) পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা রেলপথ নির্মাণ।
৫) ভাঙ্গা-বরিশাল-পায়রা রেলপথ নির্মাণ।
৬) আব্দুলপুর-রাজশাহী সেকশন এবং আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ।
৭) সান্তাহার-বগুড়া-কাউনিয়া-লালমনিরহাট সেকশনে ডুয়েলগেজে ডাবল লাইন নির্মাণ।
৮) তিস্তা নদীর ওপর নতুন রেলসেতু নির্মাণ।
৯) ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি নির্মাণসহ নতুন রেল সংযোগ স্থাপন।
১০) নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন নির্মাণ।
১১) চকরিয়া-মহেশখালী এবং মাতারবাড়ীতে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে নতুন রেল সংযোগ স্থাপন।
১২) দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ।
১৩) ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুতগতির রেলপথ নির্মাণ।
১৪) ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ।
১৫) সুনামগঞ্জ জেলায় রেল সংযোগ স্থাপন।
১৬) চট্টগ্রামের জানালীহাট স্টেশন-চুয়েট-কাপ্তাই পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ।
১৭) নাজিরহাট-খাগড়াছড়ি নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ।
১৮) দোহাজারী-বান্দরবান নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ।
১৯) হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ।
২০) ঢাকা-জয়দেবপুর-ধামরাই-মানিকগঞ্জ-পাটুরিয়া নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ।
২১) ভৈরববাজার বাইপাস নির্মাণ।
২২) জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেলসংযোগ স্থাপন।
২৩) মিরসরাই-ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেল সংযোগ স্থাপন।
২৪) রাজবাড়ীতে একটি ক্যারেজ ওয়ার্কশপ নির্মাণ।
২৫) পাহাড়তলী ও সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ আধুনিকায়ন।
২৬) গাজীপুরের দাড়িপাড়ায় বিজি ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ নির্মাণ।
২৭) বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬০টি ব্রডগেজ কোচ সংগ্রহ।
২৮) বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৫৪টি টুরিস্ট কার সংগ্রহ।
২৯) বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪৬টি বিজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
৩০) বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৯০টি ওয়াগন ও ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ।
৩১) বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য হুইল লেদ মেশিন ও রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ।
৩২) যশোর-মাগুরা-শ্রীপুর লাঙ্গলবান্ধা-পাংশা নতুন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ।

উপসংহার:

বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ে সেক্টর অবহেলিত ছিল। নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশ-বান্ধব হওয়ায় রেলওয়ের জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি জনগণের মাঝে রেলভ্রমণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি শক্তিশালী পরিবহন নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর এবং এ লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত চলমান উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৪০টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে উক্ত অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (আরএডিপি) ১২৫৭৫.৯০ কোটি টাকা (জিওবি: ৩৫৩৩৩৯ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৯০৪২৫১ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নিম্নে ছকের মাধ্যমে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
১	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) চায়না ৩০.০৬.২০২৪	৩৯২৪৬৭৯.৯৮	৩০ জুন/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৫৯.৫০% (১৭%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১৬৯ কিমি ব্রড গেজ ও ৩ কিমি ডুয়েলগেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রেল যোগাযোগে দূরত্ব ও সময় দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও নড়াইল জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ করা হবে এবং এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
২	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (এডিবি), ৩০.০৬.২০২৪	১৮০৩৪৪৭.৫০	৩০ জুন/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭২% (১২%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১২৯.৫৮ কিমি ডুয়েল গেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে। এতে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার জেলার সাথে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপিত হবে অর্থাৎ কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত হবে।
৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু (জাইকা) ৩১.১২.২০২৫	১৬৭৮০৯৫.৫৩	৩০ জুন/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪২% (০৯%)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেতুর সমান্তরালে একটি পৃথক রেলসেতু নির্মিত হবে। এ রেল সেতু ব্যবহার করে আরও অধিক সংখ্যক যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন অধিক গতিতে চালানো সম্ভব হবে যাতে দেশের উওরাঞ্চলের রেলযোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে।
৪	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত) (এলওসি) ৩১.১২.২০২২	৪২৬০৮৮.৫৯	৩০ জুন/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪% (১৯%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ৬৪.৭৫ কিমি ব্রড গেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে। এতে দেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দরের সাথে সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (এলওসি) ৩০.০৬.২০২৩	১১০৬৮০.০৮	৩০ জুন/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৩.২৫% (১৩.৭৫%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের সমান্তরালে মোট ৪৫ কিমি ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ রেললাইন ও টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনের সমান্তরালে ১১.২৮ কিমি ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মিত হবে। ফলে সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা করা যাবে।
৬	আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর (১ম সংশোধিত) (এডিবি), ৩০.০৬.২০২৩	৬৫০৪৫৪.৫০	৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৪% (০৮%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ৭২.০০ কি.মি. ডুয়েল গেজ রেললাইন নতুন নির্মিত ও ৭২ কি.মি. রেললাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তরিত হবে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের ৩২১ কি.মি. রেলপথের সমগ্র অংশেই ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। ফলে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটারগেজ ও ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ (এডিবি) ৩০.০৬.২০২২	১৩৭৪৫০.৪১	১০০% (০২%)	এ প্রকল্পের আওতায় ২০০টি মিটারগেজ ও ৫০টি ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, রিলিফ ক্রেন এবং লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ (এডিবি) ৩০.০৬.২০২২	৭৩৩৬০.৬৩	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (৬৩.৭৯%)	প্রকল্পের আওতায় ১০টি লোকোমোটিভ, ৪টি ক্রেন (২টি বিজি ও ২টি এমজি) এবং ০১ সেট লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ করা হয়েছে।
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) (এডিবি) ৩০.০৬.২০২২	৩৬০২০৭.৪৭	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৫% (১৭%)	এ প্রকল্পের আওতায় ৪০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন, ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন, ৭৫টি মিটারগেজ লাগেজ ভ্যান , ৫০টি ব্রডগেজ লাগেজ ভ্যান সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। সেই সাথে মালামাল পরিবহনে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
১০	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ (ডিআরজিএ) ৩১.১২.২০২২	৩৭৮৬৫.৫৭	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮১.৯০% (৪.৪০%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১৬.১০ কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে। ফলে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ (ইডিসিএফ) ৩০.০৬.২০২২	১৭৯৯১০.৫৩	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগ-তি ৫০.৮২% (২৫.৪১%)	এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ করা হবে এবং এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (এলওসি) ৩১.১২.২০২২	৬৭৮৫০.৭৯	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৫.৪১% (১.০১%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৪৪.৭৭ কি.মি. মেইন লাইন পুনর্বাসন করা হবে। ফলে ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া শাহবাজপুর-মহিশাসন ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে।
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর (এলওসি) ৩১.১২.২০২২	১৬৮৩২১.২০	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ০%	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত ৫৭.০০ কি.মি. মেইন লাইন মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরিত হবে। ফলে সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা করা যাবে।
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা জংশন সেকসনে ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ (এলওসি) ৩১.১২.২০২২	৩৫০৬৭৫.৪৮	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ০%	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান খুলনা-দর্শনা জংশন সেকশন রেললাইনের সমান্তরালে মোট ১২৬.২৫ কি.মি. ব্রডগেজ রেললাইন নির্মিত হবে। ফলে সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা করা যাবে।
১৫	বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ (এলওসি) ৩০.০৬.২০২৩	৫৫৭৯৭০.১৫	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪.৫০% (২%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৮৬.৫১ কি.মি. ডুয়েল গেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে। এতে উত্তরবঙ্গের সাথে রেল যোগাযোগে দূরত্ব ও সময় দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০ টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ৩০.০৬.২০২৪	২৬৫৯৩৩.১১	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ০.৫০%	এ প্রকল্পের আওতায় ৭০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হবে এবং এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
১৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ টি মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ (টেন্ডারার্স ফাইনান্সিং) ৩০.০৬.২০২৪	৯২৭৫১.৬৯	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ০%	এ প্রকল্পের আওতায় ২০০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ করা হবে এবং এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
১৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প (চায়না) ৩১.১২.২০২৪	১৪২৫০৬১.৩৯	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬.৫০% (০.৬০%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঈশ্বরদী-জয়দেবপুর সেকশনের বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরালে ১৬২.০২ কি.মি. ডুয়েল গেজ রেললাইন নতুন নির্মিত হবে। ফলে সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা করা যাবে।
১৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের মিটারগেজ রেল লাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর (চায়না) ৩০.০৬.২০২৫	১৬১০৪৪৪.৭৬	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ০%	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আখাউড়া থেকে সিলেট পর্যন্ত ১৭৬.২৪ কি.মি. মেইন লাইন মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরিত হবে। ফলে সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা করা যাবে।
২০	আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ) (জিওআই) ৩০.০৬.২০২২	৪৭৭৮১.১৮	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬০% (১৩.৫০%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত ১০.০১ কি.মি. ডিজি মেইন লাইন নির্মিত হবে। ফলে ভারতের সাথে নতুন সংযোগ সৃষ্টির ফলে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।
২১	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জিওবি) ৩০.০৬.২০২২	১০৪৫০.৬৯	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (২১%)	এ প্রকল্পের আওতায় ৩২৮ টি গেটের মানোন্নয়ন ও ১০৩৮ জন গেট কীপার নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে পূর্বাঞ্চলের ৩২৮ টি লেভেল ক্রসিং গেটের মানোন্নয়ন হবে এবং যাত্রী সাধারণের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত হবে।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
২২	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জিওবি) ৩০.০৬.২০২২	৯২২৮.০৮	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৫.৯৮% (২১.৫৮%)	এ প্রকল্পের আওতায় ৩২৬টি গেটের মানোন্নয়ন ও ৮৫১ জন গেট কীপার নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে পশ্চিমাঞ্চলের ৩২৬টি লেভেল ক্রসিং গেটের মানোন্নয়ন হবে এবং যাত্রী সাধারণের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত হবে।
২৩	মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ (জিওবি) ৩০.০৬.২০২৪	১২০২৪৯.৩৫	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩৭.৫২% (১২.৮২%)	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১৯ কি.মি. ব্রডগেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে এবং মাগুরা জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।
২৪	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সিগন্যালিংসহ রেল লাইন সংস্কার ও নির্মাণ। (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে) (জিওবি) ৩০.০৬.২০২২	৩৩৫৯৭.০৩	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (৫.২৫%)	এ প্রকল্পের আওতায় ৯ কি.মি. নতুন ডিজি ও বিদ্যমান ১৭.৫২ কি.মি. বিজি লাইন সংস্কার করা হবে।
২৫	ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে ব্রড গেজ রেলপথ নির্মাণ। (জিওবি) ৩০.০৬.২০২৩	৮০১৬.৯৪	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৩%	এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ৬.৭২৪ কি.মি. ব্রডগেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে এবং ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া চিলাহাটি-হলদিবাড়ী ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে।
২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের ২১টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ নবরূপায়ন প্রকল্প। (জিওবি) ৩১.১২.২০২২	২৪২১৪.০৮	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ০%	এ প্রকল্পের আওতায় ২১টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ নবরূপায়ন করা হবে। এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
২৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)। (জিওবি) ৩০.০৬.২০২৩	৭৪১১.৭৪	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪০% (৪০%)	এ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন করা হবে। এগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে।
২৮	পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জিওবি) ৩০.০৬.২০২২	৯২৭.৯২	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (৫২%)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; ডোমার-ভোটমারি-জলঢাকা রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; এবং তিস্তা নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে।
২৯	চট্টগ্রাম পতেঙ্গায় প্রস্তাবিত বে-টার্মিনালে রেলওয়ে সংযোগের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জিওবি) ৩৬.০৬.২০২৩	৪৫২.৭৬	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪৫% (২০.৫০%)	চট্টগ্রাম পতেঙ্গায় প্রস্তাবিত বে-টার্মিনালে রেলওয়ে সংযোগের জন্য সার্ভে; চূড়ান্ত রুটের ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে।
৩০	দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন (জিওবি) ৩১.১২.২০২১	১৪৯৮.৭৭	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (৫১.৯৫%)	দর্শনা হতে দামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সার্ভে; চূড়ান্ত রুটের ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে মেহেরপুর জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
৩১	বিশদ নকশা প্রণয়ন ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতসহ ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৩০.০৬.২০২২	৪৯৯৬.৪৫	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (১৪%)	ভাঙ্গা থেকে বরিশাল ও পায়রা বন্দর হয়ে কুয়াকাটা পর্যন্ত সার্ভে; চূড়ান্ত রুটের ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।
৩২	সুনামগঞ্জ জেলা সদরে রেলওয়ে সংযোগের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন (জিওবি) ৩০.০৬.২০২৩	৯৮৮.৮০	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪১.৫০% (১৭.৬০%)	সুনামগঞ্জ জেলা সদরে রেলওয়ে সংযোগের জন্য সার্ভে; চূড়ান্ত রুটের ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে সুনামগঞ্জ জেলা সদরে রেলওয়ে সংযোগ স্থাপিত হবে।
৩৩	রাজবাড়ীতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা ও দরপত্র দলিল তৈরীসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জিওবি) ৩০.০৬.২০২২	৩০০৫.৫৫	৩০ জুন/ ২০২২ কাজের অগ্রগতি ০%	রাজবাড়ীতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা ও দরপত্র দলিল তৈরিসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে।
৩৪	গোবরা হতে পিরোজপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণ এবং বাগেরহাটে রেলসংযোগ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন (জিওবি) ৩১.০১.২০২১	১০৮৮.৮৫	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২০.০৯%	গোবরা হতে পিরোজপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণ এবং বাগেরহাটে রেলসংযোগ স্থাপনের জন্য সার্ভে; চূড়ান্ত রুটের ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে পিরোজপুর জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।
৩৫	ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (এডিবি) ৩০.০৬.২০২২	২১২৫১.৩০	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০% (০৮%)	এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত উপ-প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা সম্পাদিত হবে: (১) টঙ্গী-ভৈরব বাজার-আখাউড়া মিটারগেজ ট্র্যাককে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকে রূপান্তর। (২) লাকসাম-চিনকী আস্তানা মিটারগেজ ট্র্যাককে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকে রূপান্তর। (৩) ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই সেকশনে একটি নতুন ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান মিটারগেজ ট্র্যাককে ডুয়েল গেজ ট্র্যাকে রূপান্তর, চট্টগ্রাম বন্দরে সিজিপিওয়াই ইয়ার্ডের রিমোডেলিং এবং রেল কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ। (৪) চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটারগেজ ট্র্যাককে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকে রূপান্তর। (৫) ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি নির্মাণসহ নতুন রেল সংযোগ স্থাপন। (৬) মহেশখালী এবং মাতারবাড়ীতে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে (অর্থনৈতিক জোনে) নতুন ডিজি রেল লিঙ্ক নির্মাণ। (৭) চট্টগ্রামে বিজি রোলিং স্টকের জন্য যাত্রীবাহী গাড়ি ও ওয়াগন ইয়ার্ড এবং লোকো ওয়ার্কসপে জ্বালানি সুবিধার জন্য ডিপো স্থাপন। (৮) সিজিপিওয়াইতে গার্ড এবং ক্রু রানিং রুম, ইয়ার্ড মাস্টার অফিস, ট্রেনস সহকারী অফিস, আরএনবি অফিস, টিএক্সআর অফিস এবং স্টাফ রেস্ট রুমসহ সিজিপিওয়াইতে একটি নতুন স্টেশন মাস্টার অফিস নির্মাণ।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
৩৬	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প এর প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (এডিবি) ৩১.১২.২০২৪	৮০৮.৪০	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৫৯% (২৪%)	এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: (১) পরিবেশ ও পুনর্বাসনের জন্য **independent external monitor** দ্বারা সেফগার্ডের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সমর্থন করা, (২) একটি ওয়েবসাইট বিকাশের মাধ্যমে পাবলিক স্টেকহোল্ডার যোগাযোগে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সহায়তা করা, (৩) রেলপথ ক্রসিংয়ের জন্য সুরক্ষা সচেতনতামূলক প্রচারে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সহায়তা করা এবং ক্রয় সহায়তা এবং পরামর্শমূলক পরিষেবার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সহায়তা করা
৩৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (কারিগরি সহায়তা) প্রকল্প (এডিবি) ৩০.০৬.২০২২	৪৫০১.৭৫	৩০ জুন/ ২০২২ কাজের অগ্রগতি ০%	এ প্রকল্পের আওতায় নতুন ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ওয়ার্কসপ, ডিজেল লোকোমোটিভ শেড এবং সেন্ট্রাল লোকোমোটিভ ওয়ার্কসপ (সিএলডাবু) এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিশদ নকশা, ব্যয় প্রাক্কলন ও বিডিং ডকুমেন্টস প্রস্তুত করা হবে।
৩৮	রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা। (এডিবি) ৩১.১২.২০২৩	২৩৫৩৭.৬১	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬% (৬%)	এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত উপ-প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা সম্পাদিত হবে: (১) উপ-প্রকল্প-১: বিদ্যমান হার্ডিঞ্জ ব্রীজের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রীজ নির্মাণের বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২) উপ-প্রকল্প-২: আব্দুলপুর-রাজশাহী সেকশনে বিদ্যমান ব্রডগেজ লাইনের সমান্তরালে এবং আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর সেকশনে বিদ্যমান ডুয়েলগেজ লাইনের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৩) উপ-প্রকল্প-৩: আমনুরা থেকে একটি নতুন ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৪) উপ-প্রকল্প-৪: সান্তাহার- বগুড়া- কাউনিয়া-লালমনিরহাট মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বিদ্যমান লাইনের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৫) উপ-প্রকল্প-৫: ভৈরববাজার-ময়মনসিংহ মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বিদ্যমান লাইনের সমান্তরালে একটি নতুন ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৬) উপ-প্রকল্প-৬: নারায়ণগঞ্জ থেকে লাকসাম/কুমিল্লা পর্যন্ত কর্ডলাইন নির্মাণের বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৭) উপ-প্রকল্প-৭: যশোর-বেনাপোল সেকশনে বিদ্যমান ব্রডগেজ লাইনের সমান্তরালে একটি ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের জন্য বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (অর্থায়ন), সম্ভাব্য সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	বাস্তবায়ন আগ্রগতি (%) সামগ্রিক (প্রতিবেদনাধীন বছর)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
				(৮) উপ-প্রকল্প-৮: জামালপুর-তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ/ডুয়েলগেজ লাইনে রূপান্তরের জন্য বিশদ নক্শা প্রণয়নসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৯) উপ-প্রকল্প-৯: রোলিং স্টকের ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ এবং রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর, পুন:নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় নতুন স্থাপনা নির্মাণের জন্য বিশদ ডিজাইনসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (১০) উপ-প্রকল্প-১০: ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূণ স্টেশনসমূহে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্টেশনে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, ভূমি ব্যবহারের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, অপটিক্যাল ফাইবার টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাত্রী এবং মালামাল পরিবহনের চাহিদা নিরুপণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য Core এবং None-core বিজনেস সম্পর্কিত বিশদ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন। (১১) উপ-প্রকল্প-১১: সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে Intermediate Block System এর গুরুত্ব ও বিদ্যমান Computer Based Interlocking System এর সাথে ATS/ATP স্থাপন ও মেইন লাইনে CTC সিস্টেম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ এবং সিগন্যালিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যাচাইকরণ।
৩৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মাণ সহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (জিওবি) ৩০.০৪.২০২৩	১৫০৬.৮৪	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩% (৩%)	ক) নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টঙ্গী হতে জয়দেবপুর সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন সহ) নির্মাণের প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযোগীতা যাচাই। (খ) প্রযোজনীয় ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন এর চাহিদা যাচাইসহ এর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্ধারণ এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা, বিনিয়োগ ও সংগঠনের সুপারিশ প্রণয়ন। (গ) নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম এবং টঙ্গী হতে জয়দেবপুর সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তনে ট্রাফিক পুর্বাভাস ও লেভেল ক্রসিং গেট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণ।
৪০	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশনে জ্বালানী ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির কারিগরি সহায়তা। (এডিবি) ৩১.১২.২০২২	৪৩০.২০	৩০ জুন/ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ০%	রোলিং স্টক অপারেশনে জ্বালানী ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন।

রেলওয়ে পুলিশ এর রূপকল্প (Vision) অভিলক্ষ্য (Mission) কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র ও কার্যাবলী (Function)

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে-

১.১ রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভ্রমণকারী যাত্রীসাধারণের ও তাদের মালামালের নিরাপত্তা সেবায় উৎকর্ষ সাধন এবং রেলওয়ে স্টেশনের আঙ্গিনা ও ট্রেনে ভ্রমণরত যাত্রীসাধারণের নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা।

১.২ অভিলক্ষ্য:(Mission):

১. বাংলাদেশ রেলওয়েকে সকল প্রকারের অপরাধ ও অপরাধীমুক্ত রাখা।
২. ভ্রমণকারী যাত্রী এবং তাদের মালামালের বিরুদ্ধে অপরাধ নিবারণ করা এবং সংগঠিত অপরাধের যথাযথ তদন্ত করা।
৩. ভ্রমণকারী যাত্রীসাধারণের অপরাধের ভীতি হ্রাস করা।
৪. রেলওয়েকে সবচেয়ে নিরাপদ ভ্রমণ মাধ্যমে পরিণত করা।
৫. রেলওয়ে পুলিশকে যাত্রীসাধারণের আস্থাভাজন সর্বোৎকৃষ্ট নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী বাহিনীতে পরিণত করা।
৬. রেলওয়ে পুলিশকে আধুনিক প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্য ভিত্তিক পেশাদার পুলিশ বাহিনীতে পরিণত করা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১) অপরাধ ব্যবস্থাপনা।
২) জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।
৩) সেবামূলক কর্মকান্ড।

১.৪ কার্যাবলী (Functions):

- রেলস্টেশনের যাত্রীদের আগমণ নির্গমণ নির্বিঘ্ন করা।
- রেলযাত্রীদের গমনাগমন স্থানসমূহের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।
- যাত্রীবাহী ট্রেনে অপরাধ নিবারণ করা।
- রেল স্টেশন হকার, ভিক্ষুক ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অবস্থান থেকে মুক্ত রাখা।
- রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহে যথাযথ ব্যবস্থা করা এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের রেল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চিকিৎসার জন্য প্রেরণ।
- আন্তঃদেশীয় ট্রেনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভ্রমণকারী ভিআইপি/ভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- রেলওয়ে অধিক্ষেত্রে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সহিত সমন্বয় পূর্বক কার্যসম্পাদন করা।
- রেলওয়ে অধিভুক্ত এলাকায় অপরাধ সংঘটনকারী অপরাধীদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ।
- রেলওয়ের মাধ্যমে মানব পাচারে প্রতিরোধকরণ এবং মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- রেলওয়ের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানীর পণ্য পরিবহণ ও পাচার প্রতিরোধকরণ।
- গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও রেল দূর্ঘটনায় তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশং কার্যক্রম, ওপেন হাউজ ডে ও অপরাধ নিবারণমূলক জনসংযোগ সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

রেলওয়ে পুলিশ এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

ভূমিকা: রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে সদা তৎপর "বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ"। পুলিশের সেবা আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশের ইউনিট প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমান রেলওয়ে পুলিশ এর থানার সংখ্যা ২৪টি এবং ৩২ টি ফাঁড়িসহ মোট জনবল ২৪৩২ জন।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক ভাল। বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ বিদ্যমান মোট ০৬(ছয়) টি রেলওয়ে জেলার আওতাধীন এলাকার ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার লক্ষ্যে পুলিশি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কমিউনিটি পুলিশং ও বিট পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কাজ করে যাচ্ছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রেলওয়ে পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রী সাধারণের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ।

রেলওয়ে পুলিশের সাম্প্রাতিক বছরসমূহের কর্মসম্পাদনের সাম্প্রতিক চিত্র

- রেলওয়ে পুলিশে ০৬ জেলার ২৪ থানা ও ৩২ ফাঁড়িতে **Online** জিডি অটোমেশন চালু করা হয়েছে।
- সম্প্রতি রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এ্যানালাইসিস (সিআইএ) সেল স্থাপন করা হয়েছে।
- বিদ্যমান জনবল ব্যবহার করে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রশাসনিক অনুমোদন সেই লক্ষ্যে পুলিশের "দক্ষতা ও মান উন্নয়ন কোর্স" রেলওয়ে পুলিশ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার-এ চলমান রয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক পুলিশ সার্ভিস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্তরে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান।
- মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা এবং মাদকের অপব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে নিয়ে আসা।
- কমিউনিটি পুলিশং ও বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে জনসংযোগ কার্যক্রম, ওপেন হাউজ ডে এবং অপরাধ বিরোধী সভার মাধ্যমে জনসচেতনতার সৃষ্টি করা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে মধ্যে সেবা প্রদান করা এক্ষেত্রে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী যাত্রীগণ এই সুবিধা ভোগ করে থাকে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা সহজীকরণ।
- রেলপথে ভ্রমণকারী সকল ট্রেন যাত্রীর নিরাপত্তা প্রদানসহ ভিআইপি/ভিভিআইপিগণকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।
- বিশ্ব ইজতেমা, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব উপলক্ষ্যে ভ্রমণকারী লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশী ট্রেনযাত্রীর নিরাপত্তা প্রদান।
- রেলওয়ে পুলিশ অধিক্ষেত্র ৬১৯ টি মামলায় ১৯৬৯ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।
- ৬,৪৬,০৮,৬২০/- (ছয় কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত বিশ) টাকা মূল্যমানের মাদকদ্রব্য, চোরাচালান পণ্য ও স্বর্ণ উদ্ধার।
- রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক টিকেট কালোবাজারিদের গ্রেফতারপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ট্রেণ দূর্ঘটনায় দ্রুত সাড়া প্রদান এবং প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
- মাননীয় রেলমন্ত্রী এবং অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল মহোদয়ের প্রত্যেক্ষ তত্ত্বাবধানে রেলওয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ বর্তমানে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

১) অপর্যাপ্ত জনবল
২) রেলওয়ে পুলিশের থানা/ ফাঁড়ি সমূহের অফিস, ব্যারাক ও আবাসন সংকট
৩) অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা অবকাঠামো এবং নিরাপত্তা সামগ্রী
৪) প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির অভাব
৫) নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেনসমূহে অতিরিক্ত ট্রেন গার্ড ডিউটি মোতায়েন করা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কালোবাজারী, চোরাচালানকারী, ডাকাত, ছিনতাইকারীদের তালিকা করে মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ইউনিট সমূহের মাধ্যমে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- রেলওয়ে পুলিশের জরাজীর্ণ ভবন সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- রেলওয়ে পুলিশ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ইউনিট, রেলওয়ে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (আরপিটিসি), রেলওয়ে পুলিশ রিজার্ভ ফোর্স (আরপিআরএফ) গঠন এ লক্ষ্যে বিদ্যমান জনবলের সহিত আরও ১৪৮৫ জনের অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন।
- রেলপথে মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী পণ্য পরিবহণ প্রতিরোধকরণ।
- রেলওয়ে অধিক্ষেত্রে চলাচলকারী যাত্রীদের নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার।
- রেলওয়ে অধিক্ষেত্রে সকল প্রকার নাশকতামূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করে নিরাপদ ট্রেন ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ।
- রেলওয়ে পুলিশ অফিস, ব্যারাক ও আবাসন সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- রেলওয়ে পুলিশ সদস্যদের পেশাদায়িত্বের মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
- রেলওয়ে পুলিশ সদস্যদের গোয়েন্দা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

রেলওয়ে পুলিশের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

১.২ জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

১) সম্প্রতি রেলওয়ে পুলিশের জন্য ১ জন ডিআইজি, ১ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ১ জন পুলিশ সুপার ও ১ জন সহকারি পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা অনুমোদিত হয়েছে রেলওয়ে পুলিশের অর্গানোগ্রামে সংযুক্ত হয়েছে।
২) প্রস্তাবিত ১৪৮৫ জন জনবল প্রাপ্তি সাপেক্ষে যাত্রী ও রেল স্থাপনার নিরাপত্তা আরও উন্নত করা।
৩) প্রস্তাবিত রেলওয়ে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (আরপিটিসি) স্থাপন এর কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে রেলওয়ে পুলিশে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করা।
৪) ভিআইপি ও ট্রেন যাত্রীদের নিরাপত্তা, রেলওয়ে স্টেশনে গমণাগমণকারী যাত্রীদের নিরাপত্তায় রেলওয়ে বিশেষ শাখা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/সৈয়দপুর/পাকশী/খুলনা হতে প্রণীত নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন থানা/ফাঁড়ি হতে মোতায়েনকৃত ট্রেন গার্ড (টিজি) ডিউটি, রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপিত চেকপোস্টের ও পেট্রোল ডিউটিতে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করা।

১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

রেলওয়ে পুলিশে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের সেবার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ১০০০ জন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দৈনন্দিন কার্যক্রম ও দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান

১.৮ সেবামূলক কর্মকান্ড

● বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলাচলকারী ৩৪৫ টি যাত্রীবাহী আন্ত:নগর, মেইল, লোকাল ও কমিউটার ট্রেনের মধ্যে সকল আন্ত:নগর ট্রেনসহ ২০৯টি আভ্যন্তরীন ট্রেনে ট্রেন গার্ড (টিজি) ডিউটি মোতায়েন করা

● বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলরত মৈত্রী ও বন্ধন ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীগণের ইমিগ্রেশন কার্যক্রমে সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদান

● বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথে ভ্রমণকারী যাত্রীদের নির্বিঘ্নে টিকেট ক্রয় নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা সেবা প্রদান এবং কালোবাজারী প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

● রেলপথে ভ্রমণকারী যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর বিষয়ে সেবা প্রদান

● প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময় যাত্রীবাহি ট্রেন ছাড়াও আমদানি-রপ্তানি কাজে নিয়োজিত রেলওয়ে মালবাহী গাড়ী ও তেলবাহী ট্যাংক লরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করা

● থানা কোন গোপন প্রতিষ্ঠান নয়, থানা একটি উন্মুক্ত স্থান বা পাবলিক প্লেস নীরব থানা আমাদের কাম্য নয়, থানা থাকবে সরব যদি মারামারি , কাটাকাটি বা জঘন্য ফৌজদারি অপরাধ থানা অধিক্ষেত্রে ঘটে, তবুও জনগণ থানায় আইনি পরামর্শ নিতে আসবেন এটাই কাম্য এক কথায় বলা যায় যে , পুলিশ হবে জনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

কমলাপুর রেলওয়ে থানায় ভিন্নধর্মী সেবা কার্যক্রম

● ঢাকা রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যাত্রীসাধারণের জন্য সুপেয় পানি ও শিশুদের জন্য চকলেট প্রদান করার ব্যবস্থার কাজে একজন পুলিশ সদস্য নিয়োজিত করে রেখেছেন

● অপরাধীদের অপরাধ থেকে বিরত করণ এবং সমাজের মূলধারায় ফিরে আসার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা। প্রাচীন-কাল থেকে প্রচলিত হাজতখানার পরিবর্তে প্রাণবন্ত হাজতখানা। হাজত খানায় রাখা হয়েছে লাইব্রেরী , বিভিন্ন লেখকের বই। অপরাধীর কাছে মনে হবে না যে, তার স্বাধীনতা খর্ব করে তাকে কোন আবদ্ধ জায়গায় রাখা হয়েছে।

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর রেলপথ মন্ত্রণালয় এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর (Attached Department)। ১৮৯০ ইং সালের রেলওয়ে এ্যাক্ট (ACT IX OF 1890) এর মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে সরকারি রেল পরিদর্শক (GIBR) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্র্যাক ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় মেরামত, ঘাটতি পূরণ এবং অনিয়ম সংশোধনের নিমিত্ত রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক করণীয় সম্পর্কে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। রেলপথ বিভাগের সংস্থাপন-২ শাখার প্রজ্ঞাপন নং-ই-২/বিবিধ-৭/৮৯-৮৫ তারিখ ১৪/১১/৯৬বাং/২৬/০২/৯০ ইং অনুযায়ী বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচী এবং সাধারণ পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশ রেলপথ পরিদর্শন ছাড়াও আকস্মিকভাবে রেলওয়ে ট্র্যাক, ট্রেন ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন ও স্থাপনাদি পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া, অতি উল্লেখযোগ্য ট্রেন দূর্ঘটনাসমূহের তদন্তও পরিচালনা করা হয়।

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	ঘাটতি
১	১ম	২টি	২ জন	০
২	২য়	০	০	০
৩	৩য়	৫টি	২ জন	৩জন
৪	৪র্থ	২টি	২ জন	০
	মোট=	৯টি	৬ জন	৩ জন

রেলপথ পরিদর্শন এর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম:

(১) রেলপথ পরিদর্শন করা এবং তা যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী গাড়ি চালু করার উপযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে এই আইনের বিধান মোতাবেক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করা;

(২) নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেলপথ পরিদর্শন অথবা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য পরিদর্শন অথবা রেলপথে ব্যবহৃত যেকোন বিশেষ যানবাহন বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করা;

(৩) রেলপথে সংঘটিত গুরুতর কোন দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এই আইনের বিধান মোতাবেক তদন্ত করা;

(৪) বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৫) বাংলাদেশ রেল প্রশাসনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষরকরণ।

(৬) নতুন রেল লাইন নির্মাণকালে মঞ্জুরীকৃত প্রাক্কলন মোতাবেক সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তাহা বিশেষভাবে পরিদর্শনকরণ।

(৭) রেল লাইন চালুকরণের পূর্বে সকল কাজ নকশা ও সিডিউল মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

(৮) নিম্নে উল্লেখিত কাজ চালুকরণের পূর্বে প্রচলিত বিধি মোতাবেক পরীক্ষার পর সরকারি রেল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান।

(৮.১) রেলওয়ে সাইডিং, গুডস সাইডিং, মিলিটারী সাইডিং, প্রাইভেট মিল সাইডিং, সেলুন সাইডিং, পেট্রোল সাইডিং, ইরিগেশন সাইডিং ও স্লিপ সাইডিং স্থাপন।

(৮.২) বড় সেতু নির্মাণ।

(৮.৩) কালভার্ট, আরসিসি পাইপ সেতু, ওপেন টপ কালভার্টস, পাইপ সেতুসহ ৪০'-০" গার্ডার পর্যন্ত ছোট সেতু নির্মাণ।

(৮.৪) সেতুসমূহে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন।

(৮.৫) রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ট্রেনের গতিবেগ নির্ধারণ/বৃদ্ধিকরণ।
(৮.৬) ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (সাইট প্ল্যান)।
(৮.৭) সেতুর উপর/নীচ দিয়া রাস্তা নির্মাণ।
(৮.৮) সেতু উঁচুকরণ।
(৮.৯) সেতু পুনঃনির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
(৮.১০) জরুরী পরিস্থিতিতে যেমন বন্যা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
(৮.১১) সেতু পুনঃ নির্মাণ ও নতুন সেতু নির্মাণের নিমিত্তে অস্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন।
(৮.১২) "সি" শ্রেণীর আনম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
(৮.১৩) "সি" শ্রেণীর ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
(৮.১৪) নতুন "এ" ও "বি" এবং "বিশেষ" শ্রেণীর লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
(৮.১৫) লেভেল ক্রসিং গেইটের শ্রেণী উন্নীতকরণ/অবনতিকরণ।
(৮.১৬) প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে "আশ্রয়স্থল" স্থাপন।
(৮.১৭) যে কোন লেভেলের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন অথবা উচ্চ লেভেলে উন্নীতকরণ।
(৮.১৮) রেল লাইনের নীচ দিয়া পানির পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
(৮.১৯) রেল লাইনের নীচ দিয়া টেলিফোন ক্যাবল অতিক্রম করণ।
(৮.২০) রেল লাইনের নীচ দিয়া গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
(৮.২১) রেল সেতুর পার্শ্বে এবং নীচ দিয়া গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
(৮.২২) ওভারহেড এবং ভুগর্ভস্থ ইলেকট্রিক ক্যাবল ও তারের রেল লাইন অতিক্রমকরণ।
(৮.২৩) রেল লাইনের নীচ দিয়া পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের পাইপ লাইন অতিক্রমের আবেদন।
(৮.২৪) নদীর কূল ভাঙ্গনের দরুন সেতুর উপর রেল লাইন উঁচুকরণ।
(৮.২৫) রেল লাইনের গ্রেড পরিবর্তন।
(৮.২৬) রেল লাইনের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন।
(৮.২৭) স্টেশন ইয়ার্ডের সংযুক্তি ও পরিবর্তন।
(৮.২৮) রেলওয়ে ইয়ার্ড রি-মডেলিং।
(৮.২৯) স্টেশন চালু ও বন্ধকরণ।
(৮.৩০)স্টেশনের শ্রেণী পরিবর্তনকরণ।
(৮.৩১) বিদ্যমান সংকেত ব্যবস্থার সংযোগ/পরিবর্তন এবং রেলওয়েতে নতুন সংকেত ব্যবস্থা চালুকরণ।
(৮.৩২) স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-১ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
(৮.৩৩) স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-২ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
(৮.৩৪) স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-৩ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
(৮.৩৫) রেলওয়েতে নতুন সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তণ।
(৮.৩৬) রেলওয়ের সিঙ্গেল লাইন ও ডবল লাইনে নতুন ধরনের ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তণ।
(৮.৩৭) রেলওয়েতে এক্সেল কাউন্টার প্রবর্তণ।
(৮.৩৮) স্টেশন ও গেইট সিগনালের সংগে লেভেল ক্রসিং গেইট ইন্টারলকিং।
(৮.৩৯) রেলওয়ের জেনারেল রুলস, রুলস ফর ওপেনিং অফ এ রেলওয়ে, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল, সিডিউল অফ ডাইমেনশন এবং লেভেল ক্রসিং এর স্পেসিফিকেশন সংশোধন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন।
(৮.৪০) স্টেশন কার্যবিধি অনুমোদন।
(৮.৪১) স্টেশন কার্যবিধি শুদ্ধিপত্র বিশ্লেষণ।
(৮.৪২) অস্থায়ী কার্যপরিদর্শন এবং অনুমোদন।
(৯)বিধিবদ্ধ আইনে রেলপথ সম্পর্কিত বিধান মোতাবেক অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করা।
(১০)সরকার বা রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সরকারি রেল পরিদর্শক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

বার্ষিক পরিদর্শনের আওতায় ৪১৮.৫৫ কিলোমিটার রেলপথ পরিদর্শন, সাধারণ পরিদর্শনের আওতায় ৬১০.৬২ কিলোমিটার এবং বিশেষ পরিদর্শনের আওতায় ৩২৫.৬০ রেলপথ পরিদর্শনসহ মোট ১৩৫৪.৭৭ কিলোমিটার রেলপথ পরিদর্শন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে সরকারি রেল পরিদর্শক কর্তৃক রেলপথসহ অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শনের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

বার্ষিক পরিদর্শন

ক্রমিক নং	পরিদর্শনকৃত সেকশন/স্টেশন/স্থাপনা	পরিদর্শনের তারিখ
০১	ঈশ্বরদী-সান্তাহার সেকশন (৭৮.৪৫কি:মি:)	২০-০১-২০২২
০২	শায়েস্তাগঞ্জ-আখাউড়া সেকশন (৫৭.৫১কি:মি:)	২৭-০১-২০২২
০৩	সান্তাহার-বোনারপাড়া সেকশন (৮২.৫২ কি:মি:)	১৬-০২-২০২২
০৪	চট্টগ্রাম-ফেণী সেকশন (৮৯.৩৫ কি:মি:)	২৮-০২-২০২২
০৫	ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সেকশন (৮০.৭১কি:মি:)	২৮-০৩-২০২২
০৬	ভৈরব বাজার-গৌরীপুর সেকশন (১০০.১১কি:মি:)	৩১-০৩-২০২২

সাধারণ পরিদর্শন:-

ক্রমিক নং	পরিদর্শনকৃত সেকশন/স্টেশন/স্থাপনা	পরিদর্শনের তারিখ
০১	চট্টগ্রাম-নাজিরহাট সেকশন (৩৭.০০ কি:মি:)	০২-০৯-২০২১
০২	যশোহর-বেনাপোল সেকশন (৩৫.০২ কি:মি:)	২৩-১০-২০২১
০৩	ভৈরববাজার-টঙ্গী সেকশন (৬৪.০০ কি:মি:)	২৩-০২-২০২২
০৪	লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশন (৮৫.০০ কি:মি:)	১৫-০৩-২০২২
০৫	রাজশাহী-রহনপুর সেকশন (৬৩.৯৬ কি:মি:)	৩১-০৫-২০২২
০৬	ময়মনসিংহ-ঝারিয়া ঝাঞ্জাইল সেকশন (৪৮.২৯ কি:মি:)	০৯-০৬-২০২২
০৭	পার্বতীপুর-সান্তাহার সেকশন (৯৫.৯৫ কি:মি:)	১৫-০৬-২০২২
০৮	লাকসাম-নোয়াখালী সেকশন (৪৯.১৯ কি:মি:)	২০-০৬-২০২২
০৯	বোনারপাড়া-কাউনিয়া সেকশন (৬৮.৬৫ কি:মি:)	২৭-০৬-২০২২
১০	টঙ্গী-গফরগাঁও সেকশন (৬৩.৫৬ কি:মি:)	৩০-০৬-২০২২

বিশেষ পরিদর্শন

ক্রমিক নং	পরিদর্শনকৃত সেকশন/স্টেশন/স্থাপনা	পরিদর্শনের তারিখ
০১	ময়নামতি-কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত পরিদর্শন (৩.৬২ কিঃমিঃ)	১৪-০৯-২০২১
০২	পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রজেক্ট বিশেষ পরিদর্শন (১৬৯.০০)	১৩-০২-২০২২
০৩	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত প্রকল্পের অধীন রেলপথ পরিদর্শন। (১০০.৮৩)	০৯-০৩-২০২২ হতে ১২-০৩-২০২২ পর্যন্ত
০৪	কুলাউড়া-শাহবাজপুর পুনর্বাসন প্রকল্প সেকশনে বিশেষ পরিদর্শন। (৫২.১৫)	১৭-০৫-২০২২

১৯টি পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং ১টি প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	শতকরা হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষ, উন্নত আরামদায়ক এবং নিরাপদ রেলসেবা প্রদান।	জিআইবিআর কর্তৃক রেলপথ পরিদর্শন	২৬	২০	৭৬.৯২%	
	জিআইবিআর কর্তৃক সেতু পরিদর্শন	৪০	৫২	১৩০%	
	জিআইবিআর কর্তৃক রোলিং স্টক পরিদর্শন	১৭০	১৭৭	১০৪%	

ফটোগ্যালারী

'রেল সেবা' এ্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভারতের হায়দরাবাদ হাউস রাষ্ট্রীয় বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (বাঁয়ে) ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে) ও দুই দেশের মন্ত্রী বর্গের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন

রেলপথমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি এর সাথে রেলভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি এর সাথে রেলভবনে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত Lee Jang Keun.

এডিবি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রতিনিধি দলের সাথে এক বৈঠক রেলভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি সহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রেলভবনের সভাকক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের Integrated Ticketing System (BRITS) ডিজাইন,ডেভেলপমেন্ট,সাপ্লাই, ইনস্টল, কমিশন, অপারেট, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য Shohoz এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে, ঢাকা-নোয়াখালী-ঢাকার মধ্যে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রতিস্থাপিত রেক দ্বারা নতুন ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন করেন।

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এলাইনমেন্ট দেখার জন্য বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত কয়েকটি নির্ধারিত জায়গা পরিদর্শন করেন।

রেলপথমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পাবলিক টয়লেট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (রোববার, ২২ আগস্ট ২০২১)।-পিআইডি

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন কেরাণীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও এলাকায় বুড়িগঙ্গা রেল সেতু নং-০৪ এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন (মঙ্গলবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১)।-পিআইডি

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর চট্টগ্রাম স্টেশনের ইয়ার্ড, কার পার্কিং সহ স্টেশন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পরে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে অংশ নেন। (শুক্রবার ২৭ মে ২০২২)

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সারাদেশে ৫৫ টি স্টেশন আধুনিকায়ন, প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণ,অ্যাক্সেস কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ, স্টেশন প্লাটফর্ম উঁচু করা সহ যাত্রী সাধারণের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন রেলস্টেশনের আধুনিকায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন

রেলপথ মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন এবং স্পেনের ট্রান্সপোর্ট মোবিলিটি ও আরবান এজেন্ডা বিষয়ক মন্ত্রী রাফেল সানচেজ খিমেনেজের নেতৃত্বে দুদেশের প্রতিনিধিদল মাদ্রিদে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন (বৃহস্পতিবার, ২ ডিসেম্বর ২০২১)

ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সুধী সমাবেশ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর কর্তৃক পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ পরিদর্শন (রবিবার, ২৯ মে ২০২২)

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন এমপি, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় প্রকল্পের উন্নয়ন কার্য পরিদর্শন

বিশ্বতামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উদযাপন

মাননীয় রেলমন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম সুজন, এমপি মংলা পোর্টে রেললাইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন

রাজধানীর রেলপথ ভবনে "ইনিশিয়েটিভ টু মেক বাংলাদেশ রেলওয়ে টোব্যাকো ফ্রি" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত Alexander Mantytskiy রেলভবনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি এর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন

চট্টগ্রামের হালিশহরে মাল্টি মোডাল কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্ত কন্টেইনার কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড (সিসিবিএল) এবং সাইফ লজিস্টিকস এলায়েন্স লিমিটেড এর মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর

ভাঙ্গা রেল জংশন (মডেল)

বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম রেলওয়ে স্টেশন, পঞ্চগড়

আড়িয়াল খাঁ রেলসেতু, মাদারীপুর

পদ্মা সেতুতে সংযোজিত ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক, জাজিরা, শরীয়তপুর

বনায়ন কার্যক্রম, চকরিয়া

বনায়ন কার্যক্রম, রামু

রামু রোড আন্ডারপাস

টঙ্গী জয়দেবপুর ৩য়-৪র্থ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের হায়দরাবাদ খালের উপর নির্মিত নতুন রেল সেতু

টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন ভবনের চলমান নির্মাণ কাজ

ইলেকট্রিক ফ্লাশ BUTT ওয়েল্ডিং কাজ

হাতি চলাচলের জন্য নির্মাণাধীন ওভারপাস, লোহাগাড়া

সরকারি রেল পরিদর্শক কর্তৃক চট্টগ্রাম-নাজিরহাট সেকশনে রেল লাইন সাধারণ পরিদর্শন